হৃষীকেশ সিরিজ, নং—৯

মহাকবি বিদ্যাপতি বিরচিত

কীর্ত্তিলতা

(বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সমেত)

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

সম্পাদিত

১৩৩১।

মূল্য ১৷০
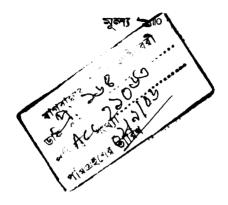
কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীনলিনচন্দ্র পাল, বি এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্র ১৫৪

ভূমিকা

বিদ্যাপতির গান বঙ্গদেশে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এমন কি বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা বিদ্যাপতিকে এক রকম বাঙ্গালীই করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত পুস্তকগুলিও অনেক দিন জানা ছিল। কিন্তু তাঁহার যে দু'খানি কাব্য ছিল একথা কেহই জানিত না। মহামান্য সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন সাহেব যখন বিদ্যাপতির গানগুলি উদ্ধার করিতে থাকেন, তখন তিনি শুনিয়াছিলেন, বিদ্যাপতি আপনার সময়ের ঘটনা লইয়া দু'খানি কাব্য লিখেন একখানির নাম "কীর্ত্তিলতা," আর একখানির নাম "কীর্ত্তিপতাকা"। লোকের সংস্কার হইয়াছিল দু'খানিই শিবসিংহের কীর্ত্তি লইয়া লেখা। ১৮৯৮ সালে আমি একবার নেপাল যাই। তখন দরবারের পুথিখানায় দু'খানি পুথিই দেখি এবং তাহার নকল আনি। সে নকল ভাল হয় নাই কারণ তখন নকল করা বিদ্যাটায় কেহই পরিপক্ক ছিলেন না। তাই আবার যখন ১৯২২ সালে নেপাল যাই তখন দেখিয়া আসি পুথি দু'খানি ঠিক আছে কিনা। পরে মহারাজা সার চন্দ্র সমসের জঙ্গ মহাশয়ের অনুগ্রহে পুথি পাইয়া কীর্ত্তিলতা প্রকাশ করিতেছি।

তিনশত-বৎসর পূর্ব্বে জয়জগজ্জ্যোতির্ম্মল্ল মহারাজাধিরাজের সময়ে ৩০০ ঘর মৈথিল পণ্ডিত নেপালে যাইয়া বাস করেন।

তাঁহাদেরই কাহারও বাড়ী হইতে পুথি লইয়া এ পুথিখানি নকল করা হয়। নকল জগজ্জ্যোতির্ম্মলের আদেশ অনুসারেই হইয়াছিল। নকল করিয়াছিলেন, দৈবজ্ঞ নারায়ণ সিংহ। মৈথিল পুথি হইতে নেওয়ারী অক্ষরে নকল করিতে গিয়া লেখক যে দু' চারিটা ভুল করিবেন একথা বলাই বাহুল্য। আমরাও যে নেওয়ারী হইতে বাঙ্গালায় নকল করিতে আরও ২।৪টা ভুল করিব, ইহাও অপরিহার্য্য। বিশেষ যে ভাষায় এই পুথিখানি লেখা তাহাও সুবিদিত নহে। যাঁহারা বিদ্যাপতির গানগুলি ভাল করিয়া চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাও এ ভাষা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। কারণ গানগুলি আদিরসের। আর এ তাঁহার সময়ের ঘটনা লইয়া। গানে আরবী, পার্সী, তুর্কির গন্ধও নাই, ইহাতে অনেক আছে। গানে রাজনীতির কথা নাই, যুদ্ধের কথাও নাই, এ বইখানি রাজনীতি আর যুদ্ধ লইয়াই লেখা। তাহার পর পুথির লেখা প্রায় পদচ্ছেদ করিয়া হয় না, সুতরাং অনেক জায়গায়ই ঘটক চূড়ামণির স্থানে "ঘট কচু ডামণি" হইয়া যায়। মানে জানা থাকিলেও ঘট কচু ডামণি, আর মানে জানা না থাকিলে আরও মুস্কিল। এই পুস্তকে যে শুদ্ধি-পত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখিবেন অনেকটাই পদচ্ছেদের শুদ্ধি।

পুস্তকে বাঙ্গালা তর্জ্জমা দিয়াছি। যে সকল জায়গায় অর্থ বোধ হয় নাই; তথায় অনেকের সাহায্য লইবার চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু বিশেষ উপকার পাই নাই। একজন মৈথিল

পণ্ডিত মহাশয় অনেক অর্থ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাম পল্টু ঝাঁ, তিনি সংস্কৃত বেশ ভাল জানেন। নিজের দেশের ভাষাও ভাল জানেন, তিনি অনেকগুলি জায়গায় বেশ ভাল অর্থ করিয়া দিয়াছেন। ধার্ম্মিক পণ্ডিতের মত তিনি যে খানে বুঝিতে পারেন নাই, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন —বুঝিতে পারিলাম না। দু' একজায়গায় তিনি সন্দেহ করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি লই নাই। বোধ হয় লইলেই ভাল করিতাম। দায়িত্ব তাঁহারই থাকিত। আমিও যে অর্থ করিয়াছি তাহা ভাল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বলিয়া জিলায় এক ব্রাহ্মণ এসিয়াটিক সোসাইটীর সর্দ্দার আছেন, তাঁহার নাম শ্রীউজাগর চৌবে তিনিও দু'চারিটী চল্‌তি কথায় অর্থ করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের দু'জনের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব।

"কীর্ত্তিলতা" একরকম ছাপান হইল। কিন্তু "কীর্ত্তি-পতাকা"র কিছু করিতে পারিলাম না, উহা আরও একশত বৎসর পূর্ব্বের লেখা, তালপাতায় টানা মৈথিল অক্ষরে লেখা। তাহা পড়িয়া উঠা গেল না। উহার আরও মুস্কিল এই যে, ৮ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত পাতা নাই। তাই অসম্পূর্ণ পুথি উদ্ধারের জন্য বিশেষ উৎসাহও হইল না। পুথি যেমন আসিয়াছিল ফেরৎ দিলাম।

আমার প্রথম ধন্যবাদ নেপালের মহারাজা সার সম্‌সের জঙ্গ মহোদয়কে, তিনি পুথিখানি ধার না দিলে কিছুই হইত না। আমার দ্বিতীয় ধন্যবাদ শ্রীমান কুমার ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা

মহোদয়কে। তিনি বহুঅর্থ ব্যয় করিয়া বহুতর উৎকৃষ্ট পুস্তক ছাপাইতেছেন, কীর্ত্তিলতা ছাপাইবার সমস্ত ভার তিনি আপনার স্কন্ধে লইয়াছেন এবং আমার দায়িত্ব কতক পরিমাণে লাঘব করিবার জন্য নিজ অর্থব্যয়ে কীর্ত্তিলতার কতকগুলি পাতার ফটোগ্রাফও এই পুস্তকে লাগাইয়া দিয়াছেন।

২৬ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
২৯, ডিসেম্বর ১৯২৪

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কীর্ত্তিলতা

আমাদের দেশে বহুকাল ধরিয়া একরূপ গল্প চলিয়া আসিতেছে যাহার নাম "ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প।" ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী শব্দের অর্থ কি তাহা আমরা জানিতাম না। ৺ লাল-বিহারী দে Folk Tales of Bengal নামে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প আছে। তিনি ব্যাঙ্গমকে বিহঙ্গম আর ব্যাঙ্গমীকে বিহঙ্গমা করিয়াছেন। ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী গাছে বসিয়া অনেক রকমের গল্প করে। নীচে গাছের তলায় বসিয়া মানুষ তাই শুনে ও শুনিয়া আপনাদের সম্বন্ধে এবং আপনার আত্মীয়দের সম্বন্ধে অনেক খবর পায়। তারপর আপনার ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করে; তাহাতেই গল্পগুলি জমে।

বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতা' এইরূপ ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প। একটা ভৃঙ্গী তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে; পুরুষ কাহাকে বলে, পুরুষের লক্ষণ কি?

ভৃঙ্গ বলিতেছে—পুরিসত্তণেন পুরিসও নহি পুরিসও জম্মমত্তেন।

জল দানেন হু জলও নহু জলও পুঞ্জিও ধূমো॥

সো পুরিসো জস্থ মানো সোপুরিসো জস্স অজ্জনে সত্তি।

ইঅরো পুরিসাআরো পুচ্ছবিহূনো পস্থ হোঈ॥

পুরিস কাহানী হওঁ জস্থ পত্থাবে পুন্ন।
স্থকৃথ স্থভোঅন স্থভবঅণ দেবেহা জাই সপুন্ন॥
পুরুস হুঅউঁ বলিরাএ জাস্থ করে কম্মে পসারিঅ।
পুরিস হুঅউঁ রঘুতনঅ জম্মে বলে রাবণ মারিঅ॥
পুরিস ভগীরথ হুঅউঁ জেম্মে নিঞ কুল উদ্ধরিউঁ।
পরস্থরাম অরু পুরিস জেম্মে খত্তিঅ খঅ করিঅউঁ॥
অরু পুরিস পসংসওঁ রায়গুরু কিত্তিসিংহ গএণেস স্থঅ।
জো সত্তু সমর সম্মদ্দিকহু বপ্যবৈর উদ্ধরিঅ ধুঅ॥
ভৃঙ্গী বলিতেছে—রায় চরিত্ত রসাল এহু ণাহ ন রাখহিঁ গোএ।
কবন বংস কো রাঅ সো কিত্তিসিংহ কো হোএ॥

ভৃঙ্গ বলিলেন—কর্কশ তর্ক ও বেদপাঠে নিরত, দানে দারিদ্র্যনাশকারী, পরম ব্রহ্ম ও পরমার্থের জ্ঞানে নিরত, ধনদান করিয়া কীর্ত্তি-লাভ-কারী—সংগ্রামে শত্রুর সহিত যুদ্ধে বিজয়শীল এমন যে প্রসিদ্ধ ওইনী বংশ তাহাতে কীর্ত্তিসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভুজবীর্য্য আর ব্রাহ্মণত্ব দুই একত্র আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেই বংশে কামেসর নামে রাজা জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ভোগীশ: রায়। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় পৃথিবী ভোগ করিতেন; তিনি কুসুমায়ুধের ন্যায় সুন্দর ছিলেন। যাচকদিগকে প্রচুর ধনদান করিতেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তাঁহাকে প্রিয় সখা বলিয়া সম্মান করিয়াছিলেন। তিনি আপন গুণে, আপন দানে ও লোকের সম্মান করিয়া সকলকে আপনার বশ করিয়াছিলেন। কুন্দকুসুমের মত তাঁহার

যশ পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার পুত্র রায় গএণেস নীতিশাস্ত্রে দক্ষ ছিলেন এবং আপনার কীর্ত্তিতে দশদিক আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। তিনি দানে গুরু ছিলেন, মানে গুরু ছিলেন, শত্রুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সত্যে গুরু ছিলেন, লাবণ্যে গুরু ছিলেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজগণের মধ্যে মহারাজাধিরাজ বীরসিংহ দেব ছিলেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ গুণগরিষ্ঠ কীর্ত্তি-সিংহ ভূপাল এখন মেদিনী শাসন করিতেছেন। তিনি চিরকাল জীবিত থাকুন এবং ধর্ম্ম পরিপালন করুন। অতুল বিক্রমে তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করা যায়, তিনি সাহস করিয়া পাতশাহের নিকট যাইয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া দুষ্টের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, পিতৃবৈরী উদ্ধার করিয়া ছিলেন।

প্রথম পল্লব শেষ।

ভৃঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে—শত্রুতা কিরূপ করিয়া উৎপন্ন হইল ? কেমন করিয়া তিনি পিতৃবৈরী উদ্ধার করিলেন ? হে প্রিয়, তুমি আমাকে সেই কাহিনী বল, আমি সুখে শুনিব।

ভৃঙ্গ বলিতেছে—লক্ষ্মণ সেন রাজার ২৫২ বৎসরে (পক্ষ পঞ্চবে) মধুমাস প্রথম পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাজ্যলুব্ধ অসলান রাজা গণেশের বুদ্ধি ও বিক্রমবলে হারিয়া গেল। কিন্তু সে দুষ্ট পরম বিশ্বাসী রাজা গণেশের পাশে বসিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। পৃথিবী হাহাকারে পূর্ণ হইল, স্বর্গের অপ্সরাদের বামনয়ন স্পন্দন হইল। ঠাকুরেরা ঠক হইয়া গেল, চোরেরা

প্রবল হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম ডুবিয়া গেল, খলেরা সজ্জনকে পরিভব করিতে লাগিল, দেশে বিচারক রহিল না, জাতি অজাতিতে বিবাহ হইতে লাগিল, অধম উত্তমকে কাঁপাইয়া দিতে লাগিল। বড়লোক সব ভিখারী হইয়া গেল। তিরহুতের সব গুণ নাশ হইয়া গেল। তুরুষ্ক অসলান দেখিলেন, তিনি বড় মন্দ কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন তিনি মনে করিলেন, আমি কীর্ত্তিসিংহকে রাজসম্মান করিয়া রাজ্য ফিরিয়া দিব। কিন্তু সিংহপরাক্রম মানধন কীর্ত্তিসিংহ তখন বৈরী উদ্ধারের জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তিনি শত্রু-সমর্পিত রাজ্য অঙ্গীকার করিলেন না। তাঁহার মা জিদ করিতে লাগিলেন, অপর গুরু-লোক জিদ করিতে লাগিল, মন্ত্রী মিত্র সকলে শিক্ষা দিতে লাগিল, তুমি এমন কর্ম্ম করিও না, রাজ্য ত্যাগ করিয়া পিতৃবৈরী উদ্ধার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিও না। রাজা গণেশ গিয়াছেন, তিনি স্বর্গে ইন্দ্রের সমাজে অবস্থান করিতেছেন, তুমি শত্রুকে মিত্র করিয়া তিরহুতি রাজ্য ভোগ কর। কীর্ত্তি-সিংহ রাগিয়া রাগিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে তোরা স্বামীশোক ভুলিয়া গিয়াছিস্, তোরা কুটিল রাজনীতি অবলম্বন করিয়া কথা কহিতেছিস্, আমার কথা শোন। মাতা মমতায় আবদ্ধ হইয়া একথা বলিতেছেন, মন্ত্রী রাজনীতি অনুসারে একথা বলিতেছেন, কিন্তু বীরপুরুষের রীতি আমার একমাত্র প্রিয় পদার্থ। মানকে বিসর্জ্জন দিয়া শত্রুর শরণাগত হইয়া জীবনধারণে কিছুই কাজ নাই। যে অপমানে দুঃখ বোধ করে না, দানরূপ খড়্গের মর্ম্ম

জানেনা, পরোপকারকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে না, সেই ধন্য, তাহার চিত্ত নাই, তাহার বড় শোভা! আমি শত্রুপুরী ধ্বংস করিয়া গ্রহণ করিব। বলিতে পারি না পারিব কিনা—কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠ গরিষ্ঠ মন্ত্রবিচক্ষণ ভাই আছেন, আমি পিতৃবৈরী উদ্ধার করিব; সাহস করিয়া যুদ্ধ করিব, শরণাগত হইয়া মুক্ত হইব না, দানে দরিদ্র দলন করিব। কিন্তু কাতর বাক্য প্রয়োগ করিব না, নিজের মান রক্ষা করিব। কখনও নীচ জনের সহিত প্রীতি করিব না। রাজ্য থাকুক আর যাক্, বীরসিংহ আমার প্রভু।

তখন দুই সহোদরে মিলিয়া রাম লক্ষ্মণের ন্যায় পায়ে চলিয়া বাহির হইলেন। তাঁহাদের সেইভাবে যাইতে দেখিয়া যে যেখানে ছিল, সকলেই চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। তাঁহারা রাজছত্র ত্যাগ করিলেন, পরিজনবর্গকে ত্যাগ করিলেন, রাজ্য-ভোগ ত্যাগ করিলেন, চতুরঙ্গ সেনা পরিত্যাগ করিলেন, জননীর পায়ে প্রণাম করিলেন, জন্মভূমির প্রতি স্নেহ ছাড়িলেন, ধন ছাড়িলেন, ধনী ছাড়িলেন, নবযৌবনা পত্নী ছাড়িলেন, পাতশাহের উদ্দেশে গমন করিলেন।

দুই কুমার হরি হরি স্মরণ করিয়া পায় চলিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে গ্রামে যাইতে লাগিলেন, গ্রামের লোক এককড়িও না লইয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল, কেহ কাপড় দিল, কেহ সম্বল দিল, কেহ সেবক দিল, কেহ ঋণ দিল, কেহ নদী পার করিয়া দিল, কেহ ভার বোঝা বহিতে লাগিল, কেহ সোজা

পথ দেখাইয়া দিতে লাগিল, কেহ বিনয় করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করাইতে লাগিল, কতদিন পরে রাস্তা শেষ হইল। যাহারা এইরূপ করিয়া উদ্যম পালে, তাহাদের লক্ষ্মী নিশ্চয়ই বশ হয়। তাহাদের সাহসের সিদ্ধি হয়। বিচক্ষণ পুরুষে যাহা যাহা চায় তাহা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। পথ শেষ হইলে তাঁহারা দেখিলেন জোনাপুর নামে নগর, লক্ষ্মীর বিশ্রাম স্থান, নয়নমনোরঞ্জন। সেই সুন্দর নগরের মেখলাস্বরূপ একটা সুন্দর নদী আছে, সেখানে অনেক পাথরের বাড়ী, অন্তঃপুর। চৌতালা-বাড়ী, অনেক উদ্যান, তাহাতে নূতন পাতা হইতেছে, ফুল হইতেছে, আমের গাছ আছে, চাঁপার গাছ আছে। মকরন্দ পানে মত্ত হইয়া ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতেছে—তাহাতে মন মুগ্ধ হইতেছে। অনেক পুকুর আছে, তাহাতে বক সারসাদি পক্ষী বিচরণ করিতেছে এবং তাহার নিকট বড় বড় বাড়ী রহিয়াছে। সেখানে অনেক সোপান আছে। তোরণ আছে। যন্ত্র আছে, ঝোলন আছে, জালি কাজ আছে। তাঁহারা একদিন নগর দেখিয়া বেড়াইলেন। নগরে শতসহস্র হাট বাট রহিয়াছে—শাখানগর, শৃঙ্গাটক রহিয়াছে—গোপুর, বকহটী, বলভী, বীথি, অট্টালিকা, হাট ঘাট কতই রহিয়াছে। পুরবিন্যাসের কথা কি বলিব, মনে হইতেছে যেন দ্বিতীয় অমরাবতীতে আসিয়াছি। তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে ধনহটা, শোনহটা, পনহটা, পকান্ন-হটা, মচ্ছহটা কতই দেখিতে লাগিলেন, কতই কলকোলাহল, তাঁহাদের কান ভরিয়া দিতে লাগিল। সকলেই সুখে-সচ্ছন্দে

আছে বলিয়া ইব্রাহিম শাকে খুব প্রশংসা করিতেছে।

সব্বেউঁ নারি বিঅক্খণী সব্বেউঁ সুস্থিত লোক।
সিরি ইমরাহিমশাহগুণে নহি চিন্তা নহি শোক॥

কবি তুরুস্কদিগের লক্ষণ দিতেছেন—

ততো বে কুমারো পইট্‌ঠে বজারো।
জহিঁ লক্খ ঘোরা মঅঙ্গা হজারো॥
কহাঁ কোটি গন্দা কঁাহা বাদি বন্দা।
কহো দূরি রিক্কা বিএ হিন্দু গন্দা॥
তহী তথ্থ কূজা তবেল্লা পসারা।
কহঁী তীর কম্মান দোকাণদারা॥
সরাফে সরাফে ভরে বেবি বাজূ।
তৌল্লন্তি ফেরা লস্থুলা পেআজূ॥
খরীদে খরীদে বহুতো গুলামো।
তুরকে তুরকে অনেকো সলামো॥
বেসাহন্তি থীসা মইজ্জল্ল মোজা।
ভমে মীর বল্লীঅ সইল্লার খোজা॥
অবেবে ভণন্তা সরাপা পিবন্তা।
কলীমা কহন্তা কলামে জীঅন্তা॥
কসীদা কটন্তা, মসীদা ভরন্তা।
কিতেবা পঢ়ন্তা তুরুক্কা অনন্তা॥

হিন্দু মুসলমানের ব্যবহার।

হিন্দূ তুরকে মিলল বাস।

একক ধম্মে অওকা উপহাস ॥
কতহু বাঁগ কতহু বেদ।
কহু মিসিমিল কতহু ছেদ ॥
কতহু ওঝা কতহু খোজা।
কতহু নকত কতহু রোজা ॥
কতহু তম্বারু কতহু কূজা।
কতহু নিমাজ কতহু পূজা ॥
কতহু তুরুক বরকর।
বাটঁ জাইতেঁ বেগার ধর ॥
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।
মথা চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া ॥
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপর চড়াবএ চাহ ঘোর ॥
ধোআ উরি ধানে মদিরা সাঁধ।
দেউর ভাঁগি মসিদ বাঁধ ॥
গোরি গোমঠ পূরলি মহী।
পএরহু দেমাএ কঠাম নহি ॥
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার।
ছোটেও তুরুকা ভভকি মার ॥
হিন্দু হি গোট্টও গিলিএ হল। তুরুক দেখি হোঅ ভান ॥
অইসেও তসু পরতাপে রহে। চিরে জিবত সুরুতান ॥

হট্ট হি হট্ট ভমন্তও দূঅও রাজকুমার।
দিট্টি কুতূহল কজ্জ রসঁ তো পইঠ্ দরবার ॥

দরবারের অবস্থা অতি ভয়ানক। নানাদেশ হইতে তুর্কেরা আসিতেছে—তাহাদের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইতেছে—পাষাণ চূর্ণ হইতেছে। বড় বড় রাজা দরবারে আসিয়াছে—কিন্তু বৎসরাবধি সুলতানের সহিত দেখাই হইতেছে না। তুর্কেরা দেউড়ীর ভিতর যাতায়াত করিতেছে, আর তাহাদিগকে গালি পাড়িতেছে।

তেলঙ্গা বঙ্গা চোল কলিঙ্গা রাআ পুত্তে মণ্ডীআ।
নিঅ ভাসা জপ্পই সাহস কম্মাই জইসূ রাজই পণ্ডীআ ॥
রাউত্তা পুত্তা চলএ বহুত্তা, অতরে পটরে সোভন্তা।
সংগামসুহব্বা জনি গন্ধব্বা রূএঁ পর মন মোহন্তা ॥
ওহু খাস দরবার সএল মহিমণ্ডল উপ্পরি।
উথি অপন বেবহারে রাঙ্কলে চাঅহু চপ্পরি ॥
উথি সথু উথি মিত্ত উথি সির নবই সব্বকই।
উথি সাতি পরসাদ উথি ভএ জাএ ভবেব কই ॥
নিঅ ভাগ অভাগ বিভাগ বল ওঠ মাহিঁ জানিঞ সব্বগএ।
এহু পাতিশাহ সব্ব লোঅ উপ্পরি তসু উপ্পরি করতাল পএ ॥

ইহার পর দরবারের বর্ণনা। প্রমোদবন, পুষ্পবাটিকা, কৃত্রিম নদী, ক্রীড়াশৈল, ধারাগৃহ, যন্ত্রব্যজন, শৃঙ্গারসঙ্কেত বিশ্রামচৌয়া, চিত্রশালী, খট্টা, হিণ্ডোল, কুসুমশয্যা, মাণিক্য চন্দ্রকান্তশিলা, চতুঃসমপল্লব এই সকল জায়গায় দুই ভাই

ভ্রমণ করিয়া ভিতরের সব খবর লইলেন। সকল মহলের মর্ম্ম জানিলেন, বুদ্ধিমান লোকের সহিত কথা কহিয়া সব সমঝাইয়া লইলেন, তার পর নগরের মধ্যস্থলে এক ব্রাহ্মণের ঘরে বাস করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পল্লব শেষ।

ভৃঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে—হে কান্ত, তোমার কথা আমার কানে যেন অমৃত রস ঢালিয়া দিতেছে। ইহার পর কি হইল, আমাকে বলিয়া যাও।

ভৃঙ্গ বলিতেছে—ব্রাহ্মণের ঘরে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাত হইলে নিদ্রার পর উঠিয়া রাজকুমারেরা মুখ ধুইলেন, এবং উজিরের বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আপনাদের কাজের কথা সব বলিলেন। যদি প্রভু আমাদের প্রতি প্রসন্ন হ'ন, তাহা হইলে আমরা রাজ্য ফেরত পাইতে পারি। মন্ত্রী রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন; পাতশাহ বলিলেন—শুভ মুহূর্ত্তে তাহাদের আমার কাছে নিয়া আইস। একটী ঘোড়া ও একখানি কাপড় নজর দিয়া দুঃখ এবং বৈরাগ্যকে হৃদয়ে চাপিয়া কুমারেরা পাতসাহকে প্রসন্ন করিলেন এবং কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পুনঃ পুনঃ সেলাম করিয়া কীর্ত্তি সিংহ বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

অজ্জ উচ্ছব, অজ্জ কল্লান, অজ্জ সুদিন, অজ্জ সুমুহুত্ত, অজ্জ মাঞে মঝু পুত্ত জাইঅ।

অজ্জ পুন্ন পুরিসত্থ যাতি পাতিশাহ পাপোস পাইঅ।

অকুশল বেবি হি এক্ক পই অবর তুজ্ঝ পরতাপ।
অরু লোঅন্তর মগ্গওঁ গঅন রাএ মঝু বাপ॥
ফরমান ভেল কএো ণ চাহি।
তিরহুতি লেলজহ্নি সাহি॥
ডরে কহিনী কহএ আন।
এেহা তোহে তাঁহা অসলান॥

অসলান তোমার ফরমান ফেলিয়া দিয়া রাজা গণেশকে মারিয়া ফেলিয়া চামর চালাইতেছে, মাথায় ছত্র ধরাইতেছে। তিরহুতি ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতি আপনার রাগ নাই। অসলান স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিতেছে—এখন আপনি যদি এই সকল সহ্য করেন, তবে অভিমানে জলাঞ্জলি দান করুন। আপনার দান মান অতুলনীয়, সব রাজারাই আপনার বশ, আপনি এইরূপ অন্যায় যাহাতে না হইতে পারে তাহা করুন।

এই সকল কথা শুনিয়া সুরতান রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন, ভ্রূযুগল ভঙ্গ হইল, ঠোঁট ফুলিতে লাগিল, চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, খাঁ এবং ওমরাহ্‌গণকে তখনি আজ্ঞা হইল—তোমরা সকলে এখনি তিরহুতিতে যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ কর। তখন যুদ্ধযাত্রার ঘোরতর উদ্যোগ হইতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল, আমি একাই গিয়া অসলানকে পাকড়াও করিয়া আনিব। তখন দুই সহোদর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এমন সময়ে খবর আসিল যে, সুলতান পূর্ব্ব দিকে যাইবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমদিকে যাইবার উপক্রম করিতে-

ছেন। বিধির বিচিত্র খেলা, এক করিতে আর হইয়া গেল। রাজকুমারেরা বড় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। আবার পরিশ্রম করিতে হইবে। আমাদের কার্য্য এবার বিফল হইল। রাজপুত্রদের দুঃখিত দেখিয়া বীরসিংহ দেবের মন্ত্রী বলিলেন, আপনারা মনে দুঃখ করিবেন না।

দুঃখে সিজ্‌ঝই রাজঘর কজ্জ।

অর্থাৎ রাজার বাড়ীর কাজ অনেক দুঃখে সিদ্ধ হয়। কিন্তু আপনারা সাহস ছাড়িবেন না। সাহস নহিলে সিদ্ধি হয় না। বীরপুরুষের উৎসাহই প্রধান আশ্রয়। সুলতান পৃথিবীপতি, তোমরা রাজকুমার, তোমরা যদি একচিত্তে সেবা কর, তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। ইহারই মধ্যে আবার রোল পড়িয়া গেল, সৈন্য ত্রিহুতেই যাইবে। সুলতানী তক্তান যাইবে। সুলতান ইব্রাহিমের তক্তান চলিল, পাহাড় টলিতে লাগিল, পৃথিবী নড়িতে লাগিল, নাগের মন কাঁপিতে লাগিল, সূর্য্যরথের যে পথ তাহা ধূলিতে ভরিয়া গেল, শত শত তবল বাজিতে লাগিল, ভেরী ঢুকিতে লাগিল, প্রবল মেঘের ন্যায় ঘোররব হইতে লাগিল! যখন সেনা চলিতে লাগিল তখন শত্রুর ঘরেও ভয় উপস্থিত হইল, তাহাদের আর নিদ্রা হইল না।

খগ্গ লই গব্ব কই তুলুক যবেঁ যুজ্‌ঝই।
অপি সগর সুর নঅর সংকপল মুজ্‌ঝই॥

বাদশাহ যখন দিগ্বিজয়ের জন্য প্রস্থান করিলেন, তিনি দুর্গম স্থানে যাইতে লাগিলেন, সকলের নিকট কর চাহিতে লাগিলেন,

স্বার্থ ও যশঃ তাঁহার দুইই হইতে লাগিল। তিনি অনেক বন্দী লইতে লাগিলেন, গিরিপত্তন ভঙ্গ করিতে লাগিলেন, সাগরকে সীমা করিয়া তুলিলেন, নদী পার হইতে লাগিলেন, শত্রুকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে লাগিলেন, এক জায়গায় থাকিয়া দশ জায়গা জয় করিতে লাগিলেন। সৈন্য চলিয়া যাইতে লাগিল, এক সের জল কিনিয়া আনিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া খাইতে লাগিল, জলের জন্য সোনার টাকা দিতে হইল, চন্দনের মূল্যে জ্বালানীকাঠ বিকাইতে লাগিল; অনেক কড়ি দিয়া একটু ঘী কিনিতে পাইল। এইরূপে তাহারা দূর দিগন্তর যাইতে লাগিল। সকলেই যুদ্ধের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। রাজকুমারেরা অনেকস্থলেই ফলমুল খাইয়া রহিলেন। তুরুস্কের সঙ্গে যাইবার সময় তাঁহাদিগকে অনেক কষ্টে আচার রক্ষা করিতে হইয়াছিল। না খাইয়া বেচারাদের শরীর কৃশ হইয়া গেল, কাপড় পুরাণ হইয়া গেল, যবনের স্বভাবই নিষ্করুণ; তথাপি সুরতান এসকল কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহাদের অর্থ নাই। কেনা কাটা করিতে পারেন না। বিদেশে ঋণ সম্ভব নয়। মানই তাঁহাদের ধন, লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে না। রাজঘরে তাঁহাদের উৎপত্তি হইয়াছে—ছোট কথা বলিতে লজ্জা করেন। তাঁহারা স্বামী সেবায় নিঃশঙ্ক হইবেন দৈবে তাঁহাদের এ আশা পুরাইল না। হায় হায়, বড় লোকে কি করে! উপবাস গণিয়া গণিয়া যায়। তাঁহারা দিনে দিনে অতি দুষ্কর করিতে লাগিলেন। তবু তাঁহারা কিছুতেই চুকিলেন না। শ্রীকেশব

কায়স্থ আর সোম ইহারা দুইজনে এই দূরপথে তাহাদের কিছু কিছু সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই ভাই অত্যন্ত কষ্টে আচার রক্ষা করিয়া গুণপরীক্ষা করিয়া, হরিশ্চন্দ্র-কথা নলোপাখ্যান, বামদেবের চরিত্র, দানপ্রীতি, বলি-কর্ণ-দধীচি প্রভৃতির কথা কহিয়া উৎসাহসহকারে যাইতে লাগিলেন। সেই সময়ে কীর্ত্তিসিংহ এবং রাজা ভাবিতে লাগিলেন, আমাদের ত এই কষ্ট, আমাদের মা এতক্ষণ জীবিত আছেন কিনা, উহাদের সঙ্গে উঁহাদের সন্ধিবিগ্রহিক আনন্দ এবং মিত্র শ্রীহংসরাজ উভয়েই ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বস্ব উপেক্ষা করিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আর ছিলেন, রায়সিংহ উঁহাদের সহোদর, মন্ত্রী গোবিন্দ দত্ত, আর ছিলেন শিবভক্ত হরদত্ত। তাঁহারা সকলে বলিতে লাগিলেন—

বিপঅন আবই তাসু ঘর
জসু অনুরত্ত ও লোগ

এইরূপে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহারা পরিশেষে তিরহুতির সীমায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

তৃতীয় পল্লব শেষ হইয়া গেল।

ভৃঙ্গী বলিতেছে—

কহ কহ কন্তা সব্ব ভনন্তা কিমি পরি সেনা সঞ্চরিয়া।
কিমি চিরহুত্তী হাহউঁ পবিত্তী অরু অসলান কিক্করিয়া॥

ভৃঙ্গী বলিতেছে—

কিত্তিসিংহ গুণক [হ]এো পেঅসি অপ্পহি কান।

বিনু জনে বিনু ধনে ধন্ধে বিনু জেঁ চালিঅ সুরুতান॥

কুমারেরা খুব বাহাদুর, মলিক অসলানও খুব বাহাদুর। এই দুইজনের জন্যই সুলতানের ত্রিহুতে আগমন হইয়াছে। সুলতানের আজ্ঞায় লক্ষাবধি পদাতিক আসিয়াছে, নানারূপ রণ-বাদ্য বাজিতে লাগিল, করী, তুরঙ্গ, পদাতিক গিজগিজ করিতে লাগিল, চারিদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোল পড়িয়া গেল, ক্রমে চতুরঙ্গ বল আসিয়া ত্রিহুতে পৌঁছিল। তার পর হাতীর বর্ণনা, ঘোড়ার বর্ণনা, পদাতিকদের বর্ণনা সৈন্যসজ্জার বর্ণনা, লুটপাটের বর্ণনা তুর্কীদিগের পিছনে হিন্দুর দল আসিতে লাগিল। অনেক রাজা আসিলেন, কত রাউত আসিলেন, তাহার ঠিকানাই নাই ; এইরূপ মহাআড়ম্বরে সুলতান আসিয়া ত্রিহুতে উপস্থিত হইলেন এবং সিংহাসনে বসিলেন—

বাট সন্তরি, তিরহুতি পইঠ।

তকত পরি সুরুতান বইঠ॥

দুহুক আনি সুনি, কহু ঁতংখনে ভৌ ফরমান।

কেন পআরে নিবসিঅউ বড় সমথ অসলান॥

কীর্ত্তিসিংহ তখন বলিলেন আমি যেরূপে পারি

"পকালি দএো অসলান"

ইন্দ্র যদি আসিয়া তাহার সহায় হন, তাহা হইলেও তাহাকে ধরিয়া দিব। আমি আজ পিতৃবৈরী উদ্ধার করিব। শত্রুর

সহিত যুদ্ধ করিব। অসলানকে মারিয়া ফেলিব। তাহার রুধির লইয়া পায়ে দিব।

তখন তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া গণ্ডক নদী পার হইয়া অসলানের ছাউনির উপর পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধে অসলান, কীর্ত্তিসিংহ ও বীরসিংহের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিল না।

তব্বে চিন্তই মলিক অসলান
সব্ব সেন মহ পলই পাতিসাহে কো হান আইঅ
অনঅ-মহাতরু ফলিঅ তুট্ট দৈব মহু নিঅর আইঅ
তোপল জীবন পলটি কহুঁ থির নির্ম্মল জসলএো
কীত্তিসিংহ সএো সিংহ সএো ঘটভেলি এক দেএো।

এখন কীর্ত্তিসিংহে ও অসলানে দ্বন্দযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তরবারি তরবারির আঘাতে বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। দুজনের শরীর দিয়া শোণিত ধারা বহিতে লাগিল। অসলান পৃষ্ঠ প্রদর্শন দিলেন। সেই সময় কীর্ত্তিসিংহ গর্ব্বভরে বলিতে লাগিলেন, অরে অরে অসলান, প্রাণ-কাতর অবজ্ঞাত-মানস, সমর-পরিত্যাগ-সাহস, ধিক জীবন-মাত্র-রসিক, কা জাসি অপযশ সাহি সত্তু করী ডিঠি সএো পিঠী দএ। ভাহু ভৈসুর ক সোঝ জাহি। জৈ ধকঁ জীবসি জীব জএো জাহি জাহি অসলান তিহুঅন জগ্‌গই কিত্তি মম তুজ্‌ঝু দিঅউঁ জিবদান। রণজয় হইবার পর ভেরিধ্বনি উঠিল, নৃত্যগীতবাদ্য হইতে লাগিল, বান্ধবেরা উৎসাহ

করিতে লাগিলেন, পাতিশাহ কীর্ত্তিসিংহের কপালে তিলক দিলেন।

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর, ভৃঙ্গ ভৃঙ্গীর, গল্পও শেষ হইল।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি বাঙ্গালার ও মিথিলার একজন আদিকবি ও মহাকবি। তিনি একাধারে সম্পন্ন-গৃহস্থ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কবি, পদকর্ত্তা, সভাসদ, রাজকর্ম্মচারী, সেনাপতি এবং সংস্কৃত ও মৈথিল ভাষায় নানাগ্রন্থের গ্রন্থকার। কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি গান বাঁধাতেই হইয়াছিল। তাঁহার গান যে শুদ্ধ মিথিলার লোকেই মুগ্ধ হইয়া ছিল, এমন নহে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল। বেশী হইয়াছিল বাঙ্গালা। চৈতন্যদেব তাঁহার গান বড় ভালবাসিতেন। সুতরাং চৈতন্য সম্প্রদায়ের সব লোকই বিদ্যাপতির গোঁড়া ছিলেন। চৈতন্যের সময়ের এবং পরের অনেক পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির নকল করিতেন। ভাবের নকল ত করিবেনই, অনেকে ভাষারও নকল করিতেন। বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গালায় যে ভাষা হয় তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন সম্পর্ক নাই। সেটা সেকালের মৈথিলী ভাষার ছায়া মাত্র। ব্রজ বুলিতে গোবিন্দদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন। জ্ঞানদাস রায়শেখর প্রভৃতি পদকর্ত্তারাও ব্রজবুলিতে গান লিখিতেন।

চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্মে গোড়া হইতেই দুইটী দল হয়।

একটার নাম গোস্বমী মত, অপরটার নাম সহজিয়া। গোস্বামী মতের লোকেরা মুখে বেদ মানিতেন, কিন্তু কখনও পড়িতেন না। যাঁহারা বড় পণ্ডিত হইতেন, তাঁহারা গীতা ও ব্রহ্মসূত্র পড়িতেন। কিন্তু ভাগবতই তাঁহাদের প্রধান পুঁথি। ভাগবতের দশম আর একাদশ তাঁহারা খুব পড়িতেন এবং উহার নানারূপ মধুর ব্যাখ্যা করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিতেন। সহজিয়ারা সংস্কৃত পুঁথির দিক দিয়া বড় যাইত না, তাহারা মনে করিত নিজের দেহেতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, দেহের সেবাই তাহাদের পরমার্থ। স্ত্রী লোকের প্রেম হইতেই তাহারা বিশ্ব-প্রেমে যাইবার চেষ্টা করিত। গোস্বামী মতের লোকে বিদ্যাপতিকে যেভাবেই দেখুন না কেন, সহজিয়ারা তাঁহাকে সহজিয়া ভাব হইতেই দেখিত। তাহারা তাঁহাকে সাতজন রসিক ভক্তের একজন বলিয়া মনে করিত। প্রধান রসিক ভক্ত বিল্ব-মঙ্গল যেমন চিন্তামণি নামে এক বেশ্যার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পরে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী সহজিয়ারাও মনে করিত যে বিদ্যাপতি সেইরূপ শিবসিংহের পত্নী লখিমা দেবীর প্রেমে মত্ত হইয়া, পরে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। তাই তিনি কৃষ্ণ রাধার প্রেম লইয়া বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা মনে করে বিদ্যাপতির সমস্ত পদই সহজিয়া ভাবের পদ। বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়া ছিলেন না। তিনি মিথিলা, বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন, অর্থাৎ

স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ, সূর্য্য, শিব, বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই শিবের মন্দির দিয়া গিয়াছিলেন; তিনিও নিজের গ্রাম বিসপীতে শিবের মন্দির দিয়াছিলেন। সে মন্দির এখনও নাকি আছে। গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পাল্কী করিয়া গঙ্গার তীরে যাইতেছিলেন। পথে আর সময় নাই, অন্তিম কালে উপস্থিত দেখিয়া তিনি পাল্কী নামাইতে বলিলেন এবং মাটিতে বিছানা করিয়া শুইলেন। এমন সময় দূরে একটা জলস্রোতের শব্দ হইল। দেখা গেল গঙ্গা স্রোতস্বিনী হইয়া বেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাঁহার অন্তর্জ্জলী হইল। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন, তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে ও অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈব-সর্ব্বস্ব-সার নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্মৃতির মতে শিব পূজার যত বিধান আছে সব দেওয়া আছে। তিনি গঙ্গাবাক্যাবলী নামে আর একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার কোন্ তীর্থে কোন্ তীর্থকৃত্য করিতে হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে নানারূপ দান চলিত ছিল। তাহার মধ্যে ষোড়শ দান অতি প্রসিদ্ধ;

তুলাপুরুষদান সর্ব্ব প্রধান। বিদ্যাপতি 'দানবাক্যাবলী' নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া এই সকল দানের ইতি-কর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়া যান। বারমাসের তের পার্ব্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই তের পার্ব্বণের এক বই লেখেন তাহার নাম বর্ষক্রিয়া। দায়ভাগেরও তাঁহার এক বই আছে, নাম বিভাগসার।

পুরাণেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন শিব-সিংহের পিতা দেবসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় কোশল, মিথিলা, কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগর গুলির একটী বিবরণ লিখিয়া যান। উহার নাম ভূ-পরিক্রমা। উহা এখনকার গেজেটিয়ারের মত। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে না মিলাইলে ত উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন যে, বলরাম শাপগ্রস্ত হইলে শাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে সকল তীর্থে গমন করেন, তাহারই বিবরণ লইয়া তিনি লিখিতেছেন।

তিনি যে শুধু পণ্ডিতই ছিলেন, কেবল পুঁথি লইয়াই থকিতেন তাহা নহে। তাঁহার নিজের সময়ের ও তাহার আগেকার অনেক ঘটনা তিনি তাঁহার পুরুষ পরীক্ষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পুরুষ পরীক্ষা একরকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়। উহা কিন্তু সমস্তটাই কাল্পণিক নহে। অধিকাংশই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। উহাতে মামুদ গজনীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সময় পর্য্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। যাঁহারা পুরুষ,

যাঁহাদের পুরুষের মত সদ্‌গুণ ছিল, তাঁহাদেরই গল্প পুরুষ পরীক্ষায় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা এদেশ জয় করিলে, তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ হিন্দু বীরপুরুষদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সময়ের ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে চান, পুরুষ পরীক্ষা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই দরকার।

বিদ্যাপতির আর একখানি অতি সুন্দর বই লিখনাবলী অর্থাৎ পত্র লিখিবার ধারা। কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভাল করিয়া দেওয়া আছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সেকালের অনেক রাজারাজড়া ও বড় বড় লোকের নামও আছে।

তখন ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে দুর্গাপূজাটা খুব চলিয়া আসিতেছিল। আমাদের দেশে সাহাড়িয়া গাঞীয়ের মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি দুর্গোৎসববিবেক নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব দুর্গাপূজার আর একখানি বই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তকের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এই সকল স্মৃতির গ্রন্থ লিখিতে বিদ্যাপতিকে সমস্ত বেদ, পুরাণ, স্মৃতি পড়িতে হইয়াছিল। কেন না, তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, সকলেরই প্রমাণ দিয়াছেন, প্রমাণ না দিলে তাঁহার কথা শুনিবে কে? শুধু যে পুঁথি পড়িয়াই তিনি বই লিখিয়াছিলেন এমননহে,

তাঁহাকে অনেক দেশ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। সকলেই জানে যে প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মিলিত হইয়া যুক্ত-বেণী হইয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তগ্রামে গিয়া আবার তিনটী নদী যে মুক্তবেণী হইলেন, সে কথাও বিদ্যাপতিই বলিয়া যান। প্রথম মুসলমান আক্রমণের প্রবল স্রোতে হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম এক প্রকার লোপ পাইয়া আসে। মৈথিল পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া আবার হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি এই সকল মৈথিল পণ্ডিতদিগের মাধ্য একজন প্রধান। শুনা যায়, তিনি গয়া সম্বন্ধেও এক পুঁথি লিখিয়া গিয়াছেন। যেসময় মুসলমানেরা কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, এমন কি, কাশী পর্য্যন্ত লোপ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময়ে বিদ্যপেতি প্রাদুর্ভূত হইয়া নানা গ্রন্থ লিখিয়া অনেক তীর্থের পুঃন সংস্থাপন ও অনেক হিন্দু সংকর্ম্মের পুনঃ প্রচলন করেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগী মৈথিল পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দুসমাজ এ বিষয়ের জন্য চির-দিন ঋণী থাকিবে। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও তীর্থ সম্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই বিদ্যাপতির দোহাই দিতে হইয়াছে।

বিদ্যাপতি কি নিজের প্রতিভার বলেই এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা যে খুব উজ্জ্বল ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। উহা যে সর্ব্বতোমুখী ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ করি-বার কোন কারণ নাই। কিন্তু যে গানে তাঁহার খ্যাতি,

যে গানে তাঁহার প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যদি তাহার একটী গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের মত স্মৃতি, পুরাণ, তীর্থ ও গেজেটিয়ার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও বলিতে হইত, তাঁহার প্রতিভা উজ্জ্বল ও সর্ব্বতোমুখী। তবে এই সকল সংস্কৃত পুস্তক লিখিবার তাঁহার আর এক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যে বংশে জন্মিয়াছিলেন, যে সময়ে জন্মিয়াছিলেন, যে সমাজে জন্মিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি শুধু গান লিখিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। বংশোচিত, সময়োচিত এবং সমাজোচিত কার্য্য তাঁহাকে করিতেই হইত।

তাঁহার বংশ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন,—"বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা অসাধারণ পণ্ডিত; কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান ছিলেন। এবং কেহ কেহ প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জিতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিসপী নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী, মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিবমঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্য মন্ত্রীর নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল, অব্দে নেত্রশশাঙ্ক পক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষণক্ষ্মাপতেঃ অর্থাৎ ২১৩ ল সং। কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধিবিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধিবিগ্রহ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেবাদিত্য; বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে

ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য; ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চসায়ক লিখিয়াছেন ও ধূর্ত্তসমাগম-প্রহসন লিখিয়াছেন এবং মিথিলার ভাষায় বর্ণনরত্নাকর নামে প্রথম গদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্ম-পদ্ধতি কর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্ত রত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্বন্ধে মিথিলায় শ্লোক আছে।

শ্রীকৃত্যদানব্যবহারশুদ্ধি-
পূজাবিবাদেষু তথা গৃহস্থে।
রত্নাকরা রত্নভুজে নিবদ্ধাঃ
কৃতাস্তুলাপুরুষদানসপ্ত॥

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, এরূপ প্রবাদ আছে। রত্নাকর সপ্ত—কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ; তন্মধ্যে বিবাদরত্নাকর আমাদের দেশের প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং ইংরাজীতে তর্জ্জমা হইয়াছে।

বীরেশ্বরের আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্ম-পদ্ধতি-কর্ত্তা। দুইজনের গ্রন্থ একত্র মিথিলায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পুস্তকে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজশ্রী গণেশ্বরের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

যে বংশে সরস্বতীর নিত্য অর্চ্চনা হইত, পুরুষানুক্রমে বীণাপাণি বাগ্দেবীর সাধনা হইত, সেই বংশে সরস্বতীর এই বরপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।”

মিথিলায় তখন ব্রাহ্মণ রাজা। ইঁহারা এককালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গুরু ছিলেন। পরে ইহাঁরাই রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষেরা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশেরও তাঁহারা দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্ত্তিসিংহ, তারপর দেবসিংহ, তারপর শিবসিংহ, তারপর পদ্মসিংহ, তারপর হরসিংহ, তারপর নরসিংহ দেব, তারপর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইহাদের সকলেরই রাজসভাসদ্ ও পণ্ডিত ছিলেন।

কীর্ত্তিসিংহের রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বেই মুসলমানেরা তিরহুত দখল করিয়া লয় এবং তিরহুতে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দুসমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কীর্ত্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি অধিকদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও স্বল্পভোগী ছিলেন। সমাজ গঠনের ভারটা দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির উপরই পড়িয়াছিল এবং বিদ্যাপতি সে বিষয়ে কিরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সংস্কৃত বইগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিদ্যাপতি কত দীর্ঘজীবী ছিলেন? নগেনবাবু তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, শিবসিংহ যখন ১৩২৪ শকে অর্থাৎ ইংরেজী ১৪০২ সালে রাজ্যলাভ করেন তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর ছিল। বিদ্যাপতি তাহার সমবয়সী ছিলেন। তাহা হইলে ইংরেজী ১৩৫২ সালে অথবা তাহারই কাছেপিঠে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। কিন্তু বিদ্যাপতি যে শিবসিংহের সমবয়সা ছিলেন, নগেনবাবু তাহার কোন প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার বইয়ের যত টীকাটিপ্পনী আছে, সব পড়িয়া আমার বোধ হইল বিদ্যাপতি অন্ততঃ একশতউনআশি বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। কারণ, নগেনবাবু বলিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি শ্রোত্রীয় বংশের দ্বিতীয় রাজা ভোগীশ্বরের ভণিতা দিয়া একটী গান লিখিয়াছেন। ভোগীশ্বর ফিরোজসাহের "প্রিয়সখা" ছিলেন। ফিরোজসা ইং ১৩৫১—১৩৮৮ রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘরাজত্বের প্রথম অবস্থাতেই ফিরোজসাহ ভোগীশ্বরকে প্রিয়সখা বলিতে পারেন। কারণ, কীর্ত্তিলতায় আমরা দেখিতে পাই লসং ২৫২ বৎসরে ভোগীশ্বরের পুত্র গণেশ্বর রাজা হইয়াছেন এবং অসলান নামক একজন তুর্ককে বুদ্ধিবিক্রমে হারাইয়া দিয়াছেন। লসং ২৫২ ইংরেজী ১৩৬৭—৬৮ হইবে। ইহার পূর্ব্বেই তাহা হইলে ভোগীশ্বরের সহিত ফিরোজসাহের বন্ধুত্ব হয়। ভোগীশ্বরের নামে বিদ্যাপতির যে গান আছে, সেটী ১৩৬৮র পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ১৩৬৭ সালে লেখা হইয়াছিল। নগেন বাবু আরও বলেন বাঙ্গালার স্বাধীন

সুলতান নসরৎ সাহের ভণিতা দিয়া বিদ্যাপতি একটী গান লিখিয়াছেন। নসরৎ সাহ মোটামুটি ধরিতে গেলে ১৫২১ হইতে ১৫৩০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। যদি মনে করা যায়, নসরৎ সাহ রাজা হইবার পরেই ঐ গান লেখা হয়, তাহা হইলেও মনে করিতে হইবে, যে, বিদ্যাপতির সব চেয়ে পুরাণ গানটী ১৩৬৭ এবং সব চেয়ে নূতন গানটী ১৫২১ সালে লেখা হয়। এই দুই গানের অন্তর ১৫৪ বৎসর। প্রথম গানটী যখন লেখেন তখন তাঁহার গান লেখার বয়স ;—অন্ততঃ ২০ বৎসর। আর ১৫২১ সালে গান লিখিয়াইত তিনি মরেন নাই। তাহার পরও তিনি দু পাঁচ বৎসর বঁাচিয়া ছিলেন। ১৫৪য় আর ২৫ বৎসর যোগ করিলে ১৭৯ হয়। এত বৎসর কি মানুষ বাঁচিতে পারে? সম্ভব ত' নয়। তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর হিসাবে কিছু ভুল আছে। নসরৎ সাহের নামের গানে বিদ্যাপতির নাম নাই, আছে কবিশেখর। গানটী মৈথিল ত নয়ই, বাঙ্গালায় মৈথিলীর নকল হইবারই সম্ভাবনা। নসরৎ সাহের সময় বাঙ্গালায় রায় শেখর নামে একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। এ গানটী তাঁহার হইবারও সম্ভাবনা। গানের ভণিতায় কবিশেখর নাম আছে। নগেন্দ্রবাবু আরও বলেন, যে, বাঙ্গালার সুলতান হুসেন সাহের নামে বিদ্যাপতির গান আছে। হুসেন সাহ ১৪৯৪ হইতে ১৫২১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৯৪ সালে গান লিখিলেও তখন বিদ্যাপতির বয়স ২০+১২৭; এটাও সম্ভবপর নয়। এ হুসেন সা যে বাঙ্গালার হুসেন সা, নগেনবাবু তার কোন

প্রমাণই দেন নাই। জোয়ানপুরে একজন সুলতান হুসেন সাহ ছিলেন। তিনি ১৪৫৬ সালে রাজা হন। এ গান তাঁহার নামে হওয়াই সম্ভব। কারণ জোয়ানপুরের সঙ্গেই তিরহুতের বেশী সম্পর্ক ছিল, বাঙ্গালার সঙ্গে নয়। তখন বিদ্যাপতির বয়স হইবে ২০+৩৩+৫৬=১০৯। ইহাও যে সম্ভবপর তাহা নহে; তবে অনেক ব্রাহ্মণ ১২০ বৎসর বাঁচিতে শুনা যায়; এবং তখনও তাঁহারা সতেজ ও সবল ছিলেন শোনা যায়। রায় বাহাদুর শ্যামনারায়ণ সিংহ ইংরেজীতে যে তিরহুতের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে লেখা আছে বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী তিরহুতের রাজা ধীরসিংহের সময় লেখা হয়। সেটা ১৫ শতকের মাঝা মাঝি অর্থাৎ প্রায় ১৪৫০। কিন্তু ধীরসিংহ কোন সালে রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং কোন সালে তাঁহার রাজত্ব শেষ হয়, তাহার কোন প্রমাণ শ্যামনারায়ণ বাবু দিতে পারেন নাই। তাঁহার হিসাব সত্য হইলেও বিদ্যাপতি প্রায় ১০০ শত বৎসর বয়সে ঐ পুস্তক লেখেন, মানিয়া লইতে হইবে। উপস্থিত যাহা কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহাতে বোধ হয় বিদ্যাপতি ১০০ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন এবং শেষ বয়সেও মৈথিল ভাষায় গান ও সংস্কৃত ভাষায় পুঁথি লিখিয়াছিলেন।

সহজিয়ারা যে বলিয়া থাকে, বিদ্যাপতি রসিক ভক্ত ছিলেন; লখিমা দেবী তাঁহার প্রেমপাত্রী; একথাটা একেবারেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কারণ বিদ্যাপতি শুধু লখিমা দেবী ও শিবসিংহেরই

কর্ম্মচারী বলিয়া যে কেবল তাঁহাদেরই নামে ভণিতা দিয়াছেন এমন নহে; তিনি হুসেন সাহের, নসরত সাহের ও আলম সাহের নামেও ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং ভণিতায় রাণীদের নাম দেখিয়া বিদ্যাপতিকে সহজিয়া ঠাহরান যুক্তিযুক্ত নয়। একথা নগেন্দ্রবাবুও বলিয়াছেন। বিদ্যাপতির বংশধরেরা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা বেশ পণ্ডিত ছিলেন. তাঁহার পুত্রবধূও গান লিখিয়াছেন, শোনা যায়।

বিদ্যাপতিকে আমরা প্রধানতঃ তিন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। এক মূর্ত্তিতে তিনি পণ্ডিত, সংস্কৃত সাহিত্যে খুব ব্যুৎপন্ন, তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ, এবং হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প। আর এক মূর্ত্তিতে দেখি তিনি কবি, কবির চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন, আদি রসের পদ লিখিতেছেন এবং সময়ে সময়ে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গদগদ হইতেছেন। তাঁহার আরও একমূর্ত্তি আছে তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন—কীর্ত্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরী নাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন; এই সকল কথা তিনি তাঁর তৃতীয় মূর্ত্তিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসের গানগুলি তাঁহার কীর্ত্তিপতাকা ও কীর্ত্তিলতা তাঁহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস লেখক করিয়া তুলিয়াছে। ভারতের যে ইতিহাস একেবারে

পাওয়া যায় না, অর্থাৎ হিন্দু সমাজের ইতিহাস—হিন্দুদিগের দিক্ হইতে ইতিহাস, তাহা তিনিই লিখিয়াছেন। এতদিন লোকের বিশ্বাস ছিল, মুসলমানেরাই কেবল আমাদের ইতিহাস লিখিয়াছেন এবং মুসলমানেরা যাহা লিখিয়াছেন তাহাই ধ্রুব-সত্য; শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সরকারের মত শুদ্ধ মুসলমান লেখকের উপর বিশ্বাস করিলে চলিবে না। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে হিন্দুরাও ইতিহাস লিখিত, সত্য ঘটনা লইয়া তাহার বিবরণ লিখিত। এখন যদি কেহ যথার্থ ইতিহাস লিখিতে বসেন, তাঁহার দুই দিক্ই দেখিতে হইবে, মুসলমানেরা কি বলে তাহাও দেখিতে হইবে আর হিন্দুরা কি বলে তাহাও দেখিতে হইবে। কাহাকেও ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না। কারণ, যে লেখে আপনার জাতের দিকে টানিয়াই লেখে। যিনি যথার্থ ঐতি-হাসিক, তাঁহার কোন দিকেই টান থাকিবে না; তিনি বিচা-রকের আসনে বসিয়া দুই দিক দেখিয়া বিচার করিবেন। একটা জিনিস কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য। বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিঁদুয়ানী ত' আছেই তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা আছেন, কৃষ্ণ একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন, তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, গঙ্গাও আছেন, বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধা আছেন। ইহার অর্থ কি? যখন পণ্ডিত হইয়া লিখিতেছেন, তখন

কৃষ্ণের নামও করেন নাই। কিন্তু যখন মৈথিলী লিখিতেছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর। আবার তিনি স্বহস্তে ভাগবতও নকল করিয়াছেন। ইহার অর্থ ঠিক বোঝা যায় না।

একটী অর্থ আমার মনে লাগিতেছে, অন্যের মনে লাগিবে কিনা জানি না, বিদ্যাপতি যেখানে আদিরসের গান লিখিতে-ছেন সেইখানেই রাধা ও কৃষ্ণের নাম বেশী। আদিরসের গান লিখিতে গেলেই যেন রাধাকৃষ্ণ আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। এখনও আমাদের দেশে দেখা যায়, আদিরসের গানলিখিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণেরই নাম করে। একদিন দেখিয়াছিলাম, জনদশেক কয়েদী লইয়া দুইজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ নির্জ্জন রাস্তা দিয়া জেলের দিকে যাইতেছে। পথটা দীর্ঘ; সমস্তদিন খাটার পর সকলেই একটু স্ফূর্ত্তি চায়। আমিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু সকলের পিছনে। একজন কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌ একজন কয়েদীকে ডাকিয়া বলিল, ওরে এই সময় তুই একটা গান গা'। সেখানে বাদ্যও নাই, ভাণ্ডও নাই, বাদ্যের মধ্যে তুড়ী। কয়েদী গান ধরিল। আর কয়েদীরাও সেই সঙ্গে গান ধরিল, তাহাদেরও বাজনা তুড়ি। গানটা আমার বেশ মনে আছে, সেটা এই :—

আজ্‌কে যদি থাক্‌ত আমার শ্যাম,
ধান আন্‌তে গিয়ে যখন পড়্‌ত মাথার ঘাম,
আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত কর্‌ত কত কাম।

এখানে শ্যাম নাম শুনিয়া আমার বেশ বোধ হইল, আমাদের দেশের কবিরা আদিরসের গান লিখিতে গেলেই রাধাকৃষ্ণের দোহাই দিতেন। নিজের মনের ভাব ছল করিয়া রাধাকৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেন। পাঁচালীওয়ালারাও এই কাজ করিতেন, কবিওয়ালারাও করিতেন, ঝুমুরওয়ালারাও করিতেন, তরজাওয়ালারাও অনেক সময় করিতেন। বিদ্যাপতিও যেন তাই করিয়া গিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু একটু অন্যায় করিয়াছেন; তিনি যদি বিদ্যাপতির গানের সংগ্রহগুলি যেমন পাইয়াছিলেন, তেমনই ছাপাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় অনেকটা ভাল হইত। তাহা না করিয়া তিনি সব আদিরসের কবিতা কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালিয়া ছাপাইয়াছেন। তাহাতে বিদ্যাপতি যে কীর্ত্তনের গান লিখিতেছেন এই কথাই প্রথম মনে হয়। কিন্তু এই যে কীর্ত্তনের ছাঁচ, এত' বিদ্যাপতির সময় হয় নাই। উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বই খুব প্রচলিত হইয়া গেলেই বৈষ্ণব-সমাজে ইদানীন্তন কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়। বিদ্যাপতির সময় সেটা ছিল কি? বিদ্যাপতির অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে রসশাস্ত্রের বহুলপ্রচার হয়। সুতরাং তিনি কীর্ত্তনেরই গান লিখিয়াছেন এবং রস-শাস্ত্রের ছাঁচে তাহা ঢালিয়াছেন একথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। তিনি ছিলেন রাজকবি, রাজ-পারিষদ। রাজারা বা রাজ-সভাসদেরা যেমন ফরমাইস করিতেন, তিনি তেমনই গান লিখিতেন, এবং তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য

তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতেন। রাজ সভায় খুব একটা আমোদ হইত। অনেক সময়ই তাঁহাকে ফরমাস কর্ত্তাকে শ্যাম সাজাইতে হইত এবং তাঁহার সোহাগিনীকে রাধা সাজাইতে হইত। তাই করিয়াই বিদ্যাপতির এত আদি রসের গান সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি কীর্ত্তন লিখিতেও বসেন নাই, রাধা কৃষ্ণের প্রেম লইয়া বই লিখিতেও বসেন নাই। গানগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ফরমাইস মত লেখা হইয়াছিল। ইদানীন্তন বৈষ্ণবেরা যে রসে যেটী খাটে কীর্ত্তনে সেইটীকে সেইখানে বসাইয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব কবি সাজাইয়া তুলিয়াছেন। এমন কি সহজিয়াও করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা বেশ করিয়া পিঁজিয়া পিঁজিয়া দেখিয়াছি যে বিদ্যাপতির অনেক গানে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই গন্ধও নাই; অথচ নগেন্দ্রবাবু সেগুলিকেও কীর্ত্তনের ছাঁচে ঢালা রসপ্রবাহের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছেন। একটি গান ত সকলেরই জানা আছে, "কামিনি করএ সনানে"। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই। একজন সুন্দরী স্নান করিয়া উঠিতেছিলেন। কেহ ফরমাস করিল, তুমি এই রমণীর রূপ বর্ণনা কর। বিদ্যাপতি অমনি ধরিলেন,—

কামিনি করএ সনানে।
হেরিতহি হৃদঅ হনএ পচবানে ॥২॥
চিকুর গরএ জলধারা।

জানি মুখশশি ডরে রোঅএ অন্ধারা ॥৪॥
কুচজুগ চারু চকেবা।
নিঅকুল মিলত আনি কোনে দেবা ॥৬॥
তেঁ সঞে ভুজ পাসে
বাঁধি ধএল উড়ি জাএত অকাসে ॥৮॥
তিতল বসন তনু লাগূ।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগূ ॥১০॥
ভণই বিদ্যাপতি গাবে।
গুণমতি ধনি পুনমত জনি পাবে ॥১২॥

কামিনী স্নান করিতেছেন। দেখিলেই মদন হৃদয়ে পাঁচটী বাণ হানে। চিকুর হইতে জলধারা পড়িতেছে যেন চাঁদ-মুখের ভয়ে অন্ধার কাঁদিতেছে। কুচযুগল যেন চকা আর চকী। যেন কেহ দুটিকে আনিয়া নদীর একপারে মিলাইয়া দিয়াছে। পাছে তারা আকাশে উড়িয়া যায়, এই ভয়ে ওদুটিকে ভুজপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। ভিজা কাপড় খানি পায়ে লাগিয়া আছে, দেখিলে মুনির মনেও মন্মথ জাগিয়া উঠে। বিদ্যাপতি গান করিয়া বলিতেছেন, কোন পুণ্যবান না জানি এই গুণমতী রমণীকে পাইবে।

এই গানটীতে রাধাকৃষ্ণের নাম নাই। মিথিলায় প্রবাদ আছে, এই গানটী কোন বাদসাহের ফরমায়েসী। তথাপি নগেন্দ্রবাবু ইহাকে বয়ঃসন্ধি শিরোনামায় ফেলিয়া "মাধবের উক্তি" বলিয়া লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন "মিথিলায় এই

পদ রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বলিয়া বর্ণিত হয়না, কিন্তু তাহাতে দোষের কিছুই নাই।" কেন নাই বুঝিতে পারিলামনা। এটীত' বয়ঃসন্ধির গান নয়, মাধবের উক্তিও নয়। সুন্দরী রমণীকে স্নান করিয়া উঠিতে দেখিয়া একজন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কবি গানটী বাঁধিয়াছেন। ইহাতে রাধাকৃষ্ণ ভাবের কিছুই নাই।

এটীতে ত' রাধাকৃষ্ণের নাম নাই, প্রবাদ আছে এটী ফরমায়েসী, তথাপি ইহাকে কীর্ত্তনের গান করা হইয়াছে। ইহার পরের গানটী দেখুনঃ—

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনি পেখল সনানক বেলা ॥
চিকুর গলয় জলধারা।
মেহ বরিস জনি মোত্তিমহারা ॥
বদন পোছল পর ছুরে।
মাজি ধয়ল জনি কনক মুকূরে ॥
তেঁই উদসল কুচজোরা।
পলটি বৈসাওল কনক কটোরা ॥
নীবিবন্ধ করল উদেস।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেস ॥

এ গানটীকেও বয়ঃসন্ধি শিরোনামায় ফেলিয়া মাধবের উক্তিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা নাহিঁয়া ওঠা একটী সুন্দরী রমণীর বর্ণনা মাত্র।

জাইত পেখল নহাইলি গোরী।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরী॥
কেশ নিঙ্গারইত বহ জলধারা।
চামরে গলয় জনি মোতিমহারা॥
অলকহি তীতল তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দুরে মণ্ডিত জনি পঙ্কজ পাতা॥
সজল চীর রহ পয়োধির সীমা।
কনকবেল জনি পাড় গেল হীমা॥
ও নুকি করতহি চাহে কিয় দেহা।
অবহি ছোড়ব মোহি তেজব নেহা॥
ঐসন রস নহি পাওব আরা।
ইথে লাগি রোই গলয় জলধারা॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারী।
বসন লাগব ভাব রূপ নিহারি॥

এ কবিতাটীতে 'মুরারি' শব্দটী আছে বিদ্যাপতি মুরারিকে বলিতেছেন, স্নানের পর রমণীর রূপ দেখিয়া কাপড়ের ভাব লাগিয়াছে। এই মুরারি শব্দ থাকাতেই যদি এ পদটি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম লইয়া হইয়া থাকে, হউক, আমি আপত্তি করিব না।

ইহার পরের গানটী যে কৃষ্ণরাধিকার প্রেম লইয়া লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গানটী তুলিয়া দিলাম।

নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঙ্গে লাজে ধনি নত মুখি
কৈসনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরুব চাতুরি গোরি।
সবজন তেজি অগুসরি সঞ্চার
আড় বদন তঁহি ফেরি॥
তাঁই পুন মোতি হার টুটি ফেকল
কহইত হার টুটি গেল!
সবজন এক এক চুনি সঞ্চরু
শাম দরশ ধনি লেল॥
নয়ন চকোর কানুক মুখ শশিবর।
কয়ল অমিয় রস পান।
দুহু দুহু দরশনে রজহু পসারল
কবি বিদ্যাপতি ভান॥

আরও একটী গানে রাধিকা স্নান হইতে উঠিতেছেন ও কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতেছেন,—

নাহি উঠল তীরে সে ধনি রাহি।
মঝু মুখ সুন্দরি অবনত চাহি॥
এসখি পেখল অপরুব গোরি।
বলকরি চিত চোরায়ল মোরি॥
একলি চললি ধনি হোই অগুয়ান।

উমণি কহই সখি করহ পয়ান ॥
কিয়ে ধনি রাগি বিরাগিনি হোয় ।
আশনিরাশ দগধ তনু মোর ॥
কৈসে মিলব হমে সে ধনি অবলা ।
চিত নয়ন মঝু ছহুতাহে রহলা ॥
বিদ্যাপতি কহ শুনহ মুরারি ।
ধৈরজ ধএ রহ মিলব বরনারি ॥

এই পাঁচটি গানেই বিদ্যাপতি নাহিয়া উঠার পরে কোন সুন্দরী রমণীর রূপবর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দুইটীতে রাধাকৃষ্ণের নাম একেবারেই নাই। তৃতীয়টীতে মুরারির নাম থাকিলেও উহা কৃষ্ণের প্রেমের কথা নয় বলিয়াই মনে হয়। বাকী দুইটীতে রাধিকা নাহিয়া উঠিতেছেন, সম্মুখে কৃষ্ণ, রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরকে দেখিতেছেন। এদুটীতে কিন্তু রূপ বর্ণনার চেষ্টা নাই। আছে কেবল নায়ক নায়িকার চাতুরী ও তাহাদের মনের ভাব। এই পাঁচটীকেই রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্ত্তনের পদ বলিলে একটু জোর করিয়া বলা হইবে না কি ? আদিরসের নায়ক নায়িকাকে রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া বর্ণনা করা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসি-তেছে। কি বড়লোক, কি ছোটলোক সকলেই এইভাবে নায়ক নায়িকার বর্ণনা করিয়া থাকে। যদি কেহ বলে এপাঁচটী পদই শুধু আদিরসের পদ, যে দুটীতে কৃষ্ণরাধা আছে সে নায়ক নায়িকা মাত্র, তাহা হইলে তাহাকে বলিবার

কিছুই নাই। কিন্তু আমরা ততদূর যাইব না। প্রথম তিনটীকে আদিরসের পদই বলিব, বাকী দুটীকে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ বলিব।

এই পাঁচটীর কোনটীতেই কোন রাজা ও রাণীর নাম যোগ করা নাই। সুতরাং এগুলিকে ফরমায়েসী বলিতে পারি না। সবগুলিই বেফরমায়েসী গান, বিদ্যাপতির নিজের কথা। সুতরাং বিদ্যাপতি নিজেও যে সকল পদ লিখিয়াছেন তাহার অনেকই মাত্র আদিরসের, রাধাকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের পদ তত নয়।

নগেন্দ্রবাবু যে ৮৪০টী কীর্ত্তনের পদ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা গণিয়া দেখিয়াছি, ৩৩৭টীতে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই, বাকী ৫০৩ টীতে আছে। তাহার মধ্যেও আবার অনেক গুলিতে কেবল ভণিতার কাছে মুরারি কিম্বা হরি আছে। সবটাই যে রাধাকৃষ্ণের কথা, তাহা মনে হয় না। অনেক সময় মনে হয় আলিপুরের সেই কয়েদীর শ্যাম। সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গান গুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। হালা-সপ্তশতী, আর্য্যাসপ্তশতী অমরুশতক, শৃঙ্গার তিলক, শৃঙ্গার-শতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত

সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে। অনেক সময় বোধ হয়, এই সকল সংস্কৃত কবিতার উপর বিদ্যাপতি রঙ্ চড়াইয়াছেন। তাহাদের ভাব লইয়া বেশী করিয়া ফুটাইয়াছেন। সময় সময় স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া শরীরের কোন অঙ্গেরই নাম করেন নাই, কিন্তু অঙ্গগুলির উপমান গুলিকে এমন করিয়া সাজাইয়াছেন, যে, যে সংস্কৃত না পড়িয়াছে সে তাহার রসগ্রহ করিতে পারিবে না। পারিলেও অনেক কষ্টে করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত দেখঃ—

সাজনি অকথ কহি ন জাত্র।
অবল অরুন সসিক মণ্ডল
ভীতর রহ নুকাএ॥

কদলি উপর কেশরি দেখল
কেসরি মেরু চঢ়লা।
তাহি উপর নিশাকর দেখল।
কির তা উপর বইসলা॥

কীর উপর কুরঙ্গিণী দেখল
চকিত ভমএ জনী।
কীর কুরঙ্গিণী উপর দেখল
ভমর উপর ফনী॥

এক অসম্ভব আওর দেখল
জল বিনা অরবিন্দা।

বেবি সরোরুহ উপর দেখল
জইসন দূতিঅ চন্দা ॥
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথা
ই রস কেও কেও জান
রাজা শিবসিংহ রূপনরায়ন
লখিমা দেই রমাণ।

রমণীর পদতল আশ্চর্য্য দেখিলাম। জিনিসটা অনির্ব্বচনীয় তরুণ অরুণ শশিমণ্ডলের মধ্যে লুকাইয়া আছে। পায়ের নখগুলা শশিমণ্ডল, পায়ের লালবর্ণ তাহাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। কলাগাছের পর সিংহ চড়িয়াছে, সিংহের উপর মেরু চড়িয়াছে। উরুর সহিত রামরম্ভার তুলনা হয়; ক্ষীণ কটির সঙ্গে সিংহের ক্ষীণ কটির তুলনা হয়, আর স্তন যুগলের সহিত মেরু যুগলের তুলনা হয়। মেরুর উপর চন্দ্র, চন্দ্রের উপর শুকপক্ষী, তাহার উপর চকিত হরিণী, আর তাহার উপর ভ্রমর আর ভ্রমরের উপর ফণী। নিশাকর হইলেন মুখ, শুকপক্ষীর নাসার সহিত স্ত্রীলোকের নাসার তুলনা, নাসার উপর চকিত হরিণীর চোখের ন্যায় চোখ, তাহার উপর ভ্রমর অর্থাৎ কালো ঝাপটা তাহার উপর সর্প অর্থাৎ বিনুনী। আরও এক আশ্চর্য্য দেখিলাম বিনা জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, আর পদ্মের উপর দ্বিতীয়ার চন্দ্র। পদ্ম হইলেন পয়োধর, আর দ্বিতীয়ার চন্দ্র হইলেন, নখলেখা। যাঁহারা সংস্কৃত আদিরসের কবিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিয়াছেন, আর যাঁহারা পড়েন নাই তাহাদের নিকট ইহা হেঁয়ালীর

মত মনে হয়। তাহার পর তলাইয়া বুঝিলে রস পাওয়া যায়। সে রস প্রথম পাইয়াছিলেন লখিমাদেবীর পতি শিবসিংহ। শুধুই যে সংস্কৃত উপমা বিদ্যাপতির সম্বল, তাহা নহে, তাঁহার নিজের উপমাও আছে; তিনি যুবতীর স্তনের সহিত উল্টান সোনার বাটীর তুলনা করিয়াছেন, এবং সোনার শিবলিঙ্গের সহিত তুলনা করিরাছেন। একজায়গায় বলিয়াছেন, কনক-কটোরা যেন উল্টাইয়া বসাইয়াছে। আর এক জায়গায় বলিয়াছেন "কনকমহেশ"।

বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানর তারিফ। তাহাতে এমন একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়। আমি গান সাজাইবার কথা বলিতেছিনা, সেগুলি নগেন্দ্রবাবুর সাজান, গানের ভাবগুলি সাজান বিদ্যাপতির নিজেরই; সে অতি সুন্দর। বিদ্যাপতি বহির্জগতেই হউক আর অন্তর্জগতেই হউক সুন্দর সুন্দর জিনিস বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সেগুলিকে সুন্দরতর সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে বয়ঃসন্ধি হইতে একটী উদাহরণ দিব। এটী বাহিরের সৌন্দর্য্য। কৈশোর যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে, সেই সময়টা বিদ্যাপতি বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥
মদনক ভাব পহিল পরচার।
ভিনজনে দেল ভিন অধিকার॥

কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।
একক খীন অওকে অবলম্ব॥
প্রকট হাস অব গোপত ভেল।
উরজ প্রকট অব তহ্নিক লেল॥
চরণ চপল গতি লোচন পাব।
লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥
নব কবিশেখর কি কহইত পার।
ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার॥

ইহার সবটাই বাহিরের সৌন্দর্য্যের কথা। বাল্য কাল চলিয়া যাইতেছে, যৌবন আসিতেছে, মদন দুজনকেই পথ দেখাইয়া দিতেছে—একজনকে বলিতেছে "যাও"। আর একজনকে বলিতেছে "এস"। এতদিন মাজাটী মোটা ছিল সে ক্ষীণ হইয়া আসিল। নিতম্ব দুটী শুকনা ছিল. সে দুটি মোটা হইল। আগে খুব হো হা করিয়া হাসিত। এখন সেটী মুচ্‌কে হাঁসিতে দাঁড়াইল। আগে স্তনের চিহ্নমাত্র ছিল, এখন সেটী প্রকাশিত হইয়া উঠিল। এতদিন চরণ চঞ্চল ছিল, খুব ছুটোছুটি করিত, এখন সেটি বন্ধ হইয়া গিয়া চঞ্চল গতি চক্ষে উঠিল।

অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য একটা দেখান যাইতেছে ঃ—

সজনী কানুক কহবি বুঝাই
রোপি পেমক বীজ অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই॥
তৈলবিন্দু যৈসে পানি পসারিয়ে

ঐসন তুয় অনুরাগে।
সিকতা জল যৈসে ক্ষণহি শুখায়
তৈসন তোহর সোহাগে॥
কুল-কামিনী ছলোঁ কুলটা ভৈ গেলুঁ
তকর বচন লোভাই।
অপন করে হম মুড় মুড়ায়ল
কানুসে প্রেম বঢ়াই॥
চোর রমণি জনি মনে মনে রোঅই
অম্বরে বদন ছপাই।
দীপক লোভে শলভ জনি ধায়ল
সে ফল ভুজইতে চাই॥
ভনই বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা ন কর কোই।
অপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যেজন পরব্বশ হোই॥

সখী কানুকে বুঝাইয়া বলিবে, প্রেমের বীজ রোপণ করিয়া অঙ্কুরে মোচড়াইলে কোন উপায়ে বাঁচিবে। তৈলবিন্দু যেমন জলে পড়িলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে তোমার অনু-রাগও সেইরূপ। মরুভূমিতে জল পড়িলে যেমন তখনই শুকাইয়া যায়, তোমার সোহাগও সেইরূপ বোঝা গেল। তোমার কথায় ভুলিয়া, ছিলাম কুলকামিনী, হইলাম কুলটা। তোমার প্রতি প্রেম বাড়াইয়া আমি আপনার হাতে আপনি

মাথা মুড়াইলাম। চোরের রমণী যেমন ফুকরাইয়া কাঁদিতে পারে না, কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া মনে মনে কাঁদে, আমারও দশা তেমনি হইল। দীপের লোভে পতঙ্গ যেমন ধাবিত হইল অমনি তাহাকে ফল ভোগকরিতে হইল; আমারও সেই দশা হইয়াছে। বিদ্যাপতি বলেন, এই কলিযুগের রীতি, এ বিষয়ে কেহ চিন্তা করিওনা। যে আপনাকে পরের বশ করে সে আপনার কর্ম্মের ফল আপনিই ভোগ করে।

বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতু-বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতিমিষ্ট, সুর অতিমিষ্ট। সংস্কৃত ঋতু-বর্ণনার যা কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি ছোট, একটা পূরা কিছুর বর্ণনা ভাল করিয়া করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং দু'চারিটী অতি মিষ্ট জিনিস একত্র করিয়া গানটী শেষ করিতে হইয়াছে। বেশী কথা বলিবার জায়গা নাই, সুতরাং যাঁহারা সংস্কৃত পড়িয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা ছাড়া নূতন জিনিস কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াই গান থামিয়া যায়। নগেন্দ্র-বাবু যেরূপে গানগুলি সাজাইয়াছেন তাহাতে সময়ে সময়ে সেগুলি বেশ একটু একঘেয়ে হইয়াছে।

এইবার আমরা বিদ্যাপতির কথা শেষ করিব। বিদ্যাপতি কীর্ত্তনের গান লিখেন নাই। তাঁহার দু'দশটী গান লইয়া কীর্ত্তনীয়ারা তাহাদের কীর্ত্তনে যোগ করিয়াছে মাত্র।

বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পঞ্চোপাসকছিলেন, বিষ্ণুর উপাসনায় তাঁহার কিছুই আপত্তি ছিল না। তিনি শিব-গঙ্গার জন্য যেমন গান লিখিয়াছেন কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিখিয়াছেন। বিশেষ বৈষ্ণব ভাব তাঁহাতে নাই বলিলেও হয়। তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আদিরস সৌন্দর্য্যের খনি, তিনি বহুসংখ্যক আদিরসের গান লিখিয়া গিয়াছেন। আদিরসের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধার প্রেম খুব বড় জিনিস, তিনি তাহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। অনেক সময় কৃষ্ণরাধা উপলক্ষ্য মাত্র, আদিরসই প্রধান লক্ষ্য। মিথিলার রাজসভায়, ব্রাহ্মণ-রাজার সভাসদ্গণের মধ্যে, বাহিরে একটা পবিত্র ভাব দেখান, একটা সংযতভাব দেখান, একটা ধর্ম্মের ভাব দেখান, খুব দরকার ছিল। বিদ্যাপতি তাহা বেশ দেখাইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়। রাজা ও রাজাসভাসদেরা ও ত' রাজা ও রাজসভাসদই ছিলেন ; গান, বাজনা, কাব্য, কবিতা হাসি মস্করা এসবও ত' তাঁহাদের সভায় ছিল। এগুলিও বিদ্যাপতি বেশকরিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ রাজ-গণের কাব্যপ্রিয়তার কথা বিদ্যাপতি এক জায়গায় এইরূপে বলিয়াছেন ঃ—

গেহে গেহে কলৌ কাব্যং শ্রোতা তস্য পুরে পুরে।
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি দুর্ল্লভঃ ॥

দাতা জগতি দুর্ল্লভঃ, কিন্তু মিথিলার রাজারা সকলেই

কাব্যামোদী ছিলেন, কাব্যের উৎসাহ দিতেন এবং কাব্যের রসজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁহাদের সময়ে মিথিলায় বিদ্যাপতির মত রসজ্ঞ কবির উদ্ভব হইয়াছিল।

বিদ্যাপতিকে আমরা এপর্য্যন্ত যে ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তিনি মাত্র কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত রচনা বেশ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে তিনি শুদ্ধ কবি ছিলেন না, ঐতিহাসিক ছিলেন, রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন, ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন এবং অল্পভোগী রাজদিগের যে বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, তিনি দীর্ঘায়ু হইয়া সেই কার্য্যটী সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেটী মুসলমানবিধ্বস্ত হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচার। তাঁহার কৃষ্ণ-প্রেমের সঙ্গীতও তাঁহাকে সেবিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম্মের সম্প্রদায়গুলি তিনি চৌচাপটে ফের গড়িতে চাহিয়াছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই।

কীর্ত্তিলতা।

মিথিলার

রাজপণ্ডিত বিদ্যাপতি রচিত।

পুরাণ পুথি হইতে নকল করা।

ওঁ নমো গণেশায়।

পিতরুপনয় মহ্যন্নাকনদ্যা মৃণালং
ন হি তনয় মৃণালঃ কিন্ত্বসৌ সর্পরাজঃ।
ইতি রুদতি গণেশে স্মেরবক্ত্রে, চ শম্ভৌ
গিরিপতিতনয়ায়াঃ পাতু কৌতূহলং বঃ॥

অপিচ,

শশি-ভানু-বৃহদ্ভানুস্ফুরত্ত্রিতয়চক্ষুষঃ।
বন্দে শম্ভোঃ পদাম্ভোজমজ্ঞানতিমিরদ্বিষঃ॥
দ্বাঃ সর্ব্বার্থসমাগমস্য রসনারঙ্গস্থলীনর্ত্তকী
তত্ত্বালোকনকজ্জলধ্বজশিখাবৈদগ্ধ্যবিশ্রামভূঃ।
শৃঙ্গারাদিরসপ্রসাদলহরীস্বর্লোককল্লোলিনী
কল্পান্তস্থিরকীর্ত্তিসম্ভ্রমসখী সা ভারতী পাতু বঃ॥
গেহে গেহে কলৌ কাব্যং শ্রোতা তস্য পুরে পুরে।
দেশে দেশে রসজ্ঞাতা দাতা জগতি দুর্ল্লভঃ॥

শ্রোতুর্জ্ঞাতু র্বদান্যস্য কীর্ত্তিসিংহমহীপতেঃ।
করোতু কবিতুঃ কাব্যং ভব্যং বিদ্যাপতিঃ কবিঃ ॥ (১)

দোহা।

তিহুঅনখেত্তহি কাঞি তসু কিত্তি-বল্লি পসরেই।
অখ্খরখম্ভারম্ভঞো মঞ্চাবন্ধি ন দেই ॥
তেঁ মোঞে ভলঞো নিরূঢ় গএ জইসও তইসও কব্ব।
খল খেলচ্ছল দূসিহই সুঅণ পসংসই সব্ব ॥
সুঅণ পসংসই কব্ব মঝু দুজ্জন বোলই মন্দ।
অবসও বিসহর বিস বমই অমিঞ বিমুক্কই চন্দ ॥
সজ্জন চিন্তই মনহি মনে মিত্ত কারিঅ সবকোএ।
ভেঅ কহন্তা মুজ্ঝু জই দুজ্জন বৈরি ণ হোএ ॥
বাল-চন্দ বিজ্জাবইভাসা।
দুহু ন হি লগ্গই দুজ্জনহাসা ॥
ও পরমেসরহরশির সোহই।
ঈ নিচ্চই নাঅরমন মোহই ॥
কা পরবোধঞো কমণ যণাবঞো।
কিমি নীরস মনে রস লএ লাবঞো ॥
জাই সুরসা হোসই (২ক) মঝু ভাসা।
জো বুজ্ঝিহ সো করিহ পসংসা ॥
মহুঅর বুজ্ঝই কুসুমরস কব্ব কলা উঁচ্ছইল্ল।
সজ্জন পরউঅআরমন দুজ্জন নাম মইল্ল ॥

সক্কয়বাণী বুহঅন ভাবই।
পাউঁঅরসকো মম্ম ন পাবই॥
দেসিলবঅনা সবজন মিঠ্ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহঠ্ঠা॥
ভৃঙ্গী পুচ্ছই ভিঙ্গ, সুনু কী সংসারহি সার।
মানিনি-জীবন-মানসঞো বীর-পুরুস-অবতার॥
বীর-পুরুস কই জম্মিঅই নাহ ন জম্পই নাম।
জই উঁচ্ছাহে ফুর কহসি হঞো আকণ্ণন কাম॥
কিত্তিলুদ্ধসূরসঙ্গাম ধর্ম্মপরাঅণ-হিতাঁঅ বিপতাকম্ম ন হু দীন জম্পই।
সহজভাবসানন্দ সুঅন ভুংজই জাসু সংপই॥
রহসেঁ দববদএ বিস্মরই সত্তু সরূঅ শরীর।
এত্তে লখ্খণে (২) লখ্খিঅই পুরুস পসংসঞো বীর॥

জদো।

[ভৃঙ্গ] পুরিসত্তণেন পুরিসও নহি পুরিসও জম্মমত্তেন।
জলদানেন হু জলও ন হু জলও পুঞ্জিও ধূমো॥
সো পুরিসো জস্সু মানো সো পুরিসো জস্স্ অজ্জনে সত্তি।
ইঅরো পুরিসাআরো পুচ্ছবিহূনা পসু হোই॥
পুরিসকাহানী হঞো জসু পথাবে পুন্ন।
সুখ্খ সুভোঅন সুভবঅন দেবহা জাই সপুন্ন॥
পুরুস হুঅউঁ বলিরাএ জাসু করে কন্নে পসারিঅ।
পুরিস হুঅউঁ রঘুতনঅ জন্নে বলে রাবণ মারিঅ॥

পুরিস ভগীরথ হুঅউঁ জেন্নে নিঞকুল উদ্ধরিউঁ ।
পরসুরাম অরু পুরিস জেন্নে খত্তিঅ খঅ করিঅউঁ ॥
অরু পুরিস পসংসঞো রায়গুরু কিত্তিসিংহ গএণেসসুঅ ;
জেঁ সত্তুসমরসম্মদ্দিকহু বপ্পবৈর (৩ক) উদ্ধরিঅ ধুঅ ॥

[ভৃঙ্গী] রায় চরিত্ত রসাল এহু নাহ ন রার্খাহিঁ গোএ ।
কবন বংসকো রায় সো কিত্তিসিংহ কো হোএ ॥

[ভৃঙ্গ] তক্ক-কক্কস বেঅ পঢ় তিন্নি দানে দলিঅ দারিদ্দ পরমবক্ক পরমত্থ বুজ্ঝই ।
বিত্তে বটোরই কিত্তি সত্তে সত্তুসঙ্গাম জুজ্ঝই ॥
ওইনী বংস পসিদ্ধ জগকে তসু করই ণ সেব ।
দুহু একত্থ ন পাবিঅই ভুঅবৈ অরু ভূদেব ॥
জেহ্নে খণ্ডিঅ পুব্ব বলিকণ্ণ জেহ্নে সরণ পরিহরিঅ ।
জেহ্নে অত্থিজন বিমনঁ ন কিজ্জিঅ জহ্নি অতথে ণ হু ভালঅঁ ॥
জেহ্নি পাঞে জম্ম গোদিজ্জিঅ,
তা কুলকেরা বড্ডিপন কহ বা কঞোন উঁপাএ ।
জগ্গম্মিঅ উঁপ্পন্নমতি কামেসর সনরাএ ॥

অথ চ্ছপদ।

তসু নন্দন ভোগীসরাঅ বরভোগপুরন্দর ।
হুঅহুআসনতে (৩) জি কন্তি কুসুমাউঁহসুন্দর ॥
জাচকসিদ্ধি কেদারদান পঞ্চম বলি জানল ।
পিঅসখ ভণি পিঅরোজ্জ সাহ সুরতান সমানল ॥
পত্তাপে দানে সম্মানে গুণে জেঁ সবে করিঅউঁ অপ্পবস ।
বিত্থরিঅ কিত্তি মহিমণ্ডলহিঁ কুন্দকুসুমসংকাস জস ॥

দোহা ॥

তাসু তনঅ নঅবিনঅ নঅগরুঅ রাএ গএণেস।
জে পঠ্ঠাইঅ দস ও দিস কিত্তিকুসুমসংদেস ॥
দানে গরুঅ গএণেস জেন্নে জাচক জন রঞ্জিঅ।
মানে গরুঅ গএনেস জেহ্নে রিউঁ বড্ডিম ভঞ্জিঅ ॥
সত্তে গরুঅ গএণেস জেহ্নে তুলিঅও আখণ্ডল।
কিত্তি গরুঅ গএণেস জেহ্নে ধরিঅউঁ মহিমণ্ডল ॥
লাবন্নে গরুঅ গএণেস পুনু দেখ্খি স ভাসই পঞ্চসর।
ভোগীসতনঅ সুপসিদ্ধ জগগরুঅ রাএ গএণেস পর ॥

অথ গদ্য।

তাঁহ্নিকরো পুত্র যুবরাজহ্নি মাঁঝ পবিত্র অগণয়গুণগ্রাম (৪ক) প্রতিজ্ঞাপদপূরণৈকপরশুরাম মর্য্যাদামঙ্গলাবাস কবিতাকালিদাস প্রবল-রিপু-বল-সুভট-সংকীর্ণ-সমর-সাহস-দুর্নিবার-ধনুর্ব্বিদ্যা-বৈদগ্ধ ধনঞ্জয়বতার সমাচরিত-চন্দ্রচূড়-চরণ-সেব সমস্ত প্রক্রিয়াবিরাজমান মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বীর সিংহদেব।

তাসু কনিঠ্ঠ গরিঠ্ঠগুণ কিত্তিসিংহভূপাল।
মেইনি সাহউঁ চির জীবউঁ করউঁ ধর্ম্ম পরিপাল ॥

জেহ্নে রাএঁ অতুলতরবিক্রম-বিক্রমাদিত্য করেও তুলনাএঁ। সাহস সাধি পাতিসাহ আরাধি দুষ্টাকরেও দপ্প চূরেও পিতৃ-বৈরী উদ্ধরি সাহি করো মনোরথ পূরেও। প্রবল-শত্রু-বল-সংঘট্ট-সম্মিলন-সম্মর্দ্দ-সংজাত-পদাঘাত-তরলতর-তরঙ্গ-খুরক্ষুণ্ণ-বসুন্ধরা-ধূলি-সং (৪) ভার-ঘনান্ধকার-শ্যাম-সমর-নিশাভিসারিকা-

প্রায়-জয়লক্ষ্মী-কর-গ্রহণ করেও, বূড়ভন্ত রাজ্য উদ্ধরি ধরেও, প্রভু-শক্তি দানশক্তি জ্ঞানশক্তি তিনুহু শক্তিক পরীক্ষা জানলি। রুসলি বিভূতি পলটাএ আনলি। তহ্নিকরেও অহঙ্কার সারেও তরলতর-বারিধারাতরঙ্গ-সংগ্রাম-সমুদ্র-ফেন-প্রায় যশ উঁদ্ধরি দিগন্তু বিত্থরেও॥

ঈশমস্তকবিলাসপেশলা
ভূতিভাররমণীয়ভূষণা।
কীর্ত্তিসিংহনৃপকীর্ত্তিকামিনী
যামিনীশ্বরকলা জিগীষতু॥

ইতি শ্রীবিদ্যাপতিবিরচিতায়াং কীর্ত্তিলতায়াং প্রথমঃ পল্লবঃ॥

অথ ভৃঙ্গী পুনঃ পৃচ্ছতি ।—

কিমি উপ্পন্নউ বৈরিপণ কিমি উদ্ধরিউ তেন ।
পুণ্ণ কহাণী পিঅ কহহি সামিঞ সুনও সুহেন ॥ (৫ক)

[ভৃঙ্গ] লখ্‌খণ সেন নরেশ লিহিঅ জবে পখ্‌খ পঞ্চবে ।
তন্মহুমাসহি পঢ়ম পখ্‌খ পঞ্চমী কহিঅজে ॥
রজ্জলুদ্ধ অসলান বুদ্ধিবিক্কমবলে হারল ।
পাস বইসি বিসবাসি রাএ গএনেসর মারল ॥
মারন্ত রাএ রণরোল পড্ডু মেঞিনি হাহাসদ্দ হুঅ ।
সুর্‌রাএ-নএর-নাএর-রমনি বামনয়ন পফুরিঅ ধুঅ ॥
ঠাকুর ঠক ভএ গেল চোরেঁ চপ্পরি ঘর লিজ্‌ঝিঅ ।
দাসে গোসাঞ নিগহিঅ ধম্ম গএ ধন্ধ নিমজ্জিঅ ॥
খলে সজ্জন পরিভবিঅ কোই নহি হোই বিচারক ।
জাতি অজাতি বিবাহ অধম উত্তম কাঁ পারক ॥
অখ্‌খর রস বুঝ্‌ঝ নিহার নহি কই কুল ভমি ভিখ্‌খারি ভউঁ ।
তিরহুত্তি তিরোহিত সর্ব্বগুণে রা[এ] গণেস জবে সগ্গ গঁউ ॥

(৫) রাএ বধিঅউ সন্ত হুঅ রোস লজ্জাইঅ নিঞ মন হি মন
অস তুরুক্ক অসলান গুন্নই ।
মন্দ করিঅ হঞো কম্ম ধম্ম সুমরি নিঞ সীস ধুন্নই ॥
এহি দিন্ন উদ্ধারকে পুণ্ণ ন দেখ্‌খও আন ।
রজ্জ সমপ্পঞো পুন কএো কিত্তিসিংহ সম্মান ॥

সিংহপরক্কম মানধন বৈরুদ্ধারসুসজ্জ।
কিত্তিসিংহ নহু অঙ্গবই সত্তু সমপ্পিঅ রজ্জ ॥
মাএ জম্পই অবরু গুরুলোএ মন্তি মিত্ত শিখ্খবই।
কবহু এহু নহি কম্ম করিঅই।
কোহে রজ্জ পরিহরিঅ, বপ্পবৈর নিঞ চিত্ত ধরিঅই ॥
লহনে রাএ গএণেস গউঁ সুরপুর ইন্দ সমাজ।
তুম্ক সত্তুহি মিত্ত কএ ভুঞ্জহ তিরহুতিরাজ ॥
তেত্তলী বেলা মাতৃমিত্র মহা[রা]জহ্নিকরো বোলন্তে,
হৃদয়-গিরি-কন্দরা-নিদ্রাণ-পিতৃ-বৈরি(ঙক)-কেশরী জাগু।
মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎ-কাত্তিসিংহ-দেব কোপি কোপি বোলএ লাগু ॥

অরে অরে লোগ হু
বৃথা বিস্মৃতস্বামিশোক হু।
কুটিল রাজনীতি-চতুরহু
মোর বঅন আকন্ন করহু ॥
মাতা ভণই মন ত্তপই মন্তী রজ্জহ নীতি।
মঝ্ঝু পিয়ারী এক্ক পই বীরপুরিসকো রীতি ॥
মানবিহূনা ভোঅনা সত্তুক দেলে রাজ।
শরণ পঁইঠ্ঠে জীঅনা তীনু কাতর কাজ ॥
জো অপমানে দুখ্খ ন মানই।
দান খগ্গকো মম্ম ন জানই ॥
পর উঁঅআরে ধম্ম ন জোঅই।

সো ধন্নো নিচ্চিন্তে সোঅই ।।
পরপুর মারি সএঞো গ'হএঞো বোলএ ন জাঅ কিচ্ছু ধাই ।
মেরহুঁ জেঠ্ঠ গরিঠ্ঠ অচ্ছ মন্তিবিঅক্খন ভাএ ॥
বপ্পবৈরি উদ্ধরএঞো নএঞু ণ পরিবপ্পো চক্কএঞো ।
সংগর-সাহস (৬) করএঞো ণ উঁণ শরণাগত মুক্কএঞো ॥
দানে দলএঞো দারিদ্দ নউঁন নহি অখখ্র ভাসএঞো ।
যানে পাটবরু করএঞো ন উঁণ নীঅ সত্তি পআসএঞো ॥
অভিমান জএঞো রখ্খএঞো জীবসএঞো নীচসমাজ ন করএঞো রতি ।
তে রহউঁ কি জাউঁ কি রজ্জ মম বীরসিংহ ভণ অপন মতি ॥
বেবি সম্মত মিলিঅ তবে এক্ক বেবি সহোঅর সঙ্গ বেবি পুরিস সবগুণবিঅখ্খণ ।
ণং বলভদ্দহ কণ্ণ ণউঁণ বন্নিঅউঁ রামলখখ্ণ ॥
রাঅহ নন্দন পাএঞে চলু অইস বিধাতা ভোর ।
তা পেখ্খন্তে কম মণকাঁ নঅণঁ ন লগ্গই নোর ॥
লোঅ চ্ছত্তিঅ অবরু পরিবার রজ্জভোগ পরিহরিঅ,
বরতুরঙ্গ-পরিজন বিমুক্কিঅ জননি পাএঞে পন্নবিঅ ।
জন্মভূমিকো মোহ চ্ছোড্ডিঅ ধনি চ্ছোড্ডিঅ ॥ (৭ক)
ধনি চ্ছোড্ডিঅ নব জোব্বনা ধন চ্ছাড্ডিঅ বহুত্ত ।
পাতিসাহ উদ্দেশে চলু গঅনরাঅকো পুত্ত ॥

বোলী ।

পাএঞে চল্ দুঅও কুমর ।
হরি হরি সবে সুমর ।

বহুল চ্ছাড়ল পাঢ়ি পাঁতরেঁ
বস ন পাওল আঁতরে আঁতরেঁ ।
জহাঁ জাইঅ জেহে গাএও ।
ভোগাই রজা কবড়ি নাএও ।
কাহুঁ কাপল কাহুঁ ঘোল ।
কাহুঁ সম্বল দেল থোল ॥
কাহু পাতী ভেলি পৈঠি ।
কাহু সেবক লাগু ভৈঠি ॥
কাহু দেল ঋণ উধার ।
কাহু করিঅউ নদীক পার ॥
কাহু উ বহল ভার বোঝ ।
কাহু বাট কহল সোঝ ॥
কাহু আতিথ্য বিনঅ করু ।
কতঁহু দিনে বাট সন্তরু ॥
অবসও উদ্যম লক্ষি বস অবসও সাহস সিদ্ধি ।
পুরুস বিঅখ্খণ জঞ্চলই তং তং মিলই সমিদ্ধি ॥
তংখনে পেখ্খিঅ নঅর (৭) সো জোনাপুর তস্স নাম ।
লোঅনকেরা বল্লহা লচ্ছীকে বিসরাম ॥

ছন্দঃ ।

পেখ্খিঅউ পট্টন চারু মেখল জএওন নীর পখারিআ ।
পাসান কুট্টিম ভীতি ভীতর চূহ উপ্যর ঢারিআ ॥

পল্লবিঅ কুসুমিঞফলিয় উপবন চুয় চম্পক সোহিয়া।
মঅরন্দ-পাণ-বিমুদ্ধ মহুঅর সদ্দ মানস মোহিআ॥
বকবার সাকম বাঁধ পোখরিনী কনীক নিকেতনা।
অতিবহুত ভাঁতি বিবট্ট বট্টহি ভুলেও বড্ডেও চেতনা॥
সোপান তোরন যন্ত্র জোলন জাল জাল ওখ খণ্ডিআ।
ধঅ ধবলঁ হর ঘর সহস পেখ্খিঅ কনঅ কলশহি মণ্ডিআ॥
থলকমলপত্তপমাননেত্তহি মত্তকুঞ্জরগামিনী।
চৌহট্ট বট্ট পলট্টি হেরহিঁ সথ সথহি কামিনী॥
কপ্পূর (৮ক) কুংকুম গন্ধ চামর নঅন কজ্জল অম্বরা।
বেবহার মূল্লহি বণিক বিক্কণ কীনি আনহি বব্বরা॥
সম্মান দান বিবাহ উচ্ছব গীঅ নাটক কব্বহী।
আতিথ্থ বিনঅ বিবেক কৌতুক সময় পেল্লিঅ সব্বহীঁ॥
পজ্জটই খেল্লই হসই হেরই সথ সথ্থ হি জাইআ।
মাতঙ্গ তুঙ্গ তুরঙ্গ ঠট্টহিউ বটি বট্টন পাইআ॥

অবরুপুনু।

তাহি নগরহ্নি করোপরি ঠব ঠবন্তে, শতসংখ্য হাট বাট ভমন্তে শাখানগর শৃঙ্গাটক আক্রীড়ন্তে, গোপুর বকহঠী বলভী বীথী অটারী ওবারী রহট ঘাট কৌসীস প্রকার পুরবিন্যাস কথা কহএো কা জনি দোসরী অমরাবতীক অবতার ভা। অবি অবিঅ। হাট করেও প্রথম প্রবেশ, অষ্টধাতু ঘট নাটাঙ্গার (৮ক) কঁসেরী পসরাঁ কাঁস্যক্রেস্কার, প্রচুরপৌরজনপরসম্ভারসম্ভিন্ন, ধনহটা সোনহটা পনহটা

পকান্নহটা মচ্ছহটা করেও সুখরবকথা কহন্তে, হোইঅ ঝুট, জনি গম্ভীর-গুর্গু রাবর্ত্ত কল্লোলকোলাহল কান ভরন্তে মর্য্যদা ছাড়ি মহার্ণব উঠ॥

মধ্যাহ্নেকরী বেলা সংমদ্দ সাজ।
সকল পৃথ্বীচক্র করেওঁ বস্তু বিকাঁএ আএ বাজ॥
মান্নুসক সীসি পীসি বর আগে আঁগ,
উঁগর আনক তিলক আনকাঁ লাগ।
যাত্রাহুতহ পরস্ত্রীক বলয়া ভাঁগ॥
ব্রাহ্মণক যজ্ঞোপবীত চাণ্ডালহৃদয় লূল।
বেশ্যাহ্নিকরো পয়োধরে জটীক হৃদয় চূর॥
ঘনে সঞ্চর ঘোল হাথি।
বহুত বাপুর চূরি জাথি॥
আবর্ত্ত বিবর্ত্ত রোলহো,
নঅর নহি নর সমুও (৯ক) বহুল ভাঁতি
বণিজার হাট হিণ্ডএ জবে আবথি॥
খন একে সবে বিক্কণথি।
সবে কিচ্ছু কিনইতে পাবথি॥
সব দিস পসরু পসার রূপজোব্বণ গুণে আগরি।
বানিনি বীথী মাঁড়ি বইস সএ সহ সহি নাগরি॥
সম্ভাষণ কিছু বেআজ কই।
তাসঞো কহিনী সব্বে কহ বিক্কণই॥
বে সাহই অপ্পুসুখে ডিঠিন্ত কূহল লাভ রহ,

সর্ব্বউঁকেরো বারিজ নঅন তরুণী হের হি বঙ্ক।
চোরি প্রেম পিয়ারিও অপন দোষে সশঙ্ক ॥
বহুল বম্ভণ বহুল কায়থে রাজপুত্ত কুল বহুল,
বহুল জাতি মিলি বইস চপ্পরি।
সবেব সুঅন সর্ব্বে সধন ণঅররায় সবে নঅর উপ্পরি ॥
জঁ সবে মন্দির দেহলা ধনি পৈখ্খিঅ সানন্দ।
তসুকেরা মুখমণ্ডলহিঁ (৯) ঘরে ঘরে উগ্গিহ চন্দ ॥
এক হাট করেও ওল।
ঔকী হাট করেও কোল ॥
রাজপথক সন্নিধান সঞ্চরন্তে অনেক দেখিঅ বেশ্যাহি
করো নিবাস।
জহ্নিকে নির্ম্মাণে বিশ্বকর্ম্মহু ভেল বড় প্রআস ॥
অবরু বৈচিত্রী কহঞোকা।
জহ্নি কেসধূপধূমকরী রেখা ধ্রুবল্ল উঁপ্পরজা ॥
কাহু কাহু অইসনেঞো সঙ্গ,
তকরে কাজরে চান্দ কলঙ্ক ॥
লজ্জ কিত্তিম কপট তারুন্ন।
ধন নিমিত্তে ধর পেম লোভে বিনঅ সৌভাগে কামন ॥
বিনু স্বামী সিন্দূর পরা পরিচয়,
অপা মন জঁগুণমন্তাঅ লহনা গৌবরে লহই ভুঅঙ্গ।
বেসা মন্দির ধূঅ বসই ধুত্ত হরুঅ অনঙ্গ ॥
তাহ্নি বৈশ্যাহিকরো সুখসার মণ্ডন্তে, অলক তিলক পত্রাবলী

খণ্ডন্তে, দিব্যাম্বর পিন্ধন্তে (১০ক), উভারি উভারি কেশপাশ বন্ধন্তে, সখিজন প্রেরন্তে, হসি হেরন্তে, সআনী লানুমী পাতরী পতো হরী তরুণী তরট্টি বেহ্নী;
বিঅখ্‌খনী পরিহাসপেসণী সুন্দরী সার্থ জবে দেখিঅ।
তবে মন কর তেসরা লাগি তীনু উপেখ্‌খিঅ ॥
তহ্নি কেশ কুসুম বস।
জনি মান্যজনক লজ্জাবলম্বিত মুখচন্দ্র চন্দ্রিকাকরী
অধওগতি দেখি অন্ধকার হস ॥
নঅনাঞ্চল সঞ্চারে ভ্রূলতা ভঙ্গ।
জনি কজ্জল কল্লোলিনীকরী বীচবিবর্ত্ত বড়ী বড়ী শফরী তরঙ্গ ॥
অতিসূক্ষ্ম সিন্দুর রেখা নিন্দন্তে পাপ।
জনি পঞ্চশর করো পহিল প্রতাপ ॥
দোখ হীনি, মাঝ খীনি।
রসিকে আনলি জৃআঁ জীনি ॥
পয়োধরক ভরেঁ ভাগএ চাহ।
নেত্রক রীতি তীয় ভাগে তীনু ভুবন সাহ ॥
সুসরেঁ বাজ (১০) রাঅহ্নি চ্ছাজ,
কাহু হোঅ অইসনো আস।
কইসে লাগত আচরবতাস ॥
তাহ্নিকরী কুটিলকটাক্ষচ্ছটা কন্দর্প্প শরশ্রেণী জএো,
নাগরহ্নিকাঁ মন গাড়।
গোবোলি গমারহ্নি চ্ছাড় ॥

সব্বঁউঁ নারি বিঅখ্খনী সব্বঁউঁ সুস্থিত লোক।
সিরি ইমরাহিম সাহ গুণে নহি চিন্তা নহি শোক ॥
সব তসু হেরি সুহিত হোঅ লোঅন।
সবতহুঁ মিলএ সুঠাম সুভোঅণ ॥
খন এক মন দএ সুনও বিঅখ্খণ।
কিচ্ছু বোলএ়ো তুরুকাণএ়ো লখ্খণ ॥

ছন্দঃ।

ততোবে কুমারো পইঠ্ঠে বজারো।
জহিঁ লখ্খ ঘোরা মতঙ্গা হজারো ॥
কহীঁ কোটি গন্দা কহীঁ বাদিবন্দা।
কহীঁ দূরি রিক্কা বিএ হিন্দু গন্দা ॥
তহী তথ্থ কূজা তবেল্লা পসারা
কহীঁ তীর কম্মাণ দোক্কাণ দারা ॥
সরাফো সরাফেঁ (১১ক) ভরে বেবী বাজূ।
তৌল্লন্তি ফেরা লসূলা পেআজু ॥
খরীদে খরীদে বহূঁতো গুলামো।
তুরক্কো তুরক্কে অনেকো সলামো ॥
বেসাহন্তি খীসা মইজ্জল্ল মোজা।
ভমে মীর বল্লীঅ সইল্লার খোজা ॥
অবেবে ভণন্তা সরাবা পিবন্তা।
কলীমা কহন্তা কলামে জীঅন্তা ॥

কসীদা কটন্তা মসীদা ভরন্তা।
কিতেবা পঢ়ন্তা তুরুক্কা অনন্তা॥
অতি গহ সুমর খোদাএ খাএলে ভাঁগক গুণ্ডা।
বিনু কারণহি কোহাএ বএন তাতল ত মুকুণ্ডা॥
তুরুক তোখারহিঁ চলল হাট ভমি ফেড়া মঙ্গই।
আড়ী ডীঠি নিহারি দবলি দাঢ়ী থুক বাহই॥
সব্বস্‌সঁ সরাব খরাব কই তত তক বাবাদ রম।
অবিবেক করীবী কহঞো কাপাচ্ছাপএ দালেলে ভম॥
গীতি গরুবি জাখরী মত্ত ভএ মতরুফ্ গাবই।
চরখ (১১) নাচ তুরুকিনী আন্ কিচ্ছু কাহু ন ভাবই॥
সঅদ সেরণী বিলহ সববকো জূঠ সবেব খা
দ্বাআ দে দরবেশ পাব নহি গারি পারি জা
মখদূম ন রাবই দো মজঞো।
হাথ দদস দস ঢারও।
খুন্দকারী হূকুম কহঞো কা।
অপনেঞো জোএ পরারি হা॥

কিঞ্চ,

হীন্দূ তুরকে মিলল বাস
একক ধম্মে অওকা উপহাস॥
কতহুঁ বাঁগ কতহুঁ বেদ।
কতহুঁ মিসি মিল কত হুঁ চ্ছেদ॥
কতহু ওঝা কতহু খোজা

কতহু নকত কতহু রোজা ॥
কতহু তম্বারু কতহু কূজা।
কতহু নীমাজ কতহু পূজা ॥
কতহু তুরুক বরকর।
বাটঁ জাইতেঁ বেগার ধর ॥
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ।
মঁথা চড়াবএ গাইক চুড়ুয়া ॥
ফোট চাট জনউ তোড়।
উপর চড়াবএ চাহ ঘোর ॥
ধোআ উরিধানে মদিরা সাঁধ। (১২ক)
দেউর ভাঁগি মসীদ বাঁধ ॥
গোরি গোমঠ পূরলি মহী।
পএরহু দেমা একঠাম নহী ॥
হীন্দূ বোলি দূরহি নিকার।
চ্ছোটেও তুরুকা ভভকী মার ॥
হীন্দূহি গোট্টও গিলিএ ফল তুরুক দেখি হোঅ ভান।
অইসেও তসু পরতাপে রহ চির জীবত সুরতান ॥
হট্টহি হট্ট ভমন্তও দূঅও রাজকুমার।
দিঠ্ঠি কুতূহল কজ্জরসঁ তো পইঠ্ঠ দরবার ॥

চ্ছন্দঃ। লোঅহ সম্মদ্দে, বহুবিহরদ্দে. অম্বরমণ্ডল পূরীআ।
আবন্ত তুরুক্কা, থান মুলুক্কা, পঅভরে পথর চূরিআ ॥

দূরহুন্তে আআ বড় বড় রাআ দবলি দোআরহীঁ
বারীআ।
চাহন্তে চ্ছাহর আবহি বাহর গালিম গণএ ণ পারীআ॥
সব সইঅদ গারে বিথরি থারে পুহবিএ পালা আবন্তা।
দরবার বইঠ্ঠে দিবস ভইঠ্ঠে (১২) বরিসহু ভেট্ট ন পাবন্তা॥
উত্তমপরিবারা খান উমারা মহল মজেদে জানন্তা।
সুরতান সলামে নহিঅ ইলামে আপেঁ রহি রহি আবন্তা॥
সাঅর গিরি অন্তর দীপ দিগন্তর জাস্থ নিমিত্ত জাইআ।
সর্ব্বও বঠ্ঠরানা রাউত রাণা তথ্থি দোআরহি পাইআ॥
ইঅ রহহি গণন্তা বিরুদ ভণন্তা ভট্টা ঠট্টা পেখ্খাআ।
আবন্তা জন্তা কজ্জ করন্তা মানবক মনে লখ্খীআ॥
তেলঙ্গা বঙ্গা চোল কলিঙ্গা রাআপুত্ত মণ্ডীআ।
নিঅভাসা জপ্পই সাহস কপ্পই জইস্থ রাজই পণ্ডীআ॥
রাউত্তা পুত্তা চলএ বহুত্তা অতরে পটরে সোহন্তা।
সঙ্গাম সুহব্বা জনি গন্ধব্বা রূএঁ পর মন মোহন্তা॥
ওহু খাস দরবার সএল মহিমণ্ডল উপ্পরি।
উঁথ্থি অপন বেবহার রাঙ্কলে চাঅহু চপ্পরি॥ (১৩ক)
উথ্থি সত্তু উথ্থি মিত্ত উথ্থি সির নবই সর্ব্বকই।
উথ্থি সাত্তি পরসাদ উথ্থি ভএ জাএ ভর্ব্বকই॥
নিঞ ভাগ অভাগ বিভাগ বলওঠ মাহিঁ জানিঞ সর্ব্বগএ।
এহু পাতিসাহ সব লোঅ উপ্পরি তস্থ উপ্পরি করতাল
পএ॥

অহো অহো আশ্চর্য্য তাহি দোখালহ্নিকরো দবাল দববালও এঞএঞান দরবার মেঞাণ দরস দরদারি গহ বারি গহ নিমাজ গহ খোআর গহ খোরম গহ করেও। চিত্ত চমৎকার দেখস্তে সবে বোল ভল, জনি অদ্য পর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মা এহী কার্য্যচ্ছল তাহি প্রাসাদহ্নি করো বজ্রমণিঘাটত কাঞ্চনকলশচ্ছাজ, জহ্নি করো মাথে সূর্য্যরথ বহল পর্য্যন্ত সাতঘোলাকরো অঠ্ঠাইসও টাপবাজ প্রমদবন পুষ্পবাটিকা কৃত্তিমনদী ক্রীড়াশৈল (১৩) ধারাগৃহ যন্ত্র-ব্যজন শৃঙ্গারসঙ্কেত মাধবীমণ্ডপ বিশ্রামচৌরা চিত্রশালী খট্টা হিণ্ডোল কুসুমশয্যা প্রদীপ মাণিক্য চন্দ্রকান্তশিলা চতুস্সম পল্লবকরো পরমার্থপুচ্ছিহি সিআন এবাপ অভ্যন্তরকরী বার্ত্তাকে জান।

এম পেক্খিঅ দূর দাখোল ক্ষণ মহুত্ত বিস্সমিঅ সিঠ্ঠপদিক-পরিচ্চএ অপমানিএ গুণে অনুরাঞ্জঅ লোগ সব্ব মহলকো মন্ম জানিএ সগুণ সআনা পুচ্ছিঅউঁ তেঁ পল্লবিঅউঁ আস তোড়অ সংঝহি মজ্জু পুর বিপ্পঘরহিঁ করু বাস।

সীদৎপ্রত্যর্থিকান্তামুখমলিনরুচাং বীক্ষণৈঃ পঙ্কজানাং
ত্যাগৈর্ব্বদ্ধাঞ্জলীনাং তরণি পরিচিতৈর্ভক্তিসংপাদিতানাং।
অন্যদ্বারা কৃতার্থদ্বিজনিকর করস্থূল ভিক্ষা (১৪ক) প্রদানৈঃ
কুর্ব্বন্ সংন্ধ্যামসন্ধ্যাং চিরমবতু মহীং কীর্ত্তিসিংহো নরেন্দ্রঃ॥

ইতি শ্রীমঠ্ঠকুরবিদ্যাপতিবিরচিতায়াং কীর্ত্তিলতায়াং দ্বিতীয়ঃ পল্লবঃ॥

অথ ভৃঙ্গী পুনঃ পৃচ্ছতি।

কণ্ণ সমাইঅ অমিঞরস তুজ্ঝু কহন্ত কান্ত।
কহহিঁ বিঅখ্খণ পুনু কহহিঁ তো অগ্গিম বিত্তন্ত॥
রঅনি বিরমিঅ হূয়উঁ পচ্চূস তরণি তিমির সংহরিঅ হংসিঅ অরবিন্দকানন।
নিন্দে নঅন পরিহরিঅ উঠ্‌ঠি রাএ পথ্‌খার আনন॥
গই উজ্জীর অরাহিঅউঁ জংপিঅ সকলওঁ কজ্জ।
জই পহু বড়ও পসন্ন হোঅ তঞো সিঠ্‌ঠাঅত রজ্জ॥
তবেব মন্তিহ্নি কিঅউ পথ্‌থাব পাতিসাহ গোচরিঅ।
সুভ মহুত্ত সুখরাঞে ভেট্টিঅ হঅঅম্বরবর লহিঅ।
হিঞে দুখ্‌খ বৈরাগ মেট্টিঅ।
খোদালম্ব সুপসন্ন হুঅ পুছু কুসলময় বত্ত।
পুনু পুনু পুনু পুন্নাম কএ কিত্তিসিংহ কহ বুত্ত॥
অজ্জ উচ্ছব অজ্জ কল্লান, অজ্জ সুদিন সুমহুত্ত।
অজ্জ মাঞে মঝু পুত্ত জাইঅ অজ্জ পুন্ন পুরিসথ্‌থ॥
পাতিসাহ পাপোস পাইঅ,
অকুশল বেবিহি এক্ক পই অবর তুজ্‌ঝ পরতাপ্
অরু লোঅন্তর সগ্গ গউঁ গঅণ রাএ মঝু বাপ॥
ফরমান ভেল কঞো ণ চাহি।
তিরহুতি লেলিজহ্নি সাহি॥

ডরে কহিনী কহএ আন।
এঞহঁ তোহে তাঁহা অসলান।
পঢ়ম পেল্লিঅ তুজ্ঝু ফরমান ॥
গএণ রাএ তো বধিঅ তৌ নসের বিহার চাপিঅ।
চলইতেঁ চামর পরই ধরিঅ চ্ছত্ত তিরহুত্তি উগাহিঅ ॥
তববহুঁ তাকে রোস নহি রজ্জ করও অসলান।
অবে করিঅউ অহিমানকে অজ্জ জলঞ্জলি(১৫ক)দান ॥
বে ভূপালা মেইনী বেণ্ণা এক্কা নারি।
সহহি ন পারএ বেবি ভর অবস করাবএ মারি ॥
ভুবন জগ্গই তুহ্ম পরতাপ, তুহ্মে খগোরিউঁ দলিঅ তুহ্মে
সেবই সব রাএ আবই।
তুহ্মদানে মহি ভরিঅউঁ তুজ্জ কিত্তি সবে লোএ গাবই ॥
তুহ্মে ণ হাসউঁ অসহ নাজই সুনিঅউঁ রিউ নাম।
ইঅর বপুরা কী করও বীরত্তণ নিঞ ঠাম ॥
এম কোপ্পিঅ সুনিঅ সুরতান
রোমঞ্চিঅ ভুঅজুঅল ভৌহঁ যুগল ভরেঁ গেঁঠ্ঠি
পেল্লিঅউঁ।
অহরবিম্বঁ পফ্ফুরিঅ নয়নে কোকনদ কন্তি ধরিঅউঁ ॥
খান উঁমারা সববকে তংখণে ভৌ ফরমান।
অপনেহু সাঁঠে সম্পলহুঁ তো তিরহুতি পআন ॥
তপত হুঅউঁ সুরতান রোল উঁচ্ছলু দরবারহিঁ।
জন পরিজন সঞ্চরিঅ ধরণি ধস মস পএ ভারহিঁ ॥

তাত ভুবন ভএ (১৫) গেল সব্ব মন সবতহু সঙ্কা।
বড়া দূর বড়হচড় উব্বে জনিউঁ জড়ল লঙ্কা॥
দেমান অব দগল গন্দবর কুরুবক বৈসলঅ দপকই।
জনি অবহি সবহি দহু ধাএ কহু পকলি দেএো অসলাণ গই॥
তেহ্নি সোঅর বেবি সানন্দ কিত্তিসিংহ বরনৃপতি লএ পসাও
বাহরও আইঅ।
এথ্ থন্তর পুরি বত্তরত্ত কিচ্ছু সুবতানহু পাইঅ॥
পুব্বে সেনা সজ্জিঅউ পচ্ছিম হুঅউঁ পয়ান।
অন্ন করইতে অণ্ণ ভউঁ বিধি চরিত্ত কো জান॥
তংখণে চিন্তই রাঅসো সব্বে হুঅউঁ মহু লজ্জ।
পুনুবি পরিস্সম সিঝি হই কালহি চুক্কিহ কজ্জ॥
তইসনা প্রস্তাব চিন্তাভরাণত রাঅহ্নিকরো মুখারবিন্দ দেখে
মহাযুবরাজ শ্রীমদ্বীরসিংহদেবমন্ত্রী ভণিএও।
অইসনে এওউঁ পতাপ গণিএো ণ গুনিএও॥ (১৬ ক)
দুখ্খে সিঝই রাঅঘর কজ্জ তং উব্বেঅ ন করিঅ।
সুহিঅ পুচ্ছি সংসঅ হরিজ্জিঅ॥
ফল দৈবহ আঅত্ত পুরিস কম্ম সাহস করিজ্জই।
জই সাহসহু ন সিদ্ধিহো ঝংখ করিব্বউঁ কাহ হোজ
হোসই এক্কপই বীর পুরিস উচ্ছাহ। ওহু রাও বিঅখ্খণ
তুহ্ম গুণবন্ত, ও সধম্ম তোহেঁ শুদ্ধ, ওহু সদএ তোহঁ রজ্জ
খণ্ডিঅ ও জিগীষু তোহ সূর ওহু রাএ তোহঁ রজ্জখণ্ডিঅ,
পুহবীপতি সুরতান ও তুহ্ম রায় কুমার

একৃকচিত্ত জই সেবিঅই ধুঅ হোসই পরকার।
ইখ্খেন্তর পুন্নু রোলপড়ু সেন্ন সংখ কো জান।
নলিনিপত্ত মহি চলই জওঁ সুরতানী তকতান॥

নিশিচ্ছন্দঃ পালং। চলিঅ তকতান সুরতান ইবরাহিমও।
কুরুম ভল ধরণি সুণ রণি বলনাহিমো॥
গিরি টরই মহি পড়ই নাগ(১৬)মন কম্পিআ।
তরণিরথ গগণপথ ধূলিভরে ঝম্পিআ॥
তবলশত বাজকত ভেরিভরে ফুক্কিআ।
পলঅঘণ রজ্জসমই অর বল লুক্কিআ।
তুলুক লথ হরখেঁ হস অগ্ঘিধস ফালহীঁ।
মানধর মারিকর কট্টি করবালহীঁ॥
মঅ গণই পঅ পলই ভোগি চলই জঁখনে।
সত্তু ঘরঁ উপজু ডর, নিন্দ নহি ঝংখনে॥
খগ্গ লই গব্ব কই তুলুক জবেঁ জুজ্ঝই।
অপি সগর সুরনঅর সংকপল মুজ্ঝই॥
সোখি জল কিঅ উথল পত্তিপঅভারহীঁ।
জানি ধুঅ সংকহুঅ সঅল সংসারহীঁ॥
কেলিকরি বাঁধি ধরি চরণতল অপিপআ।
কেলিপর নেমিকর অপ্যুকরে থপ্পিআ॥
চৌসা অন্তর দীপ দিগন্তর পাতিসাহ দিগ বিজয় ভম।
দুগ্গম গাহন্তে কর চাহন্তে বেবি সথ্থ সংপলই জম॥১৭ক

বন্দী করিঅ বিদেস গরুঅ গিরিপট্টন জারিঅ।
সাঅর সিংমা করিঅ পার ভএ পারক মারিঅ॥
সরবস ডাঢ়ীঅ সত্তু ঘোললিঅ পঞড়া ধাউঁ।
এক ঠাম উত্তরিঅ ঠাম দশ মারিঅ ধাউঁ॥
ইমরাহিমসাহ পআনও পুহবি নরেসর কমন সহ।
গিরি সাঅর পারউঁ বার নহীঁ রৈঅতি ভেল জীব রহ॥
রৈঅতি ভেল জাহাঁ জাইঅ। ষট একও চ্ছুঅএ ন পাইঅ।
বড়ি সাতি চ্ছোটাহু কাজঁ কটক লটকঁ পটক বাজ
চোর ঘুমাইঅ নাঅক হাথেঁ। দোহাএ পেলিঅ দোসরে
মাথেঁ।
সেরঁ কীনি পানি আনিঅ। পীবএ খনে কাপড়ে চ্ছানীঅ॥
পানকসএ সোনাক টঙ্কা। চান্দন কমূলে ইন্ধন বিকা॥
বহু লকৌড়ি কনিক থোড়। ঘীবক বেচঁা দীঅ ঘোড়ঁ॥
কুরুআক তেল আঙ্গ (১৭) লাইঅ। বাঁদী বড়দাসঞো
ঘপাইঅ॥
এব গমিঅউঁ দূরদীগন্তর রণ সাহস বহু করিঅ।
বহুল ঠাম ফল মূল ভক্ষিঅ
তুলুক সঙ্গে সঞ্চার পরমকষ্টে আচার রখ্খিঅ।
সম্বর নিরবল কিরিস তনু অম্বঁর ভেল পুরাণ।
জবনসভাবহি নিকরুণ তৌ ণ সুমরু সুরতান॥
বিত্তেঁ হীন নত্থি বাণিজ্জ ণ হু বিদেশ ঋণ সংভরই।
নহু মানধনখ্থি ভিখ্খ ভাবই॥

রাঅঘরহি উপ্পত্তি নহি দীন বঅন নহু বঅন আবই ॥
সেবিঅ সামি নিসঙ্ক ভএ দৈব ন পূরবই আস।
অহহ মহত্তর কিঙ্করউঁ গণ্ডুএ গণিঞ উঁপাস ॥
পিঅ ন চিন্তই চিন্ত গহু মিও নহু ভোঅন সংপজই
ভিত্ত ভাঁগিজা ভুখ্খে।
ছোড্ডীঅ ঘোর ঘাস নহু নহিঅ দিবসেঁ দিবসেঁ অতি
দুখ্খ বট্টিঅ। (১৮ক)
তবহু ন চুক্কিঅ একও শিরি কেশব কাএথ।
অরু সোমেসর সন্নগহি সহি রহিঅউ দুরবথ।
বাণিএও হোই বিঅখ্খণা ধর্ম্ম পসারই হট্ট।
ভিত্তামিত্তাকঞ্চ নাবি পঅ কাল তস্থ বট্ট ॥
তৈসনা পরমকষ্ট কাষ্ঠা করে পস্তার দুহু সোদর সমাজ
অনুচিত্ত লজ্জা
আচারক রক্ষা গুণক পরীক্ষা হরিশ্চন্দ্রক কথা নলক ব্যবস্থা
রামদেবক রীতি দানপ্রীতি নিঞ এক পণিগদহ সাহস
উঁৎসাহ
অকৃত্যবাধা বলিকণ্ন দধীচি করো স্পর্দ্ধা সাধ।
তংখণে চিন্তই একপই কিত্তিসিংহ অরু রাএ।
অংমমুহ এত্তা দুঃখ সুনি কিমি জ্জিবিবহ মুঝু মাঞে ॥

ছন্দঃ। তহাঁ অচ্ছএ মস্তি আনন্দ খান্
জে সংধি ভেদ বিগ্গহো জান ॥

সুপবিত্ত মিত্ত সিরিহংসরাজ।
সরবস্‌স(১৮) উপেখ্‌খই অক্ষ কাজ ॥
সিরি অক্ষ সহোঅর রাঅসিংহ।
সংগাম পরক্কম রুঠ্‌ঠ সিংহ ॥
গুণে গরুঅ মন্তি গোবিন্দ দত্ত
তস্সু বংস বড়াই কহঞো কত্ত ॥
হরক ভগত হরদত্ত নাম।
সংগাম কম্ম অজ্জুন সমান ॥
তস্সু পরবোধেঁ মাএ মুঝু ধুঅন ধরিজ্জিঅ সোগ।
বিপঅ ন আবই তাস্সু ঘর জস্সু অনুরত্ত ও লোগ ॥
চাপি কহঞো সুরতানকে চ্ছোট্টে করঞো উপাএ।
বিনু বোলন্তে জো মন পলই আবে কত সহত জে রাএ ॥
জেন্নে সাহস করিঅ রণচ্ছপ্য জেন্নে অগ্নি ধস করিঅ
জেন্নে সিংহকেশর গহিজ্জিঅ জেন্নে সপ্প ফণ ধরিজ্জিঅ
জেন্নে রুঠ্‌ঠ হুঅ জম সহিজ্জিঅ
তেন্নি বোঁব সহোঅরহি গোচরিঅউঁ সুরতান।
তাবে ন জীবন নেহ রহ জাবে ন লগ্‌গই মান ॥
তো পলট্টিঅ কাল সুপসন্ন
পুনু (১৯ক) পসন্ন বিহি হুঅউঁ পুনুবি দুখ্‌খ দারিদ্দ খণ্ডিঅ।
কটকাঞী তিরহুতি রাঞে রণ উচ্ছাহে মণ্ডীঅ ॥
ফলিঅউঁ সাহ কম্ম অরু সন্নগ্গহ করমান।
পুহবী তাস্সু অসক্কা জস্সু পসন্ন সুরুতান ॥

বলেন রিপুমল্লীসমরদর্পসংহারিণা

যশোভিরভিতো জগৎকুমুদকুন্দচন্দ্রোপমৈঃ।

শ্রিয়া বলিতচামরদ্বয়তুরঙ্গরঙ্গস্থয়া

সদা সফলসাহসো জয়তি কীৰ্ত্তি-সিংহো নৃপঃ ॥

ইতি শ্রীবিদ্যাপতিবিরচিতায়াং কীৰ্ত্তিলতায়াং তৃতীয়ঃ পল্লবঃ ॥

অথ ভৃঙ্গী পুনঃ পৃচ্ছতি।

কহ কহ কন্তা সবব ভণন্তা কিমি পরি সেনা সঞ্চরিআ।
কিমি তিরহুত্তী হোঅউঁ পবিত্তী অরু অসলান কি করিআ।
কিত্তিসিংহ গুণ হওঁ কওঁ পেয়সি অপ্যাহি কান।
বিনু ধনে বিনু জনে ধন্ধে বিনু জেঁ চালিঅ (১৯) সুরতান॥
গরুঅও বেবি কুমারেও গরুঅ মণিক অসলান।
জাসু লাএ জাহিকে আয়ে চলু সুরতান॥
সুরুতানকে ফরমান সগররাহ সম রোল পলু।
লক্ষাবধি পএদাক শব্দ বাজ্য পড়ু পরবখত উঁপ্যলু।
বাজ্য বাজু সেনা মজু করিতুরঙ্গপদাদিসংঘট্ট ভেল।
বাহর কএদ নেজ দেল।
সজ্জহ সজ্জহ রোল পলু জানিঅ ইথি থন রিথি।
রায় মনোহর সংপলিঅ কটকাএঁ তিরহুত্তি॥
পঢ়মহি সজ্জিঅ হথ্থি ঘল তোরহ তোরি তুরঙ্গ।
পাইক্কহ চক্কহ কো গণই চলিঅ সেন চতুরঙ্গ॥

ছন্দঃ।
অণবরত হাথি ময়মত্ত জাথি
ভাগন্তে গাছ চাপন্তে কাচ্ছ।
তোরন্তে বোল মারন্তে ঘোল।
সংগামথেঘ ভূমিঠ্ঠ মেঘ।
অন্ধার কূট দিগবিজয় ছূট
সসসীর (২০ক) গবব দেখন্তে ভবব।

চালন্তে কাণ পব্বঅ সমান।

গরুঅ গরুঅ স্তুণ্ড মারি দম সথি মানুসকরো মুণ্ড ॥

বিন্ধ্যসঞো বিধাতাঞে কিনি কাঢ়ল।

কুম্ভোদ্ভবকরে নিঞমাতিক্রমে পেলি পব্বতও বাঢ়ল ॥

ধাএ খনএ মারএ জান, মহাউওক আঁকুস মহতঁ মান ॥

পাইগ্গহ পঅভরেঁ ভউঁ পল্লানিঞউঁ তুরঙ্গ।

থপ্য থপ্য থনচারকই সুনি রোমঞ্চিঅ অঙ্গ ॥

ছন্দঃ।

অনেঅ বাজি তেজি তাজি সাজি সাজি আনিঞা।

পরক্কমেহি জাসু নাম দীপ দীপে জানিঞা।

বিসালকন্ধ চারুবন্ধ কণ্ণসত্তিসোহণা।

তলপ্য হাথি লাঁঘি জাথি সত্তুসেন খোহণা ॥

সমথ সূর উর পূর চারিপাঞে চক্করে।

অনন্ত জুজ্ঝ মম্ম বুজ্ঝ সামিতার সঙ্গরেঁ ॥

সুজাতিশুদ্ধ কোহেঁ কুদ্ধ তোরি ধাব কন্ধরা।

বিশুদ্ধ (২০) দাপে মারটাপে চুরি জা বসুন্ধরা ॥

বিপখ্খকেন মেন হেরি হিঁসি হিং দামসেঁ।

নিসান সদ্দ ভেরি সঙ্গ খোণি খুন্দ তাসসে ॥

তজানভীত বাতজীত চামরেহি মণ্ডিআ।

বিচিত্ত চিত্ত নাচনিক্ক রাগবাগ পণ্ডিআ ॥

একঞ্চ। বিচ্ছি বাচ্ছি তেজি তাজি পথ্ খরেহি সাজি সাজি
লখ্খ সংখ আলু ঘোর জাসু মুলঁ মেরু থোরে।
কটক চাঙ্গুরে চাঙ্গু॥
বাঁকুল বাঁকুল বঅনে কাচল কাচল নঅনে।
অটল অটলঁ বাঁধা তীখেঁ তরল কাধে।
জাহি করো পীঠিআ পুকরো অহঙ্কার সাহিঅ।
পর্ব্বতও লাঁঘি পারক মারিঅ
অখিল সেন্নি সন্তু করী কীৰ্ত্তি কল্লোলিনী লাঁঘি ভেল পার।
তাহিঁ করো জল সম্পর্ক চারুহু পাএও ধোখার॥
মুরলী মনারী কুণ্ডলী মণ্ডলী প্রভৃতি নানাগতি করন্ত ভাসকস্
জানি পায়তল (২১ক)পবন দেবতা বস॥
পদ্মকরেঁ আকারে মুহঁ পাঠ।
জনি স্বামীকরো যশশ্চন্দন তিলক ললাটঁ॥
তেজমন্ত তরবাল তরুণ তামস ভরে বাঢ়ল।
সিন্দুপার সম্ভুত তরণিরথ বহইতে কাঢ়ল॥
গমনে পবন পচ্ছু আব বেগেঁ মানসহু জীনিএও
ধায় ধূপ ধসমসই।
রজ্জসএও ভূমি গজ্জ পার সংগ্রাম ভূমিতল সঞ্চরই।
নাচ নচাবই বিবিহ পরি অরিরাএ লচ্ছি অচ্ছোলিল আস
পুরাবই অসবার কই॥
তং তুরঙ্গম চলিঁঅ সুরতান ধ্বজ চামর বিথরিঅ।
তসু তুরঙ্গ কত থাঁচি আনিঅ জসু পৌরুসবর লহিঅ।

রায় ঘরহিঁ দিশ বিদিশ জানীঞ,

বেবি সহোঅর রাঅ গিরি লহিঅউঁ বেবি তুরঙ্গ।

পাস পসংসএ সর্ব্বজা দূর সত্তুলে ভঙ্গ॥

তেজী তাজী তুরঅ চারিদিশ (২১) চপ্‌পরি চ্ছুট্টই।

তরুণ তুরুক অসবার বাঁস জঞে চাবুক ফুট্টই।

মোজাঞে মোঞে জোলি তীরভরি তরকস চাপে।

সীগিনি দেই কসীস গর্ব্ব কএ গরুঞে দাপে॥

নিস্‌সরিঅ ফৌদ অনবরতঁ কত তত পরি গণনা পার কে।

পঅভারে কোল অহি মোলকর কুরুম উঁলটিকর বট্ট দে।

ছন্দঃ। কোটি ধনুদ্ধর ধাবথি পাইক।

লখ্‌খ সংখ চলিঅউঁ ঢল বাইক॥

চলু ফরিআইক অঙ্গে চঙ্গে চমক হোই।

খগ্গগ্গতরঙ্গে মত্তম গোল বোল নহি বুজ্‌ঝই॥

খুন্দকার কারণ রণ যুজ্‌ঝয়ী।

কাঁচ মাস্থক বহুকরভোঅণ।

কাদম্বরিরসে লোহিত লোচন।

জোঅন বীস দিনদ্ধে ধারথি।

বগলকরোটী দিবস গমাবথি।

বেলক কাটি কমানহি জোলে।

ধাঞে চলথি গিরি উপর ঘোরে॥ (২২ক)

গোবস্তন বধে দোস ন মানথি। পরপুরনারি বন্দ কএ

আনথি॥

হস হরখে রুণ্ঠহাস হজহিঁ। তরুণ তুরক বাচা সএসহসহি॥
অরু কত ধাঁগঁড় দেখি অথি জাইতেঁ।
গোরু মারি মিসিমিলকএ খাইতেঁ॥
ধাগড় কটকহি লটক বড় তেঁ জে দিসে ধাউঁ জাথি।
তং দিসকেরা রাএঘরতরুণী হট্ট বিকাথি॥
সাবর এক হোঁ কতহুক হাথ।
চেথইএেঁ কোথইএেঁ বঢ়ল মাথ॥
দূর দুগ্গম আগি জারথি। নারি বিভারি বালক মারথি॥
লুড়ি অরজন পেটে বএ। অন্যাএেঁ বৃদ্ধি কন্দল খএ॥
ন দীনাক দয়া ন সকতাক ডর।
ন বাসি সম্বর ন বিআহীঁ ঘর॥
ন পাপক গরহা ন পুন্যক কাজ।
ন শত্তুক শঙ্কা ন মিত্রক কাজ।
ন থীর বচন ন থোড় গ্রাস। ন জসলোভ ন অপজস ত্রাস॥
ন শুদ্ধ (২২) হৃদয় ন সাধুকসঙ্গ।
ন পিড়ঁ বাঁউ পসএেঁা ন যুদ্ধভঙ্গ॥
এসো কটকহিঁ লটক বড় জাইতেঁ দেখিঅ বহূত।
ভোঅন ভখ্খন চ্ছোড় নহি গমণে নহো পরিভূত॥
তা পাচ্ছেঁ আবন্ত হুঅ হিন্দূদল গমনেন।
রাআ গণএ ন পারিঅই রাউত লেখ্খই কেণ॥

ছন্দঃ। দিগ্‌গন্তররাআ সেবা আআ তেঁ কটকাঞী জাহী।
নিঞ নিঞ ধনগব্বে সঙ্গরভব্বে পুহবী নাহি সমাহীঁ ॥
রাউত্তা পুত্তা চলই বহুত্তা পঅভরে মেইণি কম্পা।
পত্তাপে চিহ্নে ভিন্নে ভিন্নে ধূলারই রহ ঝম্পা ॥

জোঅন্না ধাবহিঁ তুরয় ণচাবহি
বোলহিঁ গাঢিম বোলা।
লোহিত পিত সামর লহিঅউঁ চামর
সবণহি কুণ্ডল ডোলা ॥
আবত্ত বিবত্তে পঅ পরিবত্তে
জুগ পবিবত্তন ভাণা
ঘন তবল নিসানে সুনিঞ (২৩ক) ন কানে
সাণে বুঝ্‌ঝা বই আণা ॥
বেসরি অরু গদ্দহ লক্‌খ বরদ্দহ
ইতি কা ভহিসা কোটী।
অসবার চলন্তে পাঅ ঘলন্তে
পুহবী ভএজা চ্ছোটীঁ ॥
পীচ্ছে জে পড়িআ তেঁ লড়খড়িআ
বইঠহিঁ ঠাম হি ঠামা।
গোহণ ন পাবহিঁ বত্থূতা নই বহিঁ
ভূলল ভুলহি গু লাঁমা ॥
তুল কহ্লিকে ফোদেঁ ফোদেঁ চপ্পরি চৌদিস ভূমী
অওতাক ধরন্তে, কলহ করন্তে
হীদূ উঁতরথি ভূমী ॥

অসপখ এক চোই গণিঅ ন হোই
সরই চাসর মাণা।
বারিগ্গহ মণ্ডল দিগ আখণ্ডল
পট্টন পরিঠম ভাণা ॥

জখণে চলিঅ সুরুতান লেখ পরিসেখ জান কো।
তরাণ তেঅ সম্বঁরিঅ অট্টদিগপাল কট্ট হো ॥
ধরণি ধুলি অন্ধার ছোড়ু পেঅসি পিঅ হেরব।
ইন্দ চন্দ আভাস (২৩) কমন পরিএহু সময় পেল্লব ॥
কস্তার তুরু দল দমসিকহুঁ খোণি খুন্দ পঅ ভারবরেঁ।
হরিশঙ্কর তনু এক্ক রহু বস্তু হীঅ ডগমগিঅ ডরে ॥
মহিসঁ উঁঠ মনুসাএ ধাত্র অসবারহিঁ মারিঅ।
হরিণ হারি হল বেগ ধরএ করে পাইক পারিঅ ॥
তরসি রহিঅ সস মূস উড্ডিআ কাস পখি্খ জা,
এহু পাএ দরমণিঅ ওহু সচ্চান বেদি খা ॥
ইবরাহিম সাহ পআনও জং জং সেনা সংচরই।
খণি খেদি খুথুন্দি ধসি মারই জীবহুঁ জন্তু ন উব্বঁরই ॥

এবঞ্চ

দূরেদীপান্তর রাঅহ্লিকরো নিদ্রা হরন্তে, দলবিহল চুরি চাপল করন্তে, সিকার খেলন্তে, তীর মেলন্তে, বনবিহার জলক্রীড়া করন্তে, মধুপান রতোৎসব করী পরিপাটি রাজ্য সুখ অনুভবন্তে (২৪ক),

বাট সন্তরি তিরহুতি পইঠ।
তকত চড়ি সুরু তান বইঠ॥
তুহুক আনী সুনি কহুঁ তংখনে ভৌ ফরমাণ।
কেন পআরেঁ নিবসিঅউঁ বড় সমথ্থ অসলান॥
তোপ অপ্যাই কিত্তি ভূপাল কীকুমন্ত পহু করিঅ।
হীন বয়কী সমঅ অল্পিঅ কী পরসেনা গুণিঅ॥
কাঞ্জি সত্তু সামথ্থ কোপ্পিঅ সব্বউঁ দেখ্খউ
পিঠিচড়ি হএো লাবএো রণভাণ।
পাখরেঁ পাখরেঁ ঠেল্লিকহুঁ পকলি দেএো অসলান॥
অজ্জ বৈরি উদ্ধরএো সত্তু জৈ সংগর আবই।
জই তসু পখ্খ সপখ্খ ইন্দ অপ্পন বল লাবই॥
জই তা বখ্খই শম্ভু অবর হরি বম্ভ সহিত ভই।
ফণিবই লাগু গোহারি চাপজস রাএ কোপ কই॥
অসলান জে মারএো তএো হুঅএো তাসু রুহিরলই
দেএো পা (২৪)।
অবমান সম অনিএ জীবধকে জৈন হি পিঠ্ঠি দেখাএ জা।
তবে ফরমাণ হি বাচিঅই সএলহ সমকো সার।
কিত্তি সিংহকে পূরন হি সেনা করিঅউঁ পার॥
ছন্দঃ। পৈরি তুরঙ্গম গণ্ডককা-পাণী।
পব বল ভঞ্জন গরুঅ মহমদ মদগামী॥
অরুঅসনানে ফৌদেঁ ফৌদেঁ নিঅ সেনা সজ্জিঅ।
ভেরি কাহল ঢোল তবল রণ তুলা বজ্জিঅ॥

রাএ পুরহিঁকা পূব্ব খেত পহরা তুই বেরা।
বেবি সেন সংঘট্ট ভেটেঁ বাজন ভট ভেড়া॥

পাও পহারেঁ পুহবি কপ্য গিরিসেহর টুট্টই।
পলএ বিঠ্ঠি সঞো পলইকাঁড় পটবালহ ফুট্টই॥

বীর বেকারেঁ আগু হোঅথি রোমঞ্চিঅ অঙ্গে।
চৌদিস চকমক চমক্ক হোই খগ্গগ্গ তরঙ্গে॥
তোবি তুরঅ অসবার ধাএ পই সথি (২৫ক) পরঘথ্থং।
মত্ত মতঙ্গজ পাচ্ছু হোথ হরি আইত সথ্থে॥
সীগিণিগণ টংকার ভাবনহ মণ্ডল পূরই॥
পাখর উঁঠ্ঠই ফোদেঁ ফোদেঁ পরচকহ চূরই॥
তামসে বট্টই বীরদপ্য বিক্কম গুণচারী।
সরমহুঁকেরা সরমে গেল সরমেরা মারী॥
চৌপট মেইনি ভেটহো বমই কণ্ণকোদণ্ডে।
চোট উপটি পটবাড়দে থেঘ নিজ ভুজদণ্ডে॥

ছন্দঃ। হুঙ্কারে বীরা গজ্জন্তা পাইক্কা চক্কা ভজ্জন্তা।
ধাবন্তে ধারা টুট্টন্তা সন্নাহা বাণে ফুট্টন্তা॥

রাউত্তা রোসেঁ লগ্গীআ খগেগহা খগগা ভগ্গিআ।
আরুঠ্ঠা সূরা আবন্তা উঁ মগ্গে মগ্গে ধাবন্তা।
একক্কেঁ এক্কেঁ ভেটন্তা পরারা লচ্ছী মেট্টন্তা॥

অপ্পানা মানা সারন্তা বেলক্কেঁ সত্তূ মারন্তা।
অও অবারা পরা বুজ্ঝন্তা (২৫) কোআণা ঠালা জুজ্ঝন্তা॥

তুহুদিসঁ পাখর উঁঠ মাঁঝ সংগাম ভেটহো।
খগ্গে খগ্গে সংঘালঅ ফুলুগ উফলই অগ্গিকো॥
অস্‌সবার অসিধার তুরঅ রাউঁত সঞো টুট্টই।
বেলক বজ্জনিঘাত কাঅ কবচহু সঞো ফুট্টই॥
অরিকুঞ্জর পংজর সল্লিরহ রুহির ধারেঁ।
গঅ গগণভর রা [এ] কিত্তিসিংহকো কজ্জরসেঁ বীরসিংহ
সংগাম করে॥
ধম্ম পেখ্‌খই অবরু সুরতান অন্তরীক্ষ ওচ্ছবিঅ।
ইন্দ চন্দ সুর সিদ্ধ চারণ বিজ্জাণ বিজ্জাহর গহ ভরিঅ॥
বীরজুজ্‌ঝ দেখ্‌খহ কারণ জঁহিজঁহি সংঘল সত্তুঘল তাহিঁ
তাহিঁ পল তরবারি।
শোণিতমজ্জাঞে মেইনা কিত্তিসিংহ কারু মারি॥

ছন্দঃ। পলে রুণ্ড মুণ্ডো খলে বাহু দণ্ডো
সিআরু (২৬ক) কলঙ্কোই কঙ্কালখণ্ডে।
ধরা ধূরি লোট্টন্ত টুট্টন্ত কায়া।
ললন্তা চলন্তা পঝালন্তি পাআ॥
অরুজ্জাল অন্তাবলী জালবদ্ধা।
বেসাবেগ চূড্ডন্ত উড্ডন্ত গিদ্ধা॥
গঅল্লী করন্তো পিবন্তো ভরন্তো।
মহামাসুখণ্ডো পরেতো ভরন্তো॥
সিআসার ফেক্কার রোলং করন্তো।
বুভুখ্‌খা বহু ডাকিণী ডক্করেন্তো॥

বহুল্ফাল বেআল রোলং করন্তো।
উলট্টা পলট্টা পলন্তো কবন্ধো ॥—
সরাসান ভিন্না করেদে ইসানো।
উমস্‌সে নিসস্‌সে বিমুক্কেই পাণো ॥

জহাঁ রত্তকল্লোল নানা তরঙ্গো।
তহা সারি সজ্জো নিমজ্জো ময়ঙ্গো ॥

রকত করাঙ্গন মাঁথ উফরিফেরি বিফোরিখা।
হাঁথে ন উঠ্‌ঠএ হাথি চ্ছাড়ি বেআল পাচ্ছু জা ॥

নরকবন্ধ ধর ফলই মম্ম বে আবহ পেল্লই।
রুহির তরঙ্গিণিতীর (২৬) ভূতগণ জয়ফরি খেল্লই ॥
উচ্ছলি ডমরু ডক্কা রব সব দিসে ডাকিনি ডক্করই।
নরকবন্ধ মহিভরই কিত্তিসিংহ রা রণ করই ॥
বেবি সেন সংঘট্ট থগ্গ খণ্ডল নাহি মানহি।
সঙ্গর পলই সবীর ধায় গএ চলিগ্গ বিরানহিঁ ॥
অন্তরিক্ক অচ্ছবারি মলবিজ্জএ অঞ্চল।
ভমর মনোভব ভমই পেম পিচ্ছল নঅনঞ্চল ॥
গন্ধব্বগীতি দুন্দুহিঅ অবর পরিমন পরিচএ জানকো।
বর কিত্তিসিংহ রণ সাহসহি সুর অরু কুসুম সুবিঠ্‌ঠিহো ॥
তব্বে চিন্তই মলিক অসলান।
সব্ব সেন মহ পলই পাতিসাহ কো হান ॥
অনজ্জ মহাতরু ফলিঅ দুঠ্‌ঠ দৈব মহু নিঅর আইঅ ॥

তোপল জীবন পলটি কহু থির নিম্মল জস লএো (২৭ক)।
কিত্তিসিংহ সএো সিংহসএো ভট ভেলি এক দেএো ॥

ছন্দঃ। হসি দাহিন হথ্থ সমথ্থ ভই।
রণরত্ত পলট্টিঅ খগ্গ লই ॥
তঁহি এক্কহি এক্ক পহার পলে।
জহি খগ্গহিঁ খগ্গহিঁ ধার ধরে।
হঅ লগ্গিয় চঙ্গিম চারুকলা।
তরবারি চমক্কই বিজ্জুজ্ঝলা ॥
টরি টোপ্পরি টুট্টি শরীর রহে ॥
তনু শোণিত ধারহিঁ ধার বহে ॥
তন্নুরঙ্গ তুরঙ্গ তরঙ্গ বসে।
তনু চ্ছড্ডই লগ্গই রোসরসে ॥
সর্ব্বউ জন পেখই জুজ্ঝুকহা মহ ভাবই।
অজ্জুন কণ্ণ জহানং আহব মাহর সম্ভু করেঁ।
বাণাসুর জুঝহ বত্তভরেঁ।
মহরাঅহ্নি মল্লিকেঁ চপ্পিলিউঁ
অসলান নিএানহু পিঠ্ঠি দিউঁ ॥
তংখণে পেখ্খিঅ রাঅ সো অরু সুখ্খে পকরেও।
জংকরে মারিঅ বপ্প মহু সেকরে কমন হরেও ॥
অরে (২৭) অরে অসলান প্রাণকাতর অবজ্ঞাতমানস সমর-
পরিত্তাগসাহস ধিক্ জীবন মাত্ররসিক কী জাসি অপজস

সাহি সত্তুকরী

ডিঠিসঞো পীঠিদএ। ভাহু ভৈ সুরক সোঝ জাহি।
জৈধকেঁ জীবসি জীবজঞো জাঁহি জাহি অসলান।
তিহুঅন জপ্পই কিত্তিমম তুজ্ঝু দিঅউঁ জিবদান॥
জই রণ ভগ্গসি তই তোঞে কাঅর।
অরু তোহি মারই সে পুনু কাঅর॥
জাঁহি জাঁহি অনুসর গএ সাঅর।
এম জপ্পই হসি হসি বে নাঅর॥
তোপলট্টিঅ জিত্তি রণ রাএ শংখধ্বনি উচ্ছলিঅ।
নিত্তগীত বজ্জন বর্জ্জিঅ চারি বেঅ ঝংকার সুহ মুহুত্ত
অহিষেককিজ্জিঅ॥
বন্ধব জন উচ্ছাহ করু তিরহুতি পাইঅ রূপ
পাতিসাহ জসু তিলককরু (২৮ক) কিত্তিসিংহ ভউঁ ভূপ॥
এবং সঙ্গরসাহসপ্রমথনপ্রালব্ধলব্ধোদয়াং
পুষ্ণাতি শ্রিয়মাশশাঙ্কতরণীং শ্রীকীর্ত্তিসিংহো নৃপঃ॥
মাধুর্য্যপ্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তারশিক্ষাসখী
যাবদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবে র্বিদ্যাপতে র্ভারতী॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-সঠ্‌ঠকুর-শ্রীবিদ্যাপতি-বিরচিতায়াং
কীর্ত্তিলতায়াং চতুর্থঃ পল্লবঃ সমাপ্তঃ॥
সম্বৎ ৭৪৭ বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়ায়াং তিথৌ। শ্রীশ্রীজয়জগ-
জ্জ্যোতি
র্ম্মল্ল দেবভূপাণামাজ্ঞয়া দৈবজ্ঞ নারায়ণসিংহেন লিখিতমিদং
পুস্তকং সংম্পূর্ণমিতি শিবম্॥

কীর্ত্তিলতা

(বঙ্গানুবাদ)

"বাবা আমায় ঐ মন্দাকিনীর মৃণালটি আনিয়া দাও"। "বাবা ও ত মৃণাল নয়; ও যে সর্পরাজ" মহাদেবের এই উত্তর পাইয়া গণেশ কাঁদিতে লাগিলেন। মহাদেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সেই সময়কার পার্ব্বতীর কৌতুহল তোমাদের মঙ্গলকর হউক।

শম্ভুর তিন চক্ষু, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি। তিন চক্ষুই খুব উজ্জ্বল। তিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন। আমি তাঁহার পাদপদ্মে নমস্কার করি।

সরস্বতী তোমাদের মঙ্গল করুন। তিনি সকলপ্রকার অর্থবোধের দ্বার-স্বরূপ। জিহ্বা যদি রঙ্গস্থলী হয়, তিনি উহার নর্ত্তকী। তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নির তিনি শিখা-স্বরূপ। রসিকতার তিনি বিশ্রাম স্থান। শৃঙ্গারাদি রসের নির্ম্মল-তরঙ্গমালায় তিনি মন্দাকিনী, আর যে কীর্ত্তি কল্পান্তস্থায়িনী তিনি তাঁহার আদরের সখী। তিনি তোমাদের রক্ষা করুন।

কলিতে ঘরে ঘরে কাব্য হয়। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তাহার শ্রোতা পাওয়া যায়। সে কাব্যের সমজদারও দেশে দেশে পাওয়া যায়, কেবল উৎসাহদাতা পাওয়া যায় না। রাজা কীর্ত্তি সিংহ কাব্যের শ্রোতা ভাল, তিনি কাব্য সমঝেন ভাল, তিনি দাতাও বটেন। তিনি কাব্য রচনাও করেন! কবি বিদ্যাপতি তাঁহার উদ্দেশে সুন্দরকাব্য রচনা করুন।

দোহা।

যদি অক্ষররূপ খুঁটি দিয়া আরম্ভ করিয়া মাঁচা বাঁধিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে, সমস্ত ত্রিভুবন ক্ষেত্র হইলেও কীর্ত্তিলতা কেমন করিয়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে? যেমন তেমন কাব্য যদি একবার খ্যাতিলাভ করে, সেই আমার ভাল। খল যে সে খেলার ছলে দোষ দিবে আর যে সুজন সে খুব প্রশংসা করিবে। সুজন আমার কাব্য-প্রশংসা করিবে। আর দুর্জ্জন মন্দ বলিবে। সর্প যে সে অবশ্যই বিষ উদ্গার করিবে, আর চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিবে। সকল লোককে মিত্র বিবেচনা করিয়া সজ্জন মনে মনে শুভ চিন্তা করিবে। দুর্জ্জন যদি আমার ভেদ বলিয়া দেয়, সে আমার শত্রু হইবে না।

বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতির ভাষা এ দুয়ের কোনটাতেই দুর্জ্জনের উপহাস লাগিবে না। যেহেতু চন্দ্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর বিদ্যাপতির ভাষা নাগরজনের মনমোহন করে। আমি কি প্রবোধ দিব, কেমন করিয়া জানাইয়া দিব, কেমন করিয়া নীরস মনে রস সঞ্চার করাইয়া দিব। আমার ভাষা যদি সরল হয়, যে বুঝিবে সে প্রশংসা করিবে। মধুকর যে, সে ফুলের মধু চেনে, সমজদার কাব্য কলার মর্ম্ম জানে, যে সজ্জন, পরের উপকার করিতেই তাহার মন, আর দুর্জ্জন যে সে সর্ব্বদাই মলিনহৃদয় হইবে। পণ্ডিত লোকে সংস্কৃত ভাষা চিন্তা করেন। কেহই প্রাকৃত রসের মর্ম্ম পায় না। দেশী বোলী সকলের কাছেই মিষ্ট লাগে

আর লোকে অপভ্রংশ ভাষাকেও তেমনি বলিয়াই মনে করে।

ভৃঙ্গী জিজ্ঞাসা করিতেছে, ভৃঙ্গ! আমি শুনিতে চাই সংসারের সার কে? কে মানধন, মানই কাহার প্রাণ? কে বীর পুরুষ-অবতার? যদি বীর পুরুষ কেহ জন্মিয়া থাকেন, হে নাথ! তাহার নাম কর। যদি উৎসাহ সহকারে পরিষ্কার করিয়া বল, আমি শুনিবার জন্য উৎসুক আছি। কীর্ত্তির জন্য যে বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসুক, যাহার হৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ, বিপদের সময় যে কাতরভাবে কথা কহে না, সহজ ভাবে যে আনন্দময়, সুজন যাহার সম্পত্তি ভোগ করে, গোপনে দান করিয়া যে, শত্রুকে যেমন, তেমনই, ভুলিয়া যায়, এই সকল লক্ষণে যে লক্ষিত যে বীর পুরুষ আমি তাহার প্রশংসা করি।

ইহার উত্তর।

পুরুষত্ব থাকিলে তাহাকেই পুরুষ বলে, জন্মমাত্রেই পুরুষ হয় না, জল দেয় বলিয়াই মেঘকে জলদ বলে, পুঞ্জীকৃত ধূমকে জলদ বলে না। সেই পুরুষ যাহার অভিমান আছে; সেই পুরুষ যাহার অর্জ্জনে শক্তি আছে। ইহা ছাড়া আর যে পুরুষ আছে সে পুরুষাকার পশু মাত্র, কেবল তাহার লেজ নাই। সেই পুরুষের কথাই কথা, যাহার প্রস্তাবে পুণ্য হয়, যাহার প্রস্তাবে সুখ লাভ হয়, খাওয়া ভাল হয়, এবং লোকের কাছে মিষ্ট কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং পুণ্য বলে দেব লোকে

যাওয়া যাইতে পারে। বলি রাজা পুরুষ ছিলেন, যাঁহার কথায় কাণ খাড়া হইয়া উঠে। রামচন্দ্র পুরুষ ছিলেন, তিনি বাহুবলে রাবণকে মারিয়াছিলেন। ভগীরথ পুরুষ ছিলেন, যিনি নিজ কুল উদ্ধার করিয়াছিলেন। আর পরশুরাম পুরুষ ছিলেন, যিনি ক্ষত্রিয় ক্ষয় করিয়াছিলেন। আর একজন পুরুষের প্রশংসা করিতে হয়; তিনি রাজা গণেশ্বরের পুত্র রাজগুরু কীর্ত্তিসিংহ। তিনি শত্রুকে যুদ্ধে মর্দ্দন করিয়া পিতৃবৈর উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভৃঙ্গী বলিল—রাজার চরিত্র তবে ত বড় রসাল। তুমি ইহাঁর কথা গোপন করিও না। তিনি কোন বংশের রাজা? কীর্ত্তিসিংহ কে?

ভৃঙ্গ বলিতেছে। সে বংশে সকলেই তর্ককর্কশ বেদ পাঠ করেন, তিন প্রকার দানে দারিদ্র্য দলন করেন, পরমব্রহ্ম ও পরমার্থ বুঝেন, বিত্ত দ্বারা কীর্ত্তি সঞ্চয় করেন; শক্তিদ্বারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। জগতে এই ওইনী বংশ খুব প্রসিদ্ধ। কে তাহার সেবা না করে? ভুজ-বীর্য্য আর ভূদেব দুই আর কোথাও একত্র মিলে না। পূর্ব্বেকার বলি, কর্ণ প্রভৃতি রাজাকে যাঁহারা দানে ছাড়াইয়া গিয়াছেন; যাঁহারা কখনই কাহার শরণাগত হন না, যাঁহারা অর্থিজনকে কখন বিমনা করেন না, যাঁহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কখন বৃথা হয় না। অনেক লোক যাঁহাদের পায়ে জন্ম গোঁয়াইয়া গিয়াছে। সে কুলের বঁড়াই বল, কি উপায়ে করা যায়। এইকুলে প্রত্যুৎপন্নমতি কামেশ্বরের মত রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ছপ্‌পই।

তাহার পুত্র ভোগীশ্বর রাজা, তিনি নানাবিধ সুখ ভোগে পুরন্দর ছিলেন। আগুনে আহুতি দিলে তাহাতে যেমন কান্তি হয়, রাজার কান্তি সেইরূপ ছিল। তিনি মদনের মত সুন্দর ছিলেন। যাচকেরা তাঁহা হইতে সিদ্ধিলাভ করিত। তিনি বহু কেদার দান করিয়াছিলেন। লোকে দান বিষয়ে তাঁহাকে পঞ্চম বলিয়া জানিয়াছিল। সুলতান ফিরোজ সাহ তাঁহাকে প্রিয়সখা বলিয়া সম্মান করিয়াছিলেন। যিনি নিজের প্রতাপে, দানে ও সম্মানে সকলকে আপনার বশ করিয়াছিলেন এবং মহীমণ্ডলে সর্ব্বত্র কুন্দ-কুসুমের মত [শুভ্র] যশঃ বিস্তারিত করিয়াছিলেন।

দোহা

তাঁহার পুত্র রাজা গণেশ্বর নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত, মীমাংসায় গুরু। তিনি আপনার কীর্ত্তি—কুসুমের সংবাদ দশদিকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দানে গুরু হইয়া যাচক জনের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মানে গুরু ছিলেন, কেননা তিনি শত্রুকে বাড়িয়া উঠিতে দিতেন না। সত্ত্বেও তিনি গুরু ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের সমান হইয়াছিলেন। কীর্ত্তিতে তিনি গুরু ছিলেন, কারণ তিনি মহীমণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন। লাবণ্যেও তিনি গুরু ছিলেন, মদন তাহাকে দেখিয়া লজ্জা পাইত। ভোগীশ্বর রায়ের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রায় গণেশ একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

গদ্য

তাঁহার পুত্র যুবরাজগণের মধ্যে পবিত্র অগণিতগুণগ্রাম মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ বীরসিংহ দেব; যিনি পরশুরামের ন্যায় আপনার প্রতিজ্ঞার প্রত্যেক পদ পূরণ করিতেন; লোকের মর্য্যাদা রক্ষায় তিনি মঙ্গলময় ছিলেন। কবিতায় তিনি কালিদাস ছিলেন। যখন বড় বড় শত্রুবীরেরা সঙ্কুলভাবে যুদ্ধ করিতে আসিত; তখন তিনি সাহস করিয়া তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতেন, তাঁহার ধনুর্ব্বিদ্যায় কৌশল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের অবতার বলিয়া মনে করিত। তিনি ভগবান চন্দ্রচূড়ের সেবায় সর্ব্বদা রত ছিলেন। রাজার যে সমস্ত প্রক্রিয়া আছে তিনি সমস্ত সাধন করিয়া রাজাধিরাজরূপে বিরাজমান আছেন।

কীর্ত্তিসিংহ ভূপাল তাঁহার কনিষ্ঠ, গুণে গরিষ্ঠ, তিনি মেদিনী শাসন করিতেছেন। তিনি চিরজীবী হউন এবং ধর্ম্ম পালন করুন। এই রাজাকে অতুলতর বিক্রমে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তিনি সাহস করিয়া বাদসাহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া দুষ্টদিগকে দমন করিয়াছিলেন, তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন, পিতৃবৈরী উদ্ধার করিয়া বাদসাহের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। প্রবল শত্রু সৈন্য গণ যখন চারিদিক হইতে ঘোর রোলে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যখন পদাঘাতে সেই শত্রুসৈন্যরূপ তরঙ্গ তরলতর করিয়া দিয়া ঘোড়ার ক্ষুরে পৃথিবী-ধূলি

চারিদিকে উড়িয়া রণস্থল ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া রাত্রির মত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন সেই রাত্রিতে অভিসারিকার ন্যায় জয়লক্ষ্মীকে তিনি স্বহস্তে ধরিয়া আনিয়াছিলেন। ডুবন্ত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রভুশক্তি,দানশক্তি আর জ্ঞানশক্তি এ তিনেরই তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বিভূতি রুষ্ট হইয়া গমনোন্মুখ হইলে তাহাকে পাল্‌টাইয়া আনিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তিনি আপনার দেমাক বজায় রাখিয়াছিলেন। যখন হুহুশব্দে বৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং সমুদ্রে ভীষণ ঢেউ উঠিতে থাকে এবং চারিদিক ফেণায় ফেণা হইয়া যায়, তখন ফেণার শাদারঙ যেমন দিগন্ত ছাইয়া ফেলে সেইরূপ তিনি ভীষণ যুদ্ধে আপনার যশ দিগন্তে বিস্তার করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তিসিংহ রাজার কীর্ত্তিকামিনী মহাদেবের চন্দ্রকলাকে জয় করিবে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চন্দ্রকলা মহাদেবের মস্তকে বিলাস করিয়া সুন্দর আকার ধারণ করেন, আর কীর্ত্তিকামিনী রাজাদের মস্তকে বিলাস করিয়া সুন্দর আকার ধারণ করেন, চন্দ্রকলার ভূষণ মহাদেবের বিভূতিভার। আর কীর্ত্তিকামিনীর ভূষণ অতুলনীয় রাজসম্পদ।

ইতি শ্রীবিদ্যাপতি বিরচিত কীর্ত্তিলতার প্রথম পল্লব শেষ হইল।

দ্বিতীয় পল্লব।

ভৃঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিল। কিরূপে শত্রুতা উৎপন্ন হইল। কীর্ত্তিসিংহ কিরূপেই বা বৈর উদ্ধার করিলেন, হে প্রিয় স্বামিন্, সেই কাহিনী তুমি বল, আমি সুখে শুনিব।

ভৃঙ্গ বলিতেছে। যখন লক্ষ্মণ সেন রাজার ২৫২ বৎসর লেখা হইল, সেই সময় মধুমাস প্রথম পক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাজ্যলুব্ধ অসলান গণেশ্বরের বুদ্ধি ও বিক্রম বলে হারিয়া গেল। কিন্তু সে পাশে বসিয়া যে গণেশ্বর তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাকে মারিয়া ফেলিল। রাজা মরিলে রণরোল পড়িয়া গেল। মেদিনীতে হাহা শব্দ উঠিল। সুররাজের নগরে নাগররমণীদের বাম চক্ষু নাচিতে লাগিল। ঠাকুর ঠক হইয়া গেল; চোরে ছাপ্পর ঘর সব দখল করিয়া লইল। দাস যে সে গোঁসাইকে নিগ্রহ করিতে লাগিল। ধর্ম্ম ধান্ধায় পড়িয়া ডুবিয়া গেল। খল যে, সে সজ্জনকে পরাভূত করিতে লাগিল। কেহই বিচারক রহিল না। জাতি অজাতিতে বিবাহ হইতে লাগিল, অধম উত্তমকে কম্পান্বিত করিল। পণ্ডিতে অক্ষররস বুঝিলেও কেহ তাহাকে দেখিল না; তিনি কয় বাড়ী ঘুরিয়া ভিখারী হইলেন। রাজা গণেশ যখন স্বর্গে গেলেন, তখন তিরহুতের সবগুণ তিরোহিত হইল।

রাজকে বধ করিয়া অসলানের রোষ শান্ত হইল; নিজের মনে মনে সে লর্জ্জান্বিত হইল, "আমি মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি" এই কথা ভাবিয়া ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া সে আপনার মাথা নাড়িতে লাগিল। এই ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য অন্য কোন পুণ্যকাজ আর দেখি না, আমি রাজ্য সমর্পণ করিব ও পুনরায় কীর্ত্তিসিংহের সম্মান করিব।

কিন্তু সিংহপরাক্রম মানধন কীর্ত্তিসিংহ তখন বৈর উদ্ধারের জন্য সুসজ্জ হইয়াছিলেন। তিনি শত্রু সমর্পিত

রাজ্য অঙ্গীকার করিলেন না। মা বলিতে লাগিলেন, অপরাপর গুরুলোকেও বলিতে লাগিলেন; মন্ত্রী ও মিত্র সকলে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কখন তুমি এ কার্য্য করিও না; কে বল রাজ্য পরিহার করিয়া পিতৃবৈরি উদ্ধার করিবার জন্য সংকল্প করিয়া থাকে? রাজা গণেশ সুরপুরে ইন্দ্রের সমাজে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার লাভই হইয়াছে। তুমি এখন শত্রুকে মিত্র করিয়া তিরহুতির রাজ্য উপভোগ কর।

সেই সময়ে, যখন মাতা মিত্র ও মহাজনেরা এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন মহারাজা কীর্ত্তিসিংহ দেবের হৃদয়-গিরি-কন্দরায় নিদ্রিত পিতৃবৈর রূপ সিংহ জাগিয়া উঠিল এবং তিনি রাগিয়া রাগিয়া বলিতে লাগিলেন।

"অরে অরে লোক সব, তোমাদের স্বামি শোক বৃথা, তোমরা এখনই সে শোক ভুলিয়া গেলে। তোমরা কুটিল রাজনীতিচতুর আমার কথা শোন। মা বলিতেছেন—আমার মনে দুঃখ হইতেছে; মন্ত্রী রাজ্যের নীতির কথা বলিতেছেন। আমার একমাত্র ভালবাসার জিনিষ, বীর পুরুষের রীতি। যেখানে মান নাই তথাকার ভোজন, শত্রুর দেওয়া রাজ্য, আর শরণাগত হইয়া জীবন ধারণ করা, তিনই কাতর কাজ। যে অপমানকে দুঃখ বলিয়া মনে করে না, যে দান খড়্গের মর্ম্ম জানেনা, পর-উপকারকে ধর্ম্ম বলিয়া যাহার জোয়ায় না, সেই ধন্য, সে নিশ্চিন্ত; তাহার শোভা চমৎকার। জোর করিয়া কিছু বলা যায় না, আমি কিন্তু শত্রুপুরী মারিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ

গরিষ্ঠ ভাই আছেন। তাঁহারও বিচক্ষণ মন্ত্রী আছেন। আমি পিতৃবৈরি উদ্ধার করিব, কিন্তু দান করা রাজচক্র লইব না। সাহস করিয়া যুদ্ধ করিব, কিন্তু শরণাগত হইয়া মুক্ত হইব না, দান করিয়া দারিদ্র্য দলন করিব, কিন্তু কখন 'না' একথা বলিব না; যুদ্ধযাত্রায় পটুতা দেখাইব, কিন্তু নীচাসক্তি প্রকাশ করিব না; নিজের অভিমান রক্ষা করিয়া চলিব, কিন্তু জীবন থাকিতে নীচ লোকের সঙ্গে ভাব করিব না। অতএব রাজ্য আমার থাকুক আর নাই থাকুক, হে বীরসিংহ এই আমার অভিপ্রায়, আমি ব্যক্ত করিলাম। তখন দুজনে সম্মত, মিলিত ও একমত হইলেন।

সেই দুজনেই বিচক্ষণ পুরুষ। দুই সহোদর চলিলেন। লোকে মনে করিতে লাগিল, ইহাঁরা কি কৃষ্ণ বলরাম? না রাম লক্ষ্মণ? বিধাতা কি অজ্ঞান! দুই রাজপুত্র পায়ে চলিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া কাহার চক্ষে জল না আসিল। তাঁহারা লোক ছাড়িলেন, পরিবার ছড়িলেন, রাজ্য ভোগ ছাড়িলেন, বড় বড় ঘোড়া, চাকর বাকর ছাড়িলেন। জননীর পায়ে প্রণাম করিয়া জন্মভূমির মোহ ত্যাগ করিলেন, ধনী বন্ধুবান্ধব ছাড়িলেন, নবযৌবনা ধনী ছাড়িলেন, বহু ধন ছাড়িলেন। ছাড়িয়া গণেশ রায়ের দুই পুত্র বাদশাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

দুই রাজকুমার পায়ে চলিলেন, সকলে হরি হরি স্মরণ কর। দূর পথে তাঁহারা পাড়ি দিলেন। অনেক প্রান্তর

অতিক্রম করিলেন। জায়গায় জায়গায় থাকিবার স্থান পাইলেন না। যেখানে গেলেন, যে গাঁয়ে গেলেন, এককড়া কড়িও নাই, অথচ রাজভোগ পাইতে লাগিলেন। কোথাও লোকে রাজা দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল ; কোথাও হল্লা করিতে লাগিল ; কোথাও রাজাদের সম্বল দিলে খুলে ; কোথাও প্রবেশ করিয়া অনেক শান্তি পাইলেন ; কোথাও চাকরের জন্য বসিয়া রহিলেন। কোথাও লোকে টাকা কড়ি ধার দিল, কোথাও নদী পার করিয়া দিল ; কোথাও ভার বোঝা বহিয়া দিল ; কোথাও বিনয় করিয়া আতিথ্য করাইল, তবে কতদিনে রাস্তা শেষ হইল। অবশ্য উদ্যমেই লক্ষ্মী বশ হন ; আর সাহস করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়। বিচক্ষণ পুরুষ যেথানেই যান, সেইখানেই তাঁহাদের সমৃদ্ধি মিলে। সেই সময়ে তাঁহারা একটী নগর দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম জোনাপুর ; সে নগর নয়নরঞ্জন এবং লক্ষ্মীর বিশ্রাম স্থান।

তাঁহারা নগর দেখিলেন, চারিদিকে জল তাহাকে প্রক্ষালন করিতেছে, যেন সে মনোহর মেখলা পরিয়া আছে। অনেক জায়গায় পাষাণের মেঝে ; ভিতের ভিতর দিয়া উপরকার জল চলিয়া যাইবার পথ। পল্লবিত কুসুমিত ফলিত উপবনে চূত ও চম্পক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মকরন্দপানে মত্ত মধুকরের শব্দে মানস মোহিত হইয়া যাইতেছে। বকবার, সাঁকো, বাঁধ, পুকুর, ছোট ছোট বাড়ী ; অনেক রকমের ঘোরফেরের রাস্তা দেখিয়া চেতনা ও বুদ্ধি শুদ্ধি ভুলি-

রায়ও যায়, বাড়িরাও যায়। সিঁড়ি, গেট, ফোয়ারা, ঝরোখা, স্থানে স্থানে দেখা যায়। চুণকাম করা হাজার হাজার শিবের মন্দির সোণার কলম দিয়া মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। মত্ত কুঞ্জর-গামিনী শত শত কামিনী চৌমাথার রাস্তায় সার্থবাহদিগকেও, নিজের সঙ্গিনীগণকে পাল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিতেছে। কর্পূর, কঙ্কুম, গন্ধ, চামর, চখের কাজল ও কাপড় লাভের উপর মূল্য লইয়া বণিকেরা বিক্রয় করিতেছে, আর বর্ব্বরেরা তাহাই কিনিয়া আনিতেছে। সব লোকেই সম্মান, দান, বিবাহ, উৎসব, গীত, নাটক, কাব্য, আতিথ্য, বিবেক, বিনয় ও কৌতুকে সময় কাটাইতেছে। সার্থবাহেরা যাইয়া কেহ পর্য্যটন করিতেছে, কেহ খেলা করিতেছে, কেহ হাসিতেছে কেহ দেখিতেছে হাতী ও বড় বড় ঘোড়া জড় হইতেছে এবং রাস্তা পাইয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

আবার বলি

রাজপুত্রেরা সেই নগরের উপর ঠব্‌ ঠব্‌ করিয়া যাইয়া শত শত হাট বাট ভ্রমণ করিলেন ও শাখা নগর চৌমাথার ক্রীড়া করিলেন। সেখানকার গোপুর, বকহটি, বলভী দোকানের সারি, অট্টালিকা, জল চাসার খেসে, অরহট্ট ও ঘাট দেখিলেন আর ও নানাপ্রকার পুর বিন্যাসের কথা কি বলিব যেন দুসরা অমরাবতীর অবতার হইয়াছে। আরও আরও কথা :—হাটে প্রথম প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, যাহারা অষ্টধাতুর জিনিষ তৈয়ার

করে, যাহারা কাঁসার জিনিষ ছড়াইয়া বিক্রয় করে, যাহারা কাঁসা বাজাইয়া ক্রেঙ্কার শব্দ করে ইহাদের শব্দ, যেখানে ধন হটা, সোন হটা, পান হটা, পক্কান্ন হটা, মচ্ছ হটায় সমস্ত পুরবাসিদিগের জন্য জিনিষ পত্র সাজান রহিয়াছে, সেখানকার লোকের আনন্দের কলধ্বনি, যেন সামান্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন গম্ভীর গুর্ গুরাবর্ত্তের কল্লোল কোলাহলে কাণ ভরিয়া দিয়া মহা সমুদ্র উঠিয়া পড়িতেছে।

মধ্যাহ্নের বেলা লোকের ঘেঁসাঘসি আরও বাড়িয়া উঠিল, সমস্ত পৃথিবী চক্রের বস্তু আজ বিক্রয় হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মানুষের মাথায় মাথায় ঢুসাঢুসি হইতেছে, অঙ্গে অঙ্গে পিসিয়া যাইতেছে। একজনের তিলক আর একজনের কপালে উগরিয়া লাগিতেছে। গমনের সময় পর-স্ত্রীর বালা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের পৈতা চণ্ডালের বুকে দুলিতেছে। বেশ্যাদের পয়োধরে জটাধারী সন্ন্যাসীর হৃদয় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ঘোড়া ও হাতীর দল ঘন ঘন সঞ্চরণ করিতেছে। অনেক বেচারা চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। আবর্ত্ত ও বিবর্ত্তের মত শব্দ হইতেছে। এত নগর নহে, নর সমূহ, যখন আসিতেছে নানা প্রকারে বণিকদিগের হাট ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেছে। সব জিনিষ এক মূহূর্ত্তে বিক্রয় হইয়া যাইতেছে। সকলেই কিছু কিছু কিনিতে পাইতেছে। নাগ-রীরা সখিদের সঙ্গে সব দিকে রূপের পসরা সাজাইয়া

বেশ্যাপল্লীর রাস্তা জুড়িয়া বসিয়া আছে। তাহারা রূপে যৌবনে ও গুণে সকলের অগ্রগামিনী ; কোন না কোন ছলে তাহাদের সম্ভাষণ না করিয়া, কিছু কাহিণী না কহিয়া, কেহই ক্রয় বা বিক্রয় করিতেছে না। আপনার সুখ বিক্রয় করিয়া তাহারা দৃষ্টির দুঃখ লাভ করিতেছে। কামিনীদের সকলেরই পদ্মের মতন চোখ, তরুণীরা ফিরিয়া ফিরিয়া আড় নয়নে চাহিতেছে। উহারা চুরিকরা প্রেমের পিয়ারী, আপনার দোষে সর্ব্বদা শঙ্কান্বিত। অনেক ব্রাহ্মণ, অনেক কায়স্থ, অনেক রাজপুতকুল অনেক জাতি মিলিয়া চপ্পরে (চাতালে) বসিয়া আছে। সকলই সুজন, সকলই ধনবান, আর নগররায় সকলের উপর। এখানে মন্দির ও দেহলীতে ধনীদের দেখিয়া বোধ হয় সকলেই আনন্দ করিতেছে, তাহাদের মুখমণ্ডলে যেন ঘরে ঘরে চন্দ্র উদিত করিতেছে।

এক হাটে লোক কমিতেছে। আর এক হাটে বাড়িয়া যাইতেছে। রাজপুত্রেরা রাজপথের নিকটে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন অনেক বেশ্যা নিবাস করিতেছে। তাহাদের নির্ম্মাণে বিশ্বকর্ম্মার বড়ইপ্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। আর একটী বৈচিত্রীর কথা কি বলিব। উহাদের কেশ ধূপ ধূমের রেখা ধ্রুবেরও উপরে চলিয়া গিয়াছে। কাহারও কাহারও এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছে তাহাদের কাজলে চন্দ্রের কলঙ্ক প্রকাশ হইয়াছে। উহাদের লজ্জা কৃত্রিম, তারুণ্য কপট, উহারা ধনের নিমিত্ত প্রেম দেখায়, লোভে বিনয় দেখায়, সৌভাগ্যে কামনা দেখায়।

স্বামী নাই অথচ সিন্দুর পরার পরিচয় দেয়, আপনার মদনের তৃপ্তির নিমিত্ত, লাভের গৌরবের জন্য, গুণবান্ উপপতি লাভ করিতে চায়। ধূর্ত্ত অনঙ্গ এই বেশ্যাদের মন্দিরে বাস করে। সেই বেশ্যারা যখন পরম সুখে বেশ বিন্যাস করে, অলকা তিলকা পত্রাবলী রচনা করে, ভাল ভাল কাপড় পরে, কুল্লাইয়া কুল্লাইয়া চুল বাঁধে, সখিদের পাঠাইয়া দেয়, হাসি হাসি মুখে চায়, তখন সেই সব সেয়ানী, লাবণ্যময়ী, পাত্লী, বৃদ্ধ, পতোহরী (যাহাদের পুত্রবধূ হইয়াছে) লজ্জাবতী, তরুণী, তরট্টি, বন্ধ্যা, বিচক্ষণী পরিহাসকারিণী সুন্দরীগণকে দেখিয়া তাহাদের জন্য মনে হয়; বাকী তিনটা [ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষ] উপেক্ষা করি। তাহাদের কেশে ফুল লাগিয়া আছে যেন মান্যজনের লজ্জাবনত মুখচন্দ্র চন্দ্রিকাগুলির অধোগতি দেখিয়া অন্ধকার হাসিতেছে। তাহাদের নয়নাঞ্চলে ভ্রুলতাভঙ্গ সঞ্চার করিতেছে, যেন কাজলের নদীর ঘূর্ণীর মধ্যে বড় বড় শফরী লাফাইতেছে। অতি সূক্ষ্ম সিন্দূর রেখা পাপের নিন্দা করিতেছে। যেন পঞ্চশর তাহার প্রথম প্রতাপ প্রকাশ করিতেছে। রসিকলোক জুয়াজিতিয়া দোষহীন ক্ষীণ মাজা-খানি আনিল। সে মাজাত পয়োধরের ভারে ভাঙ্গিয়া যাইতে চায়। কিন্তু তাহার ভাগ্যে নেত্রের রীতি, তিন ভুবনকে সাধ্যসাধনা করিতেছে [ভাঙ্গিতে দিওনা]। রাজা তাহাকে যে বেশ দিয়াছেন তাহা সুস্বরে বাজিতেছে। কাহারও কাহারও মনে মনে আশা হইতেছে, কেমন করিয়া উহার

আঁচলের বাতাস আমার গায়ে লাগিবে। তাহাদের কুটিল কটাক্ষ ছটাই মদনের শর, গোবালী আর গাওয়ারকে ছাড়িয়া আর সকল নাগরবাসী লোকের মনে গাড়িয়া যাইতেছে।

সেখানে সকল নারীই বিচক্ষণী, সকল লোকই সুখে আছে ; শ্রীইম্‌রাহিম সাহের গুণে চিন্তাও নাই শোকও নাই। তাহাদের দেখিয়া নয়ন সুখিত হয় ; সর্ব্বত্র সুন্দর সুভোজন মিলে। এখন একটু মন দিয়া হে বিচক্ষণ পাঠক, শুন, আমি তুরকানদের কিছু লক্ষণ বলিব।

ছন্দঃ

তাহার পর ঐ দুই কুমার বাজারে প্রবেশ করিলেন যেখানে লক্ষ লক্ষ ঘোড়া আর হাজার হাজার হাতী। কোথাও কোটি কোটি গুণ্ডা রহিয়াছে আর বাঁদী ও বান্দা বিক্রয় হইতেছে। কোথাও দূরে হিন্দু বদমাইস বিক্রয় হইতেছে। কোথাও কুজা [মুসলমানদের জল খাইবার গেলাস। ইহার মাঝখানটা সরু] তবেল্লায় ছড়ান রহিয়াছে। কোথাও তীরধনুকের দোকানদারেরা দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। কোথাও সরাকেরা (পোদ্দারেরা) সড়কের দুই পাশ ভরিয়া আছে। কোথাও লোকে রশুন পিয়াজ ফেরা করিয়া মাপিতেছে। অনেকে দাস দাসী খরিদ করিতেছে। তুরক্কে তুরক্কে দেখা হইলে অনেক সেলাম করিতেছে।

কোথাও কেহ খীসা [দস্তানার মত একটা নরম থলিয়া হাতে পরাইয়া চাকরেরা গা টিপিয়া দিত। ঐ থলির নাম খীসা] বেচিতেছে। নানা রকমের পরিষ্কার মোজা বিক্রয় হইতেছে। মীর, বল্লীর, সইল্লার ও খোজা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুরক্কেরা "আবেবে" বলিতেছে, সরাপ খাইতেছে, কলমা পড়িতেছে। কথাবার্ত্তায় দিন কাটাইতেছে। কেহ কেহ কাপড়ে ফুল কাটিতেছে, মসীদ ভরিয়া দিতেছে। কেতাব পড়িতেছে। তুরক্কের সংখ্যা অনন্ত। আগ্রহের সহিত উহারা খোদার নাম লইয়া ভাঙ্গের গুণ্ডা খাইয়া লইতেছে। জোরাল লোক বিনা কারণেই 'কো হায়' বলিয়া রাগ দেখাতেছে। তুরক্ক আর তোখারেরা হাটে গিয়া বেড়াইতেছে, আর ফেড়া মাঙ্গিতেছে। আড়দৃষ্টিতে দেখিয়া দাড়ী মুচড়াই থুক ফেলিতেছে। আর সকলেরই সরাপ খারাপ বলিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া ধমক দিতেছে। তাহাদের অবিবেকিতার কথা কি বলিব ? তাহারা বাদসাহের পিয়াদা লইয়া ঘুরিতেছে, গরুবী গানওয়ালী মত্ত হইয়া নানা মূর্চ্ছনায় মতরুফ গাইতেছে। তুরকিনী চরখ নাচ নাচিতেছে। দরবেশ দোয়া দিয়া যাইতেছে কিছু না পাইলে গালি পাড়িয়া যাইতেছে। মুখদুম (পীর) রা কাড়িতেছে না, মজা করিয়া সঙ্কেতে দেও বলিতেছে ; আর লোকে আপনার হাতে তাকে দশ দশটা জিনিস ঢালিয়া দিতেছে। খুন্দকারের হুকুমের কথা কি বলিব ? হুকুমে আপনায় রক্ষা করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

হিন্দু ও তুরস্কে মিলিয়া বাস করিতেছে। একের ধর্ম্মে অন্যে উপহাস করিতেছে। কত জায়গায় আজানের বাঙ হইতেছে, কত জায়গায় চেঁচাইয়া বেদপাঠ হইতেছে, কত জায়গায় মেলা মেশা হইতেছে, কত জায়গায় ঝগড়া হইতেছে। কত জায়গায় ওঝা আছে কত জায়গায় খোজা। কত জায়গায় নকত (রাত্রি ভোজন) কত জায়গায় রোজা। কত জায়গায় নীমাজ হইতেছে, কত জায়গায় জবরদস্ত তুরস্ক বাহির হইয়া রাস্তায় যাইতে বেগার ধরিতেছে। ব্রাহ্মণের বালক ধরিয়া আনিতেছে, আর তার মাথায় গরুর রাঙ চড়াইয়া দিতেছে তাহার ফোঁটা চাটিয়া লইয়া তাহার পৈতা ছিড়িয়া দিতেছে আর তাহাকে (মুসলমান করিয়া) ঘোড়ার উপর চড়াইতে চাহিতেছে। ধোয়া উড়িধানে মদিরা তৈয়ার করিতেছে। আর দেউল ভাঙ্গিয়া মসীদ বাঁধিতেছে। গোরী ও গোমঠে (গোর ও মন্দিরে) পৃথিবী ছাইয়া যাইতেছে। আর তুরস্ক ছোট হইলেও রাগ করিয়া মারিতে যাইতেছে। (প্রগলভ ব্যবহার করিতেছে।) হিন্দুর গোষ্ঠ গ্রাস করিয়া তাহাতে যে ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা দেখিয়া তুরস্কেরা মহা আনন্দ করিতেছে। এইরূপে তাহাদের প্রতাপে সুলতান চিরজীবি হউন।

এই দুই রাজকুমার হাটে হাটে বেড়াইয়া দর্শনের কৌতুহল নিবারণ করিলেন ও পরে কার্য্যবসে দরবারে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলেন লোকের ভীড় ভীষণ। আকাশ মণ্ডলে পূরিয়া নানাপ্রকার ধূলা উড়িতেছে। অনেকে বেড়াই-

তেছে, খানমুলুকের তুরস্কেরা পদভরে পাথর চূর্ণ করিয়া চলিয়াছে দূর হইতে বড় বড় রাজা দেউড়ী ও দুয়ার ছাইয়া আছেন। তাঁহারা ছায়ার আশ্রয় চান। না পাইয়া বাহিরে আসিয়া কত যে গালি পাড়িয়া যান তাহার ঠিকানা নাই। বহুসংখ্যক রাজগণ সইঅদের থাকিবার স্থানে, থরে থরে বিস্তীর্ণ হইয়া দরবারে বসিয়া আছেন। সমস্ত দিন সেইখানে আছেন, বৎসর ঘুরিয়া গেল, সুলতানের সঙ্গে ভেট হইল না। ভাল খানদানের খান ওমরাহগণ মজা করিয়া মহল সব জানিয়া লইয়াছেন। ইলাম না থাকিলেও রহিয়া রহিয়া সুলতানের সেলামে আসিতেছেন। সাগরও পর্ব্বতের ওপার হইতে দিকদিগন্তর হইতে ছোট রাণা, রাঁউত ও রাণা যাহার নিমিত্ত আসিয়াছেন, তাহার দুয়ারে বসিয়াই কৃতার্থ হইতেছেন। এখানে থাকিয়া চট্ট ভট্টদের দেখিয়া গণনা করিতেছেন। আর যে সকল লোক আস্‌চে যাচ্‌চে, কাজ কর্‌ছে তাহাদের মনের ভাব লক্ষ্য করিতেছেন। তেলঙ্গের, বঙ্গের; চোলের, কলিঙ্গের রাজপুত্রগণ সুপরিচ্ছদে শোভিত হইয়া নিজ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, সাহস কার্য্যের কল্পনা করিতেছেন, তাহাতে পণ্ডিতেরা খুব খুসী হইতেছেন। অনেক রাউত ও তাহাদের পুত্রগণ অটর পটর করিয়া চলিয়াছেন, যুদ্ধে তাঁহারা খুব পটু, রূপে যেন গন্ধর্ব্ব, পরের মন্ মোহন করিতেছেন। এই খাস দরবার সকল মহীমণ্ডলের উপরে। এখানে লোক আপন ব্যবহারে উঠিয়া আর সকলকে দরিদ্র করিয়া ছপ্পর উঠাইতে চান। শত্রু উঠিয়া, মিত্র উঠিয়া, অন্য সকলেও

উঠিয়া, সকলেই ইহার কাছে মাথা নোয়ায়, প্রসাদ পায়, উঠিয়া ভয়ে ভব্যলোকের মত যায়। সকলেই নিজের ভাগ্য অভাগ্য বিভাগের বল উঠিবামাত্র জানিয়া যায়। এই বাদসাহ সকলের উপরে। ইহার উপরে স্বয়ং ভগবান্।

আহা অহো কি আশ্চর্য্য। সেই বাহির বাটীর দবাল ও দরবাল এই রকম। দেখা গেল দরদালান ঘর, জলের ঘর, নেমাজের ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর আছে।

দেখিলে চিত্ত চমৎকার হইয়া যায়। সকলেই ভাল বলে। যেন আজপর্য্যন্ত বিশ্বকর্ম্মা এই কার্য্যের ছলে এমন একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন যাহা বজ্রমণিদিয়া গাথা ও যাহাকে সোণার কলস দিয়া এত উচু করিয়াছেন যে সূর্য্যরথের সাতটা ঘোড়ার আঠাইশটা টাপ তাহাতে বাজিতেছে। উহাতে প্রমদবন, পুষ্পবাটিকা, কৃত্রিম নদী ক্রীড়াশৈল, ধারাগৃহ, যন্ত্রব্যজন, শৃঙ্গার সঙ্কেত, মাধবী মণ্ডপ, বিশ্রাম চৌরা, চিত্রশালী, খাট, দোলা, কুসুমশয্যা, মাণিকের প্রদীপ, চন্দ্রকান্তশিলা চারিপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের পল্লব। এই সকলের নির্ম্মাণ কৌশল ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিয়া রাজকুমারেরা বুদ্ধিমান লোকদের আপনার করিয়া লইয়া মহলের সব খবর লইলেন।

এই সকল দেখিয়া বহুদূর ঘুরিয়া বাহির বাটীতে ক্ষণ মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া, শিষ্টাচারের দ্বারা সকলের সহিত পরিচয় করিয়া, আপনার গুণে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, লোকের মনোরঞ্জন করিয়া সকল মহলের খবর লইলেন। সেয়ানা লোকদের

শুভাশুভ হাল জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারা সে আশাকে পল্লবিত করিয়া দিল অতঃপর সংধ্যার সময় নগরের মাঝখানে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিলেন।

যে সন্ধ্যার সময় পদ্মের মুখ পরাজিত শত্রুগণের স্ত্রীর মুখের মত ম্লান হইয়া যায় সেই সন্ধাকে, ভক্তিপূর্ব্বক সূর্য্যপরিচিত দানের দ্বারা, অন্য লোক দিয়া যে সকল ব্রাহ্মণ কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহা-দিগকে মোটা মোটা ভিক্ষা দিয়া যিনি অসংধ্যা করিয়া তুলিয়াছেন, সেই কীর্ত্তিসিংহ নরেন্দ্র তোমাদের বহুকাল পালন করুন।

শ্রীমান্ বিদ্যাপতি ঠাকুরের রচিত কীর্ত্তিলতার দ্বিতীয় পল্লব শেষ হইল।

তৃতীয় পল্লব।

ভৃঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিতেছে।

কান্ত তুমি যখন বলিতেছ, বোধ হইতেছে, অমৃতরস আমার কানে ঢালিয়া দিতেছ। হে বিচক্ষণ পুরুষ, তুমি পুনঃপুনঃ বল, আমি আগের কথা শুনিতে চাই।

ভৃঙ্গ। রাত্রি শেষ হইয়া প্রত্যূষ হইল। সূর্য্যদেব অন্ধকার নাশ করিয়া দিলেন। পদ্মবনে হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিদ্রা নয়ন ত্যাগ করিল। রাজারা উঠিয়া মুখ ধুইলেন; উজীরের আরাধনার জন্য গিয়া সেখানে আপনাদের কার্য্যের কথা নিবেদন করিলেন। যদি প্রভু প্রসন্ন হন, তবে রাজ্য লাভ সিদ্ধ হয়। তখন মন্ত্রী সুলতানের নিকট প্রস্তাব করিলেন। শুভমুহূর্ত্তে এক উত্তম ঘোড়া ও কাপড় ভেট দিয়া সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হৃদয়ের দুঃখ ও বৈরাগ্য মিটিয়া গেল। খোদাবন্ধ সুপ্রসন্ন হইয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। কীর্ত্তিসিংহ পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। আজ আমাদের উৎসব, আজ আমাদের কল্যাণ, আজ আমাদের সুদিন, আজ আমাদের সুমুহূর্ত্ত। আজ আমরা মায়ের যথার্থ পুত্র হইলাম। আজ আমাদের পুরুষার্থ পূর্ণ হইল। কারণ আজ আমরা বাদসাহের পাপোস পাইয়াছি। অকুশল কেবল দুটী। একটী আপনার প্রতাপ খর্ব্ব হইয়াছে। আরটী এই যে আমাদের বাপ গণেশ্বর রাজা লোকান্তরে স্বর্গে গিয়াছেন। আমরা কোন ফরমানও চাহিনা। আপনি তিরহুত রাজত্ব গ্রহণ করুন।

ভয়ে ভয়ে আর একটী কথা বলিতেছি। আপনি এখানে আছেন আর সেখানে অসলান আছে। সে প্রথমে আপনার ফরমানকে ফেলিয়া দিয়া, গণেশ্বর রাজাকে বধ করিয়া, জয় ঘোষণা করিয়া, তিরহুতকে উচ্ছন্ন দিয়া চামর চালাইতেছে ও মাথার উপর ছত্র ধরিয়া আছে। এত করিলেও যদি, আপনার তাহার প্রতি রোষ না হয় তবে অসলান রাজ্য করুক আর আপনি অদ্য অভিমানকে জলাঞ্জলি দান করুন। দুইজন রাজা। পৃথিবী এক মাত্র নারী। সে বড় বেহায়া। দুজন রাজার ভর সে সহিতে পারিতেছে না। যুদ্ধ বাধাইয়া দুজনকেই অবশ করাইয়া দিতে চায়। পৃথিবীতে আপনার প্রতাপ জ্বল জ্বল করিতেছে, আপনাকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাকে দলিত করিয়া, সকল রাজারা আসিয়া তাহার সেবা করিতেছে। আপনার দানে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। আপনার কীর্ত্তি সকলে গান করিতেছে। আপনার আবার রিপু! তার আবার নাম করে! এটা অসহ্য। লোকে শুনিয়া হাসে। আপনি বীরত্বের নিজ স্থান অপর বেচারারা কি করিবে!

এই কথা শুনিয়া সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। রাগে তাঁহার হাত দুটা রোমাঞ্চিত হইল। আগাগোড়া ভ্রুযুগলে গাঁট পড়িয়া গেল। ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। চক্ষুদুটী রক্তপদ্মের শোভা ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ খান ও ওমরাহগণের উপর ফরমান হইল। আপনাদের সৈন্য সজ্জা করুন, তিরহুত যাইতে হইবে। সুলতান তপ্ত হইয়াছেন, দরবারে রোল উঠিল। লোকজন চারিদিকে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পদভরে

পৃথিবী ধসমস্ করিতে লাগিল। তাতে পৃথিবী ভরিয়া গেল। সকলের মনে সকল বিষয়েই আশঙ্কা হইতে লাগিল ; বড় দূর বড় যুদ্ধ, সকলেরই মনে উদ্বেগ জড়াইয়া উঠিল। সকলেই দর্প করিয়া বসিল, মাথাপাগলা, দাগাবাজ, অসন্তুষ্ট বিদ্রোহকাঙ্ক্ষী, ও বকের মত ক্রুর প্রকৃতির লোক সকলে এমনি ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল যেন এখনই দৌড়িয়া গিয়াই অসলানকে ধরিয়া দিবে।”

সেই দুই সহোদর আনন্দিত হইলেন। কীর্ত্তিসিংহ ও বরনৃপতি পসাও (দান) লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ইহারই মধ্যে সুলতানের কিছু বৃত্তান্ত পুরি মধ্যে পাওয়া গেল। পূর্ব্ব-দিকের জন্য সেনা সজ্জিত হইতেছিল, কিন্তু পশ্চিম দিকে যাত্রা হইল। এক করিতে আর হইল, বিধির চরিত্র কে জানে। সেই সময়ে রাজা কীর্ত্তিসিংহ চিন্তা করিলেন, সবদিকেই আমার লজ্জা উপস্থিত হইল। পুনরায় পরিশ্রম করিলে সিদ্ধ হইবে, কিন্তু এখন আমাদের কাজ ফাঁসিয়া গেল। এইরূপ ব্যাপার উপস্থিত হওয়ায় চিন্তাভরাবনত রাজাদের মুখারাবিন্দ দেখিয়া মহা যুবরাজ শ্রীমান বীরসিংহ দেবের মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন :— উঁহার এইরূপ প্রতাপই বলিয়া মনে করা অপরাধ বলিয়া মনে করিও না। রাজ ঘরের কার্য্য দুঃখে সিদ্ধ হয়। অতএব উদ্বেগ করিও না। সুহৃদদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংসার দূর করিব। ফল দৈবের আয়ত্ত কিন্তু সাহস কর। সাহসই পুরুষের কার্য্য যদি সাহসে সিদ্ধি না হয় যেন ঝংখ

করিব? কেন নিরুৎসাহ হইবে। বীরপুরুষের একমাত্র ভরসা উৎসাহ। উনি রাজা ও বিচক্ষণ, তোমরা গুণবান, উনি ধার্ম্মিক, তোমরা শুদ্ধ। উনি সদয়, তোমরা রাজ্যহীন। উনি জিগীষু, তোমরা বীর। উনি রাজা, তোমরা রাজ্যখণ্ডিত। উনি পৃথিবীপতি সুলতান, তোমরা রাজকুমার। যদি একচিত্ত হইয়া সেবা কর, নিশ্চয়ই উপায় হইতে পারে।

আবার এই সময়ে রোল পড়িল, সেনার সংখ্যা কে জানে? নলিনী পত্রের মত পৃথিবী চলিতে লাগিল। সুলতানের তক্তাজ চলিল।

নিশিচ্ছন্দঃ পাল। সুলতান ইবরাহিমের তক্তান চলিল। সৈন্যগণের যাত্রায় কূর্ম্ম হইল ধরণীশূন্য। পর্ব্বত টরটর করিতে লাগিল, পৃথিবী পড়িয়া গেল, নাগকুলের মন কম্পিত হইল। সূর্য্যের রথ ও গগনের পথ, ধূলিভরে ঝাঁপিয়া গেল। শত শত তবল বাজিতে লাগিল ভেরী সব ফুঁফুঁ করিতে লাগিল। আর সব বল লুকাইয়া ফেলিয়া প্রলয়ের মেঘ রাজ্য ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। লক্ষ লক্ষ তুরুষ্ক আনন্দে হাসিতে লাগিল। মানী তুরুকগণের কটিতে যে করবাল ছিল যুদ্ধে তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হয়। যে সময় তাহারা রাস্তায় উঠে, পায়ে চলে ও জোরে যাইতে থাকে, তখন শক্রর ঘরে ভয় উপস্থিত হয়। হতাশায় নয়নে নিদ্রা আসে না। গর্ব্ব করিয়া খড়গ লইয়া তুরস্কেরা যখন যুদ্ধ করে, তখন সকল সুরনগর শঙ্কা পাইয়া মোহ যায়। তাহাদের পদাতি-

গণের পদভরে গভীর জল, স্থল যইয়া যায়। জানিয়া শুনিয়া সমস্ত সংসারেই শঙ্কার উদয় হইল। তাহারা খেলার মতন করিয়া বাঁধিয়া ধরিয়া শত্রুদিগকে বাদসাহের চরণতলে অর্পণ করিতে লাগিল। খেলায় নামাইয়া আনিয়া আপনার হাতে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে লাগিল। চারিদিকে দ্বীপ ও দ্বীপান্তরে পাতসাহ দিক্‌বিজয় করার জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্গম স্থানেও প্রবেশ করিয়া কর চাহিতে লাগিলেন। তিনি যেন দুই রাজকুমারের স্বার্থই সম্পাদন করিতে লাগিলেন, দেশ বিদেশ বন্দী করিয়া ভীষণ গিরি পত্তন জ্বালাইয়া দিয়া, শত্রু সকলকে মারিয়া, সীমায় আসিয়া পঁহুছিলেন; রাজ্যের সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া শত্রুকে বিনাশ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও এক স্থানে উত্তরিয়া দশস্থান মারিয়া চলিলেন। পৃথিবীর রাজারা ইরবাহিম সাহের যুদ্ধযাত্রা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? গিরি ও সাগর পারেও তাঁহার বাধা নাই। কেবল রাইয়ৎ হইলে জীবন রহে। যে রাইয়ৎ হইল তাহাকে শঠলোকেও ছুইতে পাইল না। বড় কাজই হউক আর ছোট কাজই হউক, সমস্ত কটক লটক পটক করিয়া তথায় উপস্থিত হইবে। নায়কের হাতে চোর ঘুরিতে লাগিল এবং আর একজনের মাথায় দোহাই ফেলিতে লাগিল।

কটকের লোকে একসের জল কিনিয়া আনিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া এক মুহূর্ত্তে খাইয়া ফেলিল। জলের জন্য সোণার টাকা দিতে হইল। চন্দনের মূল্যে জ্বালানি কাঠ বিক্রয় হইতে লাগিল।

অনেক কড়ি দিয়া অত্যন্ত অল্প জিনিষ কিনিল। লোকে ঘোড়া দিয়া ঘী কিনিল ; বাঁদী ও বড়দাস দিয়া কড়ুয়ার তেল গায়ে মাখিল। এইরূপে বহু প্রকার সাহস করিয়া তাহারা দূরদিগন্তরে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

রাজকুমারেরা অনেক সময় ফলমূল খাইয়া রহিলেন। তুরস্কের সঙ্গে যাওয়া অনেক কষ্টে আচার রক্ষা করিতে হইল। কিছুমাত্র সম্বল নাই। দেহ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাপড় পুরাণ হইয়া গিয়াছে। যবনের স্বভাবই নিষ্করুণ। সুলতান তাঁহাদের স্মরণ ও করিলেন না। একে টাকাকড়ি নাই, বাণিজ্যও নাই, বিদেশে ঋণ পাওয়াও সম্ভব নয়। মানধন লোকে ভিক্ষাও করিতে পারে না। রাজার ঘরে জন্ম, কাতর বচন ত আসেই না ; এমন কি, "নাই" এ কথাও আসে না। স্বামির সেবা করিয়া ইহাঁরা নিঃশঙ্ক হইয়াছেন, কিন্তু দৈব এখনও আশা পূর্ণ করিতেছেন না। আহা বড় লোক কি করিবে ? "সন্নগাই" নিস্তব্ধতা গ্রহণ করিয়া গণ্ডায় গণ্ডায় উপবাস চলিয়া যাইতেছে। প্রিয়গণ চিন্তা করিতেছে না, মিত্রেরা চিন্তা করিতেছে না। কিন্তু খাওয়া দাওয়াই হইতেছে না ; ক্ষুধায় ভৃত্য চলিয়া যাইতেছে, ঘোড়ার ঘাস ছাড়া দিন দিন কিছুই পাওয়া যায় না। অতি দুঃখে তাঁহারা কাল কাটাইতে লাগিলেন। কেবল একজন চুকিলেন না, তিনি শ্রীকেশব কায়স্থ। আর একজন সোমেশ্বর। তাঁহারা সকল দুরবস্থা সহিয়া চুপ করিয়া সঙ্গে রহিলেন। তাহারা বিচক্ষণ বণিক, ধর্ম্মের হাট প্রসারিত

করিয়া রহিলেন। ভৃত্য ও মিত্র কাহারও কাল কাটিতেছিল না। ঐরূপ পরম কষ্টের পরাকাষ্টা সহ্য করিয়া দুই সহোদরের নিকট সকলে কত বিষয়ের কথা উঠাইতে লাগিলেন; চিত্তে লজ্জা, আচার রক্ষা, গুণের পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্রের কথা, নলের ব্যবস্থা, রামদেবের রীতি, দানের প্রীতি, নিজের বিবাহের সময়কার সাহস, উৎসাহ, মন্দ কার্য্যে বাধা, কর্ণ দধীচির সঙ্গে তুলনা। সেইক্ষণে একবার কীর্ত্তিসিংহ ও রাজা চিন্তা করিলেন, আমাদের এইরূপ দুঃখ শুনিয়া আমাদের মা কি জীবিত থাকিবেন?

সেখানে মন্ত্রী আনন্দ খান আছেন। তিনি সন্ধি, ভেদ ও বিগ্রহ জানেন। সেখানে আমাদের সুপবিত্র মিত্র শ্রীহংসরাজ আছেন; যিনি আমাদের কাজের জন্য সর্ব্বস্ব উপেক্ষা করিতে পারেন। আমাদের সহোদর শ্রীরায় সিংহ আছেন, যিনি সংগ্রামে পরাক্রম দেখাইতে রুষ্ট সিংহের মত। গুণে গুরু মন্ত্রী গোবিন্দ দত্ত আছেন। যাঁহার বংশের মহত্ত্ব বলিয়া অন্ত করা যায় না। তাহার পর আছেন, মহাদেবভক্ত হরদত্ত, সংগ্রাম কার্য্যে যিনি অর্জ্জুনের মত। ইহারা প্রবোধ দিলে আমাদের মা আর শোক করিবেন না। লোক যাহাদের অনুরক্ত তাহাদের ঘরে বিপদ আসে না। সুলতানকে একটু পীড়াপীড়ি করিয়া বলিতে হইবে, কিছু উপায় ইঁহাদের জন্য করুন। যে দুই সহোদর সাহস করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, যাঁহারা অগ্নির শিখা হাতে লইয়াছেন,

যাঁহারা সিংহের কেশর ধরিয়াছেন, যাঁহারা সর্পের ফণা ধরিয়াছেন, যাঁহারা রুষ্ট প্রজাসমূহের আক্রমণ নিবারণ করিয়াছেন, সেই দুই সহোদরের দুঃখের কথা মন্ত্রীরা সুলতানের গোচর করিলেন। তাঁহাদের জীবন থাকিবে না, কেবল স্নেহ থাকিয়া যাইবে। মান থাকিবে না। এই কথায় কাল পালটিয়া গেল ও সুপ্রসন্ন হইল, পুনরায় বিধি প্রসন্ন হইলেন, পুনরায় দুঃখ ও দারিদ্র্য খণ্ডিত হইয়া গেল। কটক সকল যুদ্ধের উৎসাহে মণ্ডিত হইয়া তিরহুত পঁহুছিল। সাহসের ফল ফলিল। আর সুলতানের ফরমান বাহির হইল। যাহার প্রতি সুলতান সুপ্রসন্ন পৃথিবীতে তাহার কোন কার্য্য অসাধ্য ?

কীর্ত্তিসিংহ যথনই যে কার্য্য সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তখনই তাহাতে সফল হইয়াছেন। তাহার কুল রিপুমণ্ডলীর সমর দুর্গ সংহার করে। কুমুদ, কুন্দ, চন্দ্রের মত তাঁহার শুভ্র যশ জগতের চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। তাঁহার লক্ষ্মী তুরঙ্গের উপর বসি থাকেন; তুরঙ্গের দুইদিকে দুই চামর। কীর্ত্তিসিংহের জয় হউক।

চতুর্থ পল্লব।

ভৃঙ্গী পুনরায় বলিতেছে, তুমি বল বল, তুমিত সবই বলিতেছ। কাহার উপর সেনা সঞ্চালন করা হইল। কিরূপে তিরহুত পবিত্র হইল। আর অসলান কি করিল ?

ভৃঙ্গ বলিতেছে, আমি কীর্ত্তিসিংহের গুণ কহিব, প্রেয়সি কান দাও। কীর্ত্তিসিংহ বিনা ধনে, বিনা জনে, বিনা ধাক্কায় সুলতানকে চালাইয়াছিলেন। দুই কুমার খুব গুরুতর লোক, অসলান ও খুব গুরুতর লোক। সুলতান ইঁহাদের সহায়তা করিবার জন্য, উঁহার বিরুদ্ধে আসিয়াছেন।

সুলতানের আজ্ঞায় সাগরের মত শব্দ হইতে লাগিল। লক্ষাধিক পদাতিকের শব্দ হইতে লাগিল ও বাজনা বাজিতে লাগিল। শত্রুর কপাল ভাঙ্গিল।

বাদ্য বাজিতে লাগিল, সেনা মধ্যে হস্তি, অশ্ব ও পদাতিকের ঘেঁসাঘেসি হইতে লাগিল। বাহিরের দিকে কয়েদ খানা হইল। সাজ সাজ বলিয়া শব্দ পড়িয়া গেল। ঋদ্ধির ইয়ত্তা জানা যায় না। প্রথমেই হাতির দল সজ্জিত হইয়া চলিল। মনোহর রাজার কটক তিরহুতের উপর পতিত হইল। নানাপ্রকার অশ্বরাজি চলিতে লাগিল। পদাতি চক্র কে গণনা করিবে ? এইরূপে চতুরঙ্গ সেনা সাজিয়া চলিল। মদমত্ত হাতী অনবরত যাইতে লাগিল, গাছ ভাঙ্গিতে লাগিল, রাস্তার দুইধার চাপিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল, মাহুতের বোল অগ্রাহ্য করিতে লাগিল, মাঝে মাঝে জোরে শব্দ করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে স্থির, যেন মাটিতে মেঘ চলিয়াছে, অন্ধকার পর্ব্বতের শিখরের মত, উহারা দিগ্বিজয়ে ছুটিতে লাগিল। উহারা দেহবান গর্ব্ব স্বরূপ, দেখিতে অতি সুশ্রী। উহারা কাণ চালিতেছে, দেখিতে পর্ব্বতের মত, বড় বড় শুড় দিয়া মানুষেরা

মুণ্ড দমাইয়া দিতেছে। বিধাতা বিন্ধ্য হইতে ইহাদিগকে কাড়িয়া আনিয়াছেন, অগস্ত্যের নিয়ম অতিক্রম করিয়া পর্ব্বত বাড়িয়া উঠিলেন কি ? মাহুতে অঙ্কুশ মারিয়া হাতীকে মাটী খোঁড়াইতে, দৌড় করাইতে ও মারিতে জানে। পদাতিগণের পদভরে তুরঙ্গ পলাইবার চেষ্টা করিল। টাপে টাপে টংকার শুনিয়া অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

যে সকল ঘোড়ার নাম, তাহাদের পরাক্রমের জন্য, দ্বীপে দ্বীপে প্রচার হইয়াছিল, সেইরূপ অনেক তেজি ঘোড়া সাজাইয়া সাজাইয়া আনা হইল। তাহাদের স্কন্ধ বিশাল, গড়ন দেখিতে সুন্দর, কর্ণের চমৎকার শক্তি। উহারা হাতীকে তলায় ফেলিয়া তাহাদের লঙ্ঘন করিয়া শত্রু সেনাকে ক্ষুভিত করে।

ঘোড়াগুলা সামর্থ্য ও শৌর্য্যে পরিপূর্ণ। তাহারা চারিপায়েই চক্কর খায়। তাহারা আপন অধিকারীর সংগ্রামে সকল রকম যুদ্ধ কৌশলের মর্ম্ম বোঝে। তাহারা সুজাতি ও শুদ্ধ ; ক্রুদ্ধ হইলে ঘাড় বাঁকাইয়া শব্দ করে ; বিশুদ্ধ দর্পে টাপ মারে তাহাতে পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায়। যখন তখন বিপক্ষকে দেখিতে পাইলে উচ্চৈঃস্বরে চিঁহিঁহিঁ শব্দ করে। ভেরীর সঙ্গে নিশানের শব্দ শুনিলে ক্রোধে পৃথিবী খুঁড়িতে থাকে। তাহারা চাবুকের ভয় করে, বায়ুকে জয় করে, চামর দিয়া তাহাদের অলঙ্কার করা হয়। তাহাদের স্বভাব বিচিত্র, তাহারা সর্ব্বদাই নাচে এবং রাগ বাগে পণ্ডিত। তেজি ও তাজি ঘোড়া বাছিয়া বাছিয়া আনিয়া সারি সারি করিয়া সাজান হইল। লক্ষ ঘোড়া

আনা হইল, তাহাদের মূল্য এত, অধিক যে সোণার মেরুতেও কুলায় না। ঘোড়ার কটক অতি সুন্দর রে অতি সুন্দর।

অশ্বগণের মুখ বাঁকা বাঁকা, চোখ বড় বড়; তাহাদের শরীর আঁটা আঁটা করিয়া বাঁধা। কাঁধ তীক্ষ্ণ ও তরল। ভয়তরাসে লোকও তাঁহাদের পিঠে চড়িলে বীরদর্পে অহঙ্কৃত হয়। তাহারা পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়াও শত্রুকে মারে। শত্রুর অখিল সৈন্য লঙ্ঘন করিয়া কীর্ত্তিনদী পার হয়। নদীর জল সম্পর্কে তাহাদের চারি পাই ধোয়া হইয়া যায়। তাহারা মুরলী, মনারী, কুণ্ডলী, মণ্ডলী প্রভৃতি নানা গতি যখন করে, তখন মনে হয় তাহাদের পায়ের তলে পবন দেবতা বসিয়া আছে। তাহাদের মুখমণ্ডলে পদ্মের চিহ্ন আছে, উহাত পদ্মের চিহ্ন নহে যেন অধিকারীর ললাটে যশশ্চন্দনের তিলক। ক্রোধভরে বাল ও তরুণ ঘোড়াগুলি অতিশয় তেজস্বী দেখাইতেছে। তাহাদের দেহ যেন বাড়িয়া উঠিয়াছে, যেন সিন্ধুপারস্থিত সূর্য্য রথ বহাইবার জন্য তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা যখন যায়, পবন পিছে পিছে আসে। তাহারা মনকে বেগে জিতিয়া ফেলে। রৌদ্রকে ধস্ মস্ করিয়া তাহারা চলিয়া যায়।

যখন ঘোড়ারা যুদ্ধস্থলে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, রাজ্যের সমস্ত ভূমি গর্জ্জন করিতে লাগিল। অরিরাজের লক্ষ্মীকে আচ্ছাদিত করিয়া সোয়ারেরা ঘোড়াদের বিবিধ নাচ নাচাইতে লাগিল এবং আপনাদের আশা পুরাইতে লাগিল।

তেমনি একটি ঘোড়ায় চড়িয়া সুলতান ধ্বজ চামর বিস্তার করিয়া চলিলেন। তাঁহার ঘোড়াটি অনেক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করা হইয়াছিল। উহার অত্যন্ত পৌরুষলাভও হইয়াছিল।

রাজবাড়ীর দিক্‌বিদিক্‌ জানিয়া দুই সহোদর রাজত্ব লাভ করিলেন, আর দুইটী ঘোড়া পাইলেন। তাহাদের কাছে গিয়া সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তাহাদের দেখিয়াই শত্রুরা দূর হইতে ভঙ্গ দিল। তেজি তেজি ঘোড়াগুলি চারিদিক ছাইয়া ছুটিল। যেমন বাঁশ ফাটে তেমনি শব্দ করিয়া তরুণ তুর্কিরা চাবুক ফুটাইতে লাগিল। সজ্জিত করিয়া করিয়া জুড়িয়া চাপিয়া তূণে তীর ভরিতে লাগিল, গুরুদর্পে গর্ব্ব করিয়া [ধনুকে] ছিলা কসিয়া দিল। এইরূপে ফৌজ বাহির হইতে লাগিল, অনবরত। কত, তাহার সংখ্যা কে করে ? পদভরে বরাহ ও অনন্তকে দমাইয়া দিয়া কূর্ম্মকে উল্টাইয়া মোড়া দিল।

এককোটি ধনুর্ধারী পদাতিক ধাইয়া যাইতে লাগিল। ঢাল লইয়া লক্ষ লোক চলিতে লাগিল। তাহারা যখন যাইতে লাগিল, তখন তাহার অঙ্গে চঙ্গে চমক লাগিতে লাগিল। খড়্গের আগায় আগায় উন্মাদভাবে গোল হইল, কাহারও কথা কেহ শুনিতে পাইল না। তবে যে যুদ্ধ হইতে লাগিল, সে কেবল খুন্দকারের চীৎকারে। পদাতিরা কাঁচা মাংস ভোজন করিতে লাগিল। মদ খাইয়া তাহাদের চক্ষু লাল হইয়া গেল। তাহারা অর্দ্ধেক দিনে বিশ যোজন যাইতে লাগিল

আর বগলের রুটি খাইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। লতা কাটিয়া ধনুকে জুড়িতে লাগিল। আর ঘোড়ার উপর চড়িয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিল। তাহারা গো ব্রাহ্মণ বধে দোষ বলিয়া মনে করে না। পরপুরের স্ত্রীলোককে বন্দী করিয়া আনে। আনন্দে আহ্লাদে অট্টহাস হাসে। তরুণ তুরঙ্ক সমূহ পরস্পর কথা কহিতে কহিতে আনন্দে চলিয়া যায়।

আরও কত ধাঙ্গড় ঐখানে যাইতে দেখি। তাহারা গোরু মারিয়া মিলিয়া মিশিয়া খাইতেছে। ধাঙ্গড়ের কটক বড়ই ব্যস্ত। তারা যেদিকে যাইতেছে সেই দিকের রাজার ঘরের তরুণীরা হাটে বিক্রয় হইতেছে। একটা শাবল কত হাতই ফিরিতেছে। ছেঁড়া কাপড় জড়াইতে জড়াইতে মাথা বাড়িয়া যাইতেছে। দূর-দুর্গম স্থানে গিয়া তাহারা আগুন জ্বালে এবং স্ত্রীলোক বিবাহ করিয়া তাহার বালককে মারিয়া ফেলে। লুঠ তাহাদের অর্জ্জন; অর্জ্জন করিয়া তাহারা পেটেই রাখে তাহাদের অন্যায়ে বৃদ্ধি, কন্দলে ক্ষয়। তাহারা দরিদ্রকে দয়া করে না। প্রবলকে ভয় করে না। তাহাদের সম্বল বাসি হয় না। বিবাহ করিয়া তাহার ঘর করে না। তাহাদের কাছে পাপের নিন্দা নাই, পুণ্যের কাজ নাই। শত্রুকে তাহারা ভয় করে না, মিত্রের কাজও করে না। তাহাদের হৃদয় শুদ্ধ নয়। তাহারা সাধুসঙ্গ করে না, তাহাদের বচন স্থির নয়। তাহাদের গ্রাস ছোট নয়। তাহাদের যশেও

লোভ নাই, অপযশেও ত্রাস নাই। লোককে পীড়া দিতে তাহাদের কষ্ট নাই, তাহারা কখনও পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেয় না।

এইরূপ ব্যস্ত সমস্ত বহু কটক যাইতে দেখা গেল। তাহারা ভোজন ভক্ষণও ছাড়ে না, ও যাইতে পরিভূত হয় না।

তাহাদের পিছনে হিন্দুর দল আসিতেছে। কত রাজা আসিতেছেন তাই গণিতে পারা যায় না, রাউতের কথা কে লিখিতে পারে? দিগ্‌দিগন্তর হইতে সেবার জন্য রাজারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের কটকও সঙ্গে আসিয়াছে। তাঁহাদের আপন আপন ধনের গর্ব্ব ও যুদ্ধের প্রশংসা পৃথিবীতে ধরে না। রাউতও তাহাদের পুত্র বহুত চলিতেছে। পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। তাহাদের প্রতাপের চিহ্নে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধূলী রহিয়া রহিয়া ঝাঁপিয়া পড়িতেছে। জোয়ানেরা দৌড়িতেছে, ঘোড়া নাচাইতেছে, দেমাক করিয়া কথা কহিতেছে। লোহিত, পীত, শ্যামল চামর ঢুলাইতেছে। সোণার কুণ্ডল কাণে দুলিতেছে। তাহার যখন আবর্ত্ত বিবর্ত্ত করিতেছে বা, পদ পরিবর্ত্ত করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন যুগ পরিবর্ত্তন হইতেছে। ঘন ঘন তবল ও নিশান বাজিতেছে, কিন্তু তাহারা কানেও শুনিতেছে না। কেবল অন্যকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে "আমি কত বড়।" লক্ষ বরাদ্দ বেসরি (খচ্চর) ও গর্দ্দভ; আর কি বলিব? মহিষ প্রায় কোটি। সোয়ার সব যাইতেছে, পায়ে চলিয়াছে, পৃথিবী যেন ছোট হইয়া যাইতেছে। যাহারা অলস, তাহারা

পিছে পড়িয়া আছে এবং ঠাঁই ঠাঁই বসিয়া আছে। তাহারা গোধন পায় না, জিনিসপত্রও চাহে না। গোলামেরাও তাহাদিগকে ভুলিয়া যায়। তুরস্কদিগের ফৌজে ফৌজে চারিদিগ ছাইয়া আছে। তাহাদিগকে অবসর দিয়া কলহ করিতে করিতে হিন্দু ভূমি উত্তীর্ণ হইতেছে। কোন বিপক্ষকে দেখিলেই, আর গণিতে হয় না, চাসর পক্ষীর মত সরিয়া যায়। যেমন মেঘমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইয়া ইন্দ্রের নগরের স্থানে স্থানে যায়, সেইরূপ হিন্দুর দল যাইতে লাগিল।

যখন স্থুলতান চলিলেন, তখন তাহার বর্ণনার শেষ কে জানে? সূয্য তেজ সম্বরণ করিলেন, অষ্টদিক্পালের কষ্ট হইতে লাগিল, ধরণী ধূলীতে অন্ধকার হইয়া গেল, প্রেয়সি প্রিয়কে দেখা ছাড়িয়া দিলেন, ইন্দ্রচন্দ্র ভাবিতেছেন কাহার উপর এখন আমাদের কান্তি ফেলিব। ফৌজেরা কান্তার দুর্গদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পদভরে পৃথিবীকে খুঁড়িয়া দিয়া গেল। হরি ও শঙ্করের তনু এক রহিয়া গেল। ব্রহ্মার হৃদয় ভয়ে ডগমগ করিতে লাগিল। মহিষ উঠিয়া সোয়ারকে মারিয়া মনুষ্যের দিকে দৌড়িতে লাগিল। হরিণ-সমূহ পাইককে মারিয়া বেগে পলাইয়া গেল। শশক ও মূষক ভয়ে ভয়ে রহিল, কাস পক্ষী উড়িয়া গেল। ইব্রাহিম সাহের যুদ্ধের সময়ে যেখানে যেখানে সেনা যাইতে লাগিল, খনি, খেদি, খুখুন্দি ধরিয়া মারিতে লাগিল, জীব জন্তুরও নিস্তার রহিল না।

দূরদ্বীপান্তরের রাজাগণের নিদ্রা হরণ করিয়া দলে দলে

চুরি ও চাপল করিতে করিতে, শীকার খেলিতে খেলিতে, তীর ছুড়িতে ছুড়িতে, বনবিহার ও জল ক্রীড়া করিতে করিতে, মধুপান রতোৎসব করিতে করিতে, পরিপাটিরূপে রাজ্য সুখ অনুভব করিতে করিতে, রাস্তা পার হইয়া সুলতানের কটক তিরহুতে পৌছিল। আর সুলতান সিংহাসনের উপর বসিলেন।

তৎক্ষণাৎ সুলতান দুই রাজকুমারকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলেন; অসলান বড় সমর্থ, সে কি প্রকারে এখন নিবাস করিবে ?

তাহার জবাবে কীর্ত্তিসিংহ বলিলেন প্রভু আপনি কি কথা বলিলেন! আপনি কি শত্রুর সেনা গণিয়া হীন ব্যক্তিকে সময় দিতে চান ? শত্রুর সামর্থ্য কল্পনা করিয়া কি হইবে ? সকলে দেখুক' আমি নিকট যাইয়া শীঘ্রই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ লইয়া আসিব, তাহার সেনা সারি সারি ঠেলিয়া ফেলিয়া এখনই অসলানকে ধরিয়া দিব। আজ শত্রু যদি যুদ্ধে আসে, আমি পিতৃবৈরি উদ্ধার করিব, ইন্দ্র যদি আপনার সৈন্য লইয়া তাহার সপক্ষ হন, কিম্বা যদি শম্ভু ও হরি ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া থাকেন, অথবা যদি ফণিপতি তাহার রক্ষার জন্য রাগিয়া ধনু লইয়া লাগেন, আমি তথাপি অসলানকে মারিব, তবে আমার নাম কীর্ত্তি-সিংহ। তাহার রক্ত লইয়া পায়ে দিব। সে যদি সময় পাইয়া জীবনের আশায় পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে তাহার অবসান হইবে। তখন ফরমান পড়া হইল,

সে ফরমান সকল সময়েই সার পদার্থ। ফরমান কি না, কীর্ত্তিসিংহকে সকল সেনার সহিত পার করিয়া দাও।

তখন ঘোড়া লইয়া গণ্ডকের জল পার হইয়া পরবলভঞ্জন মহামদমদগামী গুরু স্নানের পর দলে দলে বিভক্ত করিয়া নিজ সেনা সজ্জিত করিলেন, ভেরী, কাহল, ঢোল, তবল' রণতূলা বাজিয়া উঠিল। রাজপুরীর পূর্ব্বে যে ক্ষেত ছিল, সেইখানে দুই প্রহর বেলায় দুই সেনা মিলিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

পায়ের প্রহারে পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল, পর্ব্বতের শিখর টুটিয়া পড়িল। প্রলয়ের বৃষ্টি হইতে যেমন শিলাবৃষ্টি হয়, সেইরূপ তরবারি ফুটিতে লাগিল। বীরপুরুষগণ "বে" "বে" শব্দ করিয়া রোমাঞ্চিত অঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল, খড়্গের আগায় আগায় যে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল তাহার চমকে চারিদিক চক্:ক্ করিতে লাগিল, তথাপি ঘোঁড়সোয়ারেরা দৌড়িয়া শত্রুসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিল। পিছনে সব মত্ত হস্তী ও ঢালধারী আসিতে লাগিল। ধনুকের টঙ্কার শব্দে আকাশ মণ্ডল পূর্ণ হইতে লাগিল। ফৌজে ফৌজে সারি উঠাইয়া শত্রু সৈন্য চূর্ণ করিতে লাগিল! বিক্রমগুণচারী কীর্ত্তিসিংহ বীরদর্পে ক্রোধে অধীর হইয়া রহিলেন। লজ্জার কথা লজ্জায় গেল শত্রুর লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকে মেদিনী দেখিতে লাগিল কাণের কাছে টানা ধনুক শর উদ্গীরণ করিতেছে। চোট উঠিয়া নিজ স্থির ভুজদণ্ডে লাগিতে লাগিল।

বীরেরা হুঙ্কার করিয়া গর্জ্জন করিতেছে, পদাতি চক্র ভাঙ্গিয়া দিতেছে। শীঘ্রগামী ধারা ক্রটিত হইতেছে। সাঁজোয়াগুলায় বাণ ফুটিয়া যাইতেছে। রাউতেরা রোষ করিয়া লাগিতেছে খড়্গে খড়্গ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অতি ক্রোধে বীরেরা আসিতেছে ও স্থানে স্থানে ধাবিত হইতেছে। এক একজন এক এক জনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এবং শত্রুর লক্ষ্মীকে মিটাইয়া দিতেছে। আপনার দিক রক্ষা করিয়া অস্ত্র দ্বারা শত্রু সংহার করিতেছে। একজন আর একজনকে বুঝিয়া লইতেছে; কে কার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছে। দুইপক্ষ উঠিয়া সংগ্রামের মধ্যস্থলে মিলিত হইল। খড়্গে খড়্গে সংঘাত হইয়া অগ্নির স্ফুলিঙ্গ উঠিতে লাগিল। ঘোড়সোয়ারের তলোয়ারের ধারে রাউতের সঙ্গে ঘোড়াকেও কাটিয়া ফেলিল। বেলকের বজ্রনিঘাত কবচের সহিত শরীর ফুটাইয়া দিতেছে। শত্রুর হাতীর পাঁজরা রক্তের ধারায় মিলিয়া গেল। আকাশ পর্য্যন্ত খবর হইল রাজা কীর্ত্তিসিংহের কার্য্যরসে বীরসিংহ সংগ্রাম করিতেছেন। ধর্ম্ম দেখিতেছেন, আর সুলতান দেখিতেছেন, অন্তরীক্ষ আচ্ছাদন করিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, সুর, সিদ্ধ, চারণ, বিদ্বান, বিদ্যাধর দেখিতেছেন। বীরের যুদ্ধ দেখিবার জন্য যেখানে যেখানে শত্রুর দল জড় হইল, সেইখানে সেইখানেই তরবারি পড়িতে লাগিল। কীর্ত্তিসিংহ শত্রু সৈন্য মারিয়া মেদিনী শোণিত মজ্জিত করিয়া দিলেন।

কবন্ধের মুণ্ড পড়িতেছে, বাহুদণ্ড স্খলিত হইতেছে, শিয়াল

হাড় মড় মড় করিয়া খাইতেছে, দেহটা কাটা গিয়া যখন পড়িতেছে ধরার ধূলিতে লুটাইতেছে। কাটা পা খানিক লটপট করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে। রক্তমাখা নাড়ীভুড়িতে আবদ্ধ হইয়া অত্যন্ত উৎসাহে গৃধ্রকুল মাংস গিলিতেছে ও উড়িতেছে। প্রেতগণ গান করিতে করিতে খাইতেছে ও পেট পুরিতেছে। পূর্ণমাত্রায় মহামাংসের খণ্ড সংগ্রহ করিতেছে। শিয়াল হুক্কাহুকা করিয়া শব্দ করিতেছে। অনেক ডাকিনী ক্ষুধায় ডকার করিতেছে। হিংস্র জন্তু অত্যন্ত চীৎকার করিয়া শব্দ করিতেছে। কবন্ধ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতেছে। ধনুর্ব্বাণে বিদ্ধ সৈন্য ছটফট করিতেছে, কষ্টে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে।যেখানে নানা তরঙ্গযুক্ত রক্তের নদী, সেখানে সারি সারি সজ্জিত হাতি ডুবিয়া যাইতেছে। হিংস্র জন্তুরা হাত, অন্য অন্য অঙ্গ ও মাথা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খুঁড়িয়া রক্ত খাইতেছে, হাতে হাতী ওঠে না, ছাড়িয়া দিয়া পিছু হঠিয়া চলিয়া যাইতেছে। ভুতেরা মানুষের কবন্ধ ধরিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতেছে ও রুধির তরঙ্গিনীর জলে জরফরি খেলা খেলিতেছে। ডমরু ও ঢক্কা বাজাইয়া ডাকিনীগণ নাচিতেছে ও সবদিকে ডক্কার করিতেছে। নরকবন্ধে পৃথিবী ভরিয়া যাইতেছে। কীর্ত্তিসিংহ রাজা যুদ্ধ করিতেছেন। দুই সেনার যুদ্ধ, খড়গ যে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে, তাহা কেহ মনেও করিতেছে না। যুদ্ধে নিহত হইয়াও দৌড়িয়া গিয়া অন্য লোককে ধরিতেছে। অন্তরীক্ষ হইতে স্বচ্ছ বারি বর্ষণে রণক্ষেত্র পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে।

মনোভব ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে, নয়নের প্রান্ত ভাগ প্রেমপিচ্ছল হইয়া যাইতেছে [রিপুস্ত্রীর চক্ষের নির্ম্মল জলে তাহার অঞ্চল পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে] গন্ধর্ব্বের গান ও দুন্দুভির পরিমাণের পরিচয় কে জানে? কীর্ত্তিসিংহের রণসাহস দেখিয়া সুরগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন মালিক অসলান চিন্তা করিলেন। আমার সকল সেনাই মরিয়া গেল, বাদসাহের কি হানি হইল? আমার দুর্নীতিরূপ মহাতরু ফলিল। দুর্দ্দৈব আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তথাপি জীবন পাল্টাইয়া লই। স্থির নির্ম্মল যশ উপার্জ্জন করি। কীর্ত্তিসিংহের সহিত সিংহের মত একবার দেখা করিব।

ছন্দঃ। হাসিয়া যে দক্ষিণ হস্ত এখনও সমর্থ আছে, তাহাতে খড়গ লইয়া যুদ্ধের অনুরাগ পাল্টাইয়া লইল। মনোহর শিক্ষায় ঘোড়া নানারূপ চক্র দেখাইতে লাগিল। বিদ্যুতের ঝলকের মত তরবারি চমকাইতে লাগিল। শরীরের উপরিভাগে নানা স্থানে ক্ষত হইয়া শোণিতের ধারায় ধারা বহিতে লাগিল। শোণিতের তরঙ্গে তুরঙ্গের শরীর রঞ্জিত হইয়া গেল। রোষের বশে কখন খড়গপ্রহার লাগে, কখন লাগে না। সকল লোকে দেখিতেছে ও মহাভারতের যুদ্ধের কথা ভাবিতেছে। যেমন অর্জ্জুন ও কর্ণ বর্ত্তভরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন অথবা মহাদেব ও বাণাসুর পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাজ মলিককে চাপিয়া লইলেন। অসলান নিজেই পৃষ্ঠ

ভঙ্গ দিল। সেই সময় রাজা তাহাকে দেখিয়া অনায়াসে পাকড়াইয়া লইলেন। তুমি যে হাতে আমার বাবাকে মারিয়াছ, তোমার সে হাত আমি কেমন করিয়া হরণ করিব।

অরে অরে অসলান, প্রাণ কাতর, অবজ্ঞাত মানস, সমর-পরিত্যাগ-সাহস, ধিক্ জীবনমাত্ররসিক তোকে, তুই শত্রুতা করিয়া অপযশ সাধন করিয়া যাইতেছিস্। তুই আমার দৃষ্টির সামনে পীঠ দেখাইয়াছিস্। ভাসুরের কাছ থেকে ভাদ্রবধূর মত সোঝা চলিয়া যা। যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিবি, তাহার কাছে তুই চলিয়া যা। ত্রিভুবনে আমার কীর্ত্তি জাগরুক থাকুক, তোর জীবনদান দিলাম। তুই যখন রণে ভঙ্গ দিয়াছিস্, তখন তুই কাতর। যে তোকে মারিবে, সেও কাতর। অরে তুই যা যা নীচগণের অনুগমন কর।

কীর্ত্তিসিংহ হাসিয়া হাসিয়া এই কথা বলিলেন! তখন রণ জয় করিয়া রাজা ফিরিয়া আসিলেন। শংখ ধ্বনি উত্থিত হইল। নৃত্য গীত হইতে লাগিল। বাজনা বাজিয়া উঠিল। চারিবেদের ঝংকার হইল। শুভ মুহূর্ত্তে অভিষেক করা হইল। বান্ধব জন উৎসাহ করিতে লাগিলেন। তিরহুতি আপনার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। বাদসাহ তাঁহার মাথায় তিলক দিলেন। কীর্ত্তিসিংহ রাজা হইলেন।

এইরূপে সাহস করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র প্রমথন করিয়া কার্ত্তিসিংহ মহারাজ যে লক্ষ্মীলাভ করিয়াছেন তাহা যতদিন চন্দ্র ও সূর্য্য থাকিবে তখন পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে। আর মাধুর্য্যের

প্রসবস্থলীস্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষাসখীসদৃশ বিদ্যাপতি কবির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।

মহামহোত্তর সট্ঠক্কুর বিদ্যাপতি বিরচিত কীর্ত্তিলতার চতুর্থ পল্লব শেষ হইল।

নেপাল সম্বৎ ৭৪৭, (১৬২৭ খৃঃ অব্দ,) বৈশাখ শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীশ্রীজয়জগজ্জ্যোতির্ম্মল্ল দেব মহারাজের আজ্ঞায় দৈবজ্ঞ নারায়ণ সিংহ এই পুস্তকের নকল সম্পূর্ণ করিলেন। মঙ্গল হউক।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	শিখাবৈদগ্ধ্য	শিখা বৈদগ্ধ্য
২	১৩	ন হি	নহি
২	১৮	জাই	জই
২	২০	কলা উঁচ্ছইল্ল	কলাউঁ ছইল্ল
৩	২	পাউঁঅ রসকো	পাউঁঅরস কো
৩	৯	হিঅঁ অ	হিঅঅ
৩	১০	সুঅন	সুঅণ
৩	১৯	জাসু করে	জাসুকরে
৪	৯	কিত্তি সত্তে	কিত্তি ; সত্তে
৪	১০	পসিদ্ধ জগকে	পসিদ্ধ জগ কে
৪	১২	সরণ পরিহরিঅ	সরণ [ন] পরিহরিঅ
৪	১৬	সনরাএ	সন রাএ
৫	৮	স ভাসই	সভাসই
৫	১২	বৈদগ্ধ	বৈ দগ্ধ্য
৫	১৪	ধনঞ্জয়বতার	ধনঞ্জয়াবতার
৫	১৫	পক্রিয়া সমস্ত	সমস্ত প্রক্রিয়া
১	১৬	বীর সিংহ দেব	বীরসিংহ দেব
৫	২০	সাহি করো	সাহিকরো
৭	৫	কহিঅজে	কহিঅ জে
৭	১৫	অথ্‌থর্রস বুঝঝ নিহার নহি	অথ্‌থররসবুঝঝনিহার নহি,
৮	৮	মহা [রা] জল্লিকরো	মহাজল্লিকরো
৯	১৫	কমমন কাঁ	কমমনকাঁ
৯	১৬	ছত্তিঅ	ছড্ডিঅ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	২০	চারু মেখল	চারুমেখল
১০	২১	পাসান কুট্টিম	পাসানকুট্টিম
১১	৯	নঅন কজ্জল	নঅনকজ্জল
১১	১৬	নঅরহ্নি করোপরি	নঅরহ্নিকরোপরি
১১	২১	অষ্টধাতু ঘট নাটাঙ্গার	অষ্টধাতু ঘটনাটাঙ্গার
১১	২১	ক্রেস্কার	ক্রেস্কার
১২	৫	পৃথীচক্র করেও	পৃথ্বীচক্রকরেও
১২	১৮	জোব্বণ গুণে	জোব্বণগুণে
১২	২২	বে সাহই	বেসাহই
১৩	১	সর্ব্বউকেরো	সর্ব্বউ কেরা
১৩	১৩	কহঞোকা	কহঞো কা
১৪	১০	বীচবিবর্ত্ত	বীচি বিবর্ত্ত
১৫	৮	ততোবে	ততো বে
১৫	১৭	বহুঁতো	বহুঁ তো
১৫	১৮	তুরক্কেকা	তুরক্কে
১৬	৭	সব্ব সৃসঁ	সবসৃস
১৬	৮	অবিবেক করীবী	অবিবেককরীবী
১৬	৮	কাপাচ্ছাপত্রদালেলে	কা পাচ্ছাপত্রদা লেলে
১৬	১৪	দদস	দ দস
১৬	১৫	হুকুম	হুকুম
১৭	১৪	দুরহি	দুরহি
১৭	২২	থান	থান
১৮	১৪	সোহস্তা	সোভস্তা
১৮	১৮	উথিমিত্ত	উথি মিত্ত
১৮	১৯	ভর্ব্বকই	ভব্বকই
১৮	২০	বলওঠ মাহিঁ	বল ওঠমাহি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	১	দববালও	দরবালও
১৯	৩	খোআর	খোআব
১৯	১০	বার্ত্তাকে	বার্ত্তা কে
১৯	১৩	অপমানিঞ	অপ মানিঞ
২০	১২	খোদালম্ব	খোদাল (১৪) ম্ব
২০	১৬	পাইঅ,	পাইঅ।
২২	৭	সুবতানহ	সুরতানহ
২৩	১০	অগ্নিধস	অগ্‌গিধস
২৩	১১	মারি কর	মারি কর
২৩	১২	ভোগি	ভাগি
২৩	১৬	কিঅ উথল	কিতউ থল
২৩	১৭	সংকহুঅ	সংক হুঅ
২৪	১২	চান্দন কমুলে	চান্দনক মুলে
২৫	১৪	পাণি গ্রহ	পাণিগ্রহ
২৫	১৫	দধীচি করো	দধীচিকরো
২৫	১৭	অংমমুহ	অংমুহ
২৬	৯	ধুঅন	ধুঅ ন
২৬	২১	সন্নগ্‌গহ	সন্ন গ্‌গহ
১৬	২১	করমান	ফরমান
২৭	১	রিপুমলী	রিপুমণ্ডলী
২৮	১২	ইথি্‌থন	ইথি ন
২৮	১৩	সংপলিঅ	সংপ লিঅ
২৯	১	দম সথি	দমসথি
২৯	৭	থন চারকই	থনবারকই
২৯	১৭	বিপথ্‌খ কেন মেন	বিপথ্‌খ কেনমেন
৩০	২	খোরে	খোর

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	১২	পাঠ	পাট
৩০	১৫	সিন্দুপার সম্ভূত	সিন্দুপারসম্ভূত
৩০	১৯	অচ্ছোলিল	অচ্ছোলিল,
৩১	২	রাঅ গিরি	রাঅগিরি
৩১	৩	সর্ব্বজা	সবব জা
৩১	৯	উলটিকরবট্টদে	উলটি করবট্ট দে
৩১	১৫	কাঁচ মাসুক বহুকরভোজন	কাঁচমাসুক বহু কর ভোজন
৩১	১৭	ধাবাথ	ধারাথ
৩১	১৮	বগলকরোটী	বগল রোটী
৩২	৩	মিসিমিলকএ	মিসিমিল কএ
৩২	১৭	পিউঁ বাউঁ	পিউঁবাউঁ
৩২	১৯	ভোঅনভথ্খন ছোড়	ভোঅনভথ্খন ছাড়
৩৩	১২	বুঝঝা বই	বুঝ্ঝাবই
৩৩	২২	অত্ততাক	অত্ত তাক
৩৪	৮	পরিএহু	পরি এহু
৩৪	১১	উঁঠ	উঁঠ
৩৫	৬	কাকুমন্ত	কা কুমন্ত
৩৫	৬	অপ্পিয়	অপ্পিঅ
৩৫	১৬	সম অনিঞ	সমঅ নিঞ
৩৫	২০	পর বল-ভঞ্জন	পরবলভঞ্জন
৩৫	২১	অকথ সনানে	অকঅ সনানে
৩৬	৭	পই সথি	পইসথি
৩৬	৮	হরি আইত সম্মে	ফরিআইতসম্মে
৩৬	৯	টংকারভাবনহমণ্ডল	টংকারভাব নহমণ্ডল
৩৬	১১	বিক্কম গুণচারী	বিক্কমগুণচারী
৩৬	১৮	মগ্গে	মগ্গে

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭	৬	গত্র	গত্র
৩৭	১২	কাঙ্ক	কঙ্ক
৩৭	২২	বহু	বহু
৩৮	৩	সরাসান ভিন্না করে দে ইসানো	সন্নাসানভিন্না করে দেই সানো
৩৮	৫	তয়ঙ্গো	তরঙ্গো
৩৮	৭	বিফোরিথা	বিফোরি থা
৩৮	৯	বে আবহ	বেআবহ
৩৮	১৪	সবীর	সরীর
৩৯	১	পলাটিকহু	পলাটিহুঁ
৩৯	১৪	কন্ন	কপ্প
৪০	৩	কিত্তিমম	কিত্তি মম

Kīrtilatā

CHAPTER I

"Father let me have that lotus-stalk from the
celestial stream."

"O son, it is not a lotus-stalk but a big snake."

Hearing this, Ganeśa began to cry and Śambhu to smile. Let the interest evinced by Pārvatī in this little incident protect you.

I bow to the lotus-feet of Śambhu who dispels the darkness of ignorance by his three eyes, representing the moon, the sun and fire.

May Bhāratī protect you. Bhāratī who is the source of the knowledge of all things, who dances on the stage like human tongue, who is the flame of the fire of true knowledge, who is the resting place of humorous sayings, who is like the celestial stream in which the nine *rasas* play like ripples and who is the honourable companion of fame, which lasts to the end of the world.

In the Kali era poems are to be found in every household, hearers of poetry are to be found in every hamlet, critics are to be found in every country, but patrons are difficult to have.

The king Kīrtti Siṃha is a good lover of poetry, a good critic and a good patron. Let Vidyāpati write a good poem about him who is a poet too.

(SANSKRIT ENDS AND THE VERNACULAR BEGINS)

[*Dohā*]

The three worlds are a field. How can the creeper of fame spread over it unless a scaffolding is raised with literary works for its posts. A poem, whatever its merit, is good to me when it has an established reputation. The wicked will find fault with it in a spirit of levity but the good will appreciate everything. The good man will appreciate my poem and the wicked will cry it down. The snake, forsooth, will vomit poison and the moon will pour nectar. The good think in the inner recesses of their mind and make friends of all, but if a wicked man points out real defects, he is not an enemy.

Ridicule aimed at the young moon and the language of Vidyāpati cannot touch them, because one adorns the head of Hara, the supreme god, and the other charms the mind of all who appreciate poetry. How am I to remonstrate, how am I to make the beauties known, how am I to infuse the appreciation of poetry into minds impervious to it. If my language is delightful, he who appreciates will praise it. The bee smells honey that is in the flower and the critic under-

stands the art of poetry. The good are for doing good to others but the wicked are always dirty in their heart. Learned men think of Sanskrit, nobody appreciates the beauties of the Prakrit; the vernaculars are sweet to all, the Apabhraṃśa is equally appreciated.

The female bee asks her mate: "O bhṛṅga, tell me who is the best in this world? Who is the embodiment of heroism and who regards honour as dearer than life? If any hero has been born, O dear, tell me his name. If you speak of him with fervour and in plain terms, I am here anxious to hear. If there is any one who loves fight with valiant opponents for fame, whose heart is bent on virtue, who never speaks in a supplicating mood even in danger and difficulty, who is naturally cheerful, whose wealth is shared by good people, who forget his charities as one forgets one's enemies, he is really a hero. These are his characteristic attributes. He deserves all praise".

Bhṛṅga says: "If a man has manly qualities he is to be called a man. A man should not be so called by the mere fact of his birth. The cloud is called "the giver of water" because he really showers water. A huge quantity of smoke will not be called a cloud or a giver of water. He is a man who has a sense of honour, he is a man who can acquire property. The others have the form of a man but they are really tailless beasts. That is the story of a man of which the rehearsal produces merits, gives happiness, good food, pleasant gossip and

makes the meritorious hearer go to the gods in heaven. Vali rājā was a man whose history people are eager to hear. Rāma was a man because he killed Rāvaṇa by the strength of his arms. Bhagīratha was a man because he emancipated the whole of his race. Paraśurāma was a man because he destroyed the kṣatriya race. If you are to praise a man, praise Rājaguru Kīrtti Siṃha, son of Rājā Ganeśa, because he avenged the death of his father by crushing his enemy in a battle".

Bhṛṅgī says : "The story of the Rājā will be delightful to hear, dear, do not keep it a secret. Of what dynasty was he a king and who is Kīrtti Siṃha ?"

Bhṛṅga says : "He belonged to the Oinī family who studied the abstruse philosophy and the Vedas, who combated poverty by three kinds of gifts, who understood the great Brahma and the supreme God, who with their wealth amassed fame and fought battles by the strength of their arms. The family is well-known in the world. Who has not served it ? You will not get in one place two things, namely, work of a ruler and that of a brāhmaṇa. These have surpassed by their gifts Vali and Karṇa of old, they never became dependent on others, they never sent away suitors from their door, they never liked anything but truth. Many have passed their lives by serving them. Tell me by what means can I speak of the greatness of this family. In this family was born a Rājā like Kāmeśvara of ready wit".

[*Chappayi*]

His son was Bhogīśa Rāya, like Indra in his enjoyments of the good things of the world. His splendour was like that of fire when offerings are poured into it, yet he was as beautiful as the god with flowery arrows. He was known for the grant of his lands as the fifth (of the celebrated munificent men in India). The Emperor Firoj Shah honoured him by the epithet of "my dear friend." He attracted to himself all classes of men by his prowess, by his gifts and by the qualities of his head and heart, and he spread all over the world his fame, as spotless as the Kunda flower.

[*Dohā*]

His son was Gaṇeśa or Gaṇeśvara. He was trained in politics and in judicial work. He sent to the ten quarters the story of the flower of his fame. He was great in gifts and always pleased his suitors. He was great in honour because he always destroyed the greatness of his enemies. He was great in magnanimity in which he left Indra far behind. He was great in fame because he governed the whole earth. He was great in beauty for even the great five-arrowed God may be equal to him in appearance. Gaṇeśvara, the famous son of Bhogīśvara, was the guru of the world.

[*Gadya*]

Of his sons, the Yuvarājas, the purest was Mahārājādhirāja Vīra Siṃha Deva who had innumerable good qualities of head and heart. Like Paraśurāma he fulfilled every word of his vow. He was the auspicious home of poetry and in poetry he was Kālidāsa himself. When powerful enemies with large armies of fighters made the battle-field a confused mass of men, he became irresistible for his valour and in the expertness in archery he was an incarnation of Arjuna. He was a votary of Mahādeva and he was very particular in the discharge of his duties as a king.

His brother younger but greater in character was Rājā Kīrtti Siṃha. Let him live long, govern the world and uphold Dharma. With him can be compared only one man, Vikramāditya, of immense powers. By his valour he pleased the Emperor and crushed the pride of wicked people, and by avenging the death of his father he satisfied the ambition of the Shah. When his army met the powerful army of his enemy, the dust raised by the hoofs of the horses on both sides was spread in the atmosphere by their confused encounter and by the stamping of their feet; therefore the day became like night with thickness of darkness. He caught the goddess of Victory by her hand like a woman going to her lover in the darkness of midnight. He uplifted the rāj which was sinking deep. He knew the effects of the three

powers, that of prestige, that of munificence and that of knowledge. Prosperity was leaving him in anger and he brought her back. Doing all this, he saved the pride of his family and spread on all sides his fame as white as the foam of the sea of war with heaving waves of water.

[*Sanskrit*]

The lady of fame of Rājā Kīrtti Siṃha may surpass the digit of the moon, because the digit of the moon plays on the head of Mahādeva and fame plays on the heads of the Rājā. The digit has the white ashes on the body of Śiva as her ornaments while fame brought in her train immense wealth which adorned all sides.

Here ends the first branch of the creeper of fame by Vidyāpati.

CHAPTER II

Bhṛṅgī: "How did the enmity arise? How did Kīrtti Siṃha suppress it? O dear, tell me the auspicious story. I will hear it with delight."

Bhṛṅga: "When 252 was written of the era of Lakṣmaṇa Sena, in the month of Caitra, in the fifth day of the moon, in the first fortnight, the avaricious Asalāna was defeated by the prowess and skill of Gaṇeśvara. But sitting by his side Asalāna killed the confiding Rājā. On the assassination of the Rājā there was cry for war and the world was filled with lamentations. The left eye of the ladies of the celestial capital began to throb. The Ṭhākuras or feudal chiefs became cheats. Thieves occupied wealthy mansions. Slaves oppressed their lords. Dharma sank into doubt and difficulty. The wicked began to lord it over the good. There was no one to judge properly. Good and bad castes began to intermarry and the low began to beat the high. There were no literary men, and good men became beggars and began to roam in quest of alms to various houses. When Rājā Gaṇeśa went to heaven all that was good in Tirhut disappeared."

After killing the Rājā, when his anger subsided, Asalāna was very much ashamed in his mind and he considered that he did wrong. He thought of right and wrong, and began to shake his head. For the atonement of this sin he did not find any other

merit but that of returning the Rāj, and honouring Kīrtti Siṃha.

But the lion-hearted and honourable Kīrtti Siṃha ready to avenge the wrong did not accept the Rāj offered by the enemy. The mother pleaded, the elders pleaded. The ministers and friends gave him advice: "You should not do this at all. Who is there that resolves upon taking revenge throwing away the proffered kingdom. For his own benefit Rājā Gaṇeśa has gone to the celestial city in the company of Indra. You better make a friend of your enemy and enjoy the Rāj of Tirhut."

At that time, when mother, friends and the public were urging this way, the lion of vengeance sleeping in the cave of his heart awoke and in anger Kīrtti Siṃha began to speak:

"O my men, your sorrow is unmeaning. You have so soon forgotten your lord. You are experts in tortuous policy. Hear what I have to say. Mother says that her mind is unsettled and the minister speaks of royal policy. I love but one thing—the conduct of a hero. Meals without honour, rāj offered by an enemy, and life as a dependant all three lower prestige. He who is not sorry when insulted, he who does not know the secrets of the sword of giving, he who does not think that doing good to others is meritorious is blessed indeed! He has no heart and he lives a blessed life.

It is impossible to say anything for certain, but my firm resolve is that I shall take the citadel of my enemy by storm. I have an elder brother, he is my guru and he has a clever minister. I take my vengeance on the assassins of my father but will not accept the kingdom given to me. I will fight bravely in war but will not seek emancipation as a dependant. I will destroy poverty by munificence, but will never say 'no'. I will show cleverness in marching against my enemy but will never display my attachment to the low and the wicked. I will keep the pride of the race, but as long as I live, I will never have any intercourse with them. Let my friends remain or go, even let my rāj remain or go. Vīrasiṃha ! this, I tell you, is my firm resolve."

They agreed, they united, the two brothers came together, the two men clever in everything noble. People thought they were Kṛṣṇa and Balarāma or Rāma and Lakṣmaṇa. Such is the injustice of Providence that the two royal brothers went on foot. Who is there that did not shed tears at the sight. They left behind them their dependants and other members of the family. They gave up the enjoyments of the rāj, separated themselves from their tenants and left their horses behind. They touched the feet of their mother. They gave up the love for motherland, they left the wealthy men in their rāj, they left young wives, they left much wealth behind. They proceeded to the emperor, the two sons of Rājā Gaṇeśa.

[*Bolī*]

The two princes are going on foot. Say Hari! Hari! O men. They left behind many roads and fields. In some places they did not get a place to live in. Wherever they went, in whichever village, they obtained royal reception without spending a cowri. In some places people trembled at their sight, in other places they came crowding to see them. In some places people gave them money to keep by. Entering some habitations they got litters, in others, they waited for servants. In some, they got loans, in others they got free labour to carry their luggage. Some carried them across a river. Some showed them the straight road. Some entertained them hospitably with great modesty. In this way in many days they came to the end of their journey. Prosperity depends on enterprise and success on boldness. Wherever a clever man goes he gets what he wants.

They found at that time a city named Jaunpore, delightful to the eye and the resting place of prosperity.

[*Chandaḥ*]

They saw the city washed by a river on all sides serving like a waist-band to it. There are stone pavements, water-ways through walls in which water is poured from above. There are gardens with young leaves, flowers, and fruits, beautiful with mangoe and campaka. There were vakavāras, culverts, embankments, ponds and tanks

and small houses. There are roads and lanes of various sorts in which one is at first bewildered and then becomes clever enough to unravel their mazes. There are flights of steps, gates, springs and windows in different places. There are thousands of temples of Śiva white-washed with lime and decorated with golden water-pots at their tops. Women with the gait of an elephant in rut and with eyes like the petals of land lotuses were looking askance at the foreign merchants at the crossings. The merchants are selling camphor, saffron, scents, chowries, black collyrium and clothes on good profit and fools are purchasing them at that price, every one is spending his time in honouring guests, in making gifts, in marriages, in festivals, in songs, in dramatic performances, in reciting pcems, in doing hospitality to guests, in showing modesty, in deliberation and in fun. Troops of merchants are roving in the streets, sporting, laughing and seeing sights. Elephants and big horses are crowding in one place and separating, and passing through streets and lanes. Then again, passing with the sound "Ṭhab Ṭhab" in that city, roaming in hundreds of fairs and roads, playing in suburbs and crossings, they saw gates, *vakahati* projections of roofs, rows of shops, palaces, water spouts, pressing mills, and *ghāṭs*. What am I to say about the various dispositions of buildings and masonry works? It seems as if it is a second incarnation of the celestial city. They first entered into a *hāṭ*.

There was a tremendous noise proceeding from the works of eight-metals, from the spreading of bell-metal articles, from the sound of "kreyn" from bell-metal works, from the happy conversations in the *hāṭ* of paddy, *hāṭ* of gold, *hāṭ* of betel, *hāṭ* of cooked food, and from fish-market in which *hāṭs* and markets are to be found enough articles for consumption by the entire body of citizens. But the noise there, proceeding from different quarters, is but of no consequence when compared with the tumultuous noise of the whole city which may be compared with the rolling of the sea in deep whirls as if encroaching upon the beach. The air is full of the noise.

At noon the crowd was immense. It appeared as if articles of the whole earth had come to be sold. Men's heads were pressed one against the other. Their limbs pressed. One man's castemark (*tilak*) on the forehead was placed on another's. Women's bracelets broke in the press of strangers flocking together. The holy thread of a brāhmaṇa was seen hanging on the chest of a *Caṇḍāla.* The breasts of public women pressed hard on the chests of yogīs with braided hair. Crowds of elephants were moving, many poor fellows were crushed under their feet. The noise was like that of a series of whirlpools. This is not a city but an ocean of men of all sorts come to ransack the *hāṭ* of merchants. Everything is sold in a moment and everybody gets something to

purchase. Public women foremost in beauty, youth and accomplishments, spreading their charms on all sides, were sitting like fixtures in the rows of brothels in hundreds and talking to their female companions. Every one, on some pretext or other, would like to have a talk with them. Those who have opportunities of a *tête-à-tête* sell their soul to them without reserve. They sell their pleasure for a glance and their only profit is pain. Every one of these women has eyes like lotuses and she looks askance. She likes enjoyments by stealth and shows as if she is afraid of some one else. Many Brahmans, many Kayasthas and many Rajputs of various denominations, in fact, various castes live there in wealthy mansions. All are good men, all are wealthy, and the governor of this city is above them all. Look at their faces and it would appear as if the moon is rising in every house.

One *hāṭ* they leave behind and enter into another. Walking near the high way, the royal brothers found many public women living. Viśvakarmā had great difficulty in moulding their beautiful frames. What shall I say of another speciality. The ranges of smoke produced in scenting their hair go even above the Pole Star. Some suspect that the spots in the moon are formed by the black collyrium of their eyes. Their modesty is artificial, their youth is not genuine, they show love for money, they show meekness to satisfy their greed, and display

lustfulness pretending to charm their husbands. They have no husbands yet they wear the vermilion-mark to show that they have them. They wish in the heart of their hearts to take a good man and when such a good man presents himself they accept him as a paramour with all honour. The clever and treacherous Cupid lives in these brothels.

The public women were found decorating their persons, marking their faces with dots of variegated colours and with leaves in paint, donning rich clothes, dressing their hair, spreading and combing it, sending female friends on their errands, looking at men with a smile playing on their lips. They were extremely clever, very modest, and tender, spare in shape, some old, some young, all barren, astute and fond of cracking jokes. When people see these beautiful ladies they think of neglecting the other three for them (Dharma, Artha and Mokṣa for Kāma). In their head of hairs are flowers, as if darkness is laughing at the moonshine of the faces of honourable men hanging down for shame. Their brows break at the corner of their eyes as if the small fish are playing in the whirlpools of black streams. A very thin mark of vermillion shows that they are chaste and not sinful but that they have just come under the influence of Cupid. Some gallants brought a spotless beauty with thin waist by winning a gambling match. But that this waist is breaking

with the weight of the breasts and it (waist) is casting its eyes in such a way as to call the three worlds to help it in upholding the weight. The ornaments given by the king are ringing charmingly, some entertain hopes to get the breeze of the end of their clothes. Excepting cowherds and stupid villagers, all the citizens are pierced by the arrows of the Cupid darted through their crooked eye-brows.

All women are clever, all men are well established in life, through the influence of the prosperous Ibrahim Shah, they have no anxiety and no sorrow. The eyes feel delighted by seeing these citizens and everywhere hospitality is expected. O wise reader, for a moment fix your attention, I will say something about the Turks or Musalmans.

[*Chandaḥ*]

Then the princes entered the market where there are lakhs of horses and thousands of elephants. In some places are to be found crores of ruffians and in others male and female slaves. In some places at a distance are sold the Hindu ruffians, in some places *kujā* (drinking vessels) are spread on the section of the bazar and in others are the shops of bows and arrows. In some place both sides are full of money-changers and in other they are weighing onions and licks. They are purchasing many and many slaves and when Turks met Turkas there are many salams. They are selling *khisā*

[a cover of the palms] and bright stockings. Amirs, Ballīrs and sailors and khojas are roving every where. They are saying "Abe-be", drinking wine, uttering 'kalīmā' and living in conversations.

They are embroidering cloths, filling up musjids and reading books. Their number is infinite. They with great zest take the name of Khodā and eat up pills of bhāng. Self-asserting people get angry without any cause and bawl out "ko hāy". Turks and Tokhars enter the *hāṭ* and go their round asking *pheḍā* or small gifts. They look askance, press their flowing beads and spit on the ground. They declare everybody's wine to be bad and bawl out "bāḥ bāḥ." What am I to say about their want of propriety? They roam about taking with them foot-soldiers of the emperor. The songstresses impassionately sing Jākhari and Turkānī careless of all other considerations, dance the *carakh* nauch or whirling dance. Saiyad distributes sweets, every body eats the crumbs of victuals of others. The Darvesh pronounces his benedictions, if he does not get anything he levels abuses at the devoted heads of the people. The holy man does not speak; listlessly he spreads out his hand, and people give him ten times as much as they would give to others. What am I to say about the proclamation of orders by the Khundkar? He protects his own interests and harms others.

[*Again*]

Hindus and Turks live together. One reviles the religion of the other. In some places you hear Ājān and in others the Veda. In some places they live in perfect amity, in others they quarrel. In some places there are ojhās or teachers, in others khojās or eunuchs. In some there is nakat and in others rojā. In some places kūjā, in others copper vessels. In some Nimāj, in others Pujā. Many powerful Turks in undertaking a journey compel men to serve them without payment. They fetch a brāhmaṇa boy and place beef on his head. They lick out the caste-mark on his forehead and tear asunder his holy thread and ask him to mount a horse. They prepare wine with pure *uḍidhān* (the holy nīvāra of the Hindus). They raise masjids with the materials of temples. Graves and temples fill the earth ; there is no space to put one's foot on. The language of the Hindu is given up and even the lowest Turk is displaying his pluck. The pasture lands of the Hindus are swallowed up by the Turks, who are greatly pleased with their produce. With prestige, let the Sultan live for ever. The two princes roaming from one market to another with a view to satisfy their curiosity entered the Durbar.

[*Chandaḥ*]

The crowd was so great that dusts of various colours filled the sky. The Turks of the country of the Khāns came, crushing stones under their feet. Great rājās from distant lands covered the door and the gate. They wanted shade or protection, did not get it, and showered abuses how much I cannot say. The rulers of the earth come, spread themselves in groups under the protection of *Sayyads.* They sit in the Durbar, day after day, get no audience even in a year. Khāns and Umārās of good family know the mahal fully. They go to salute the Sultan without intimations and come and go at pleasure. Small Rāṇās, Rāuts, and Rāṇās have come from the shores of the sea, from mountains, from distant islands and from the ends of quarters for business with the Sultan; they remain statisfied by reaching his door. Stationed there they count their *biruds* or titles, they see the Bhaṭṭas and Caṭṭas, they mark the mental attitude of the men that come and go and do work for the Sultan. The Princes of Telang, Bang, Cola and Kaliṅga well dressed, speak their own languages, speak of their own valour just as royal paṇḍits. Many Rāuts and princes come and go decorated with rich dresses. They are good in wars and like *gandharvas* they charm other people by their beauty.

This is Khas Darbar. This is above all the world.

If one can be true to his own self even the poorest of the poor can rise to wealth. The friends, the enemies and every one have to bow down their head before the Sultan. Whoever comes gets place and favour and when he goes he goes speaking well. As soon as one rises he knows the strength of his fortune or misfortune. This Sultan is above all people, above him is the Karatāl or god.

What a wonder it is. In that corridor there is the wall and the place of the door-keeper. In the midst of this Darbar they saw *Dardālāns*, water-houses, Nimāj house, eating house and sleeping house. The mind is delighted at the sight. Every one says "good", as if Viśvakarmā on the pretext of building this palace has prepared such a house—with diamond for its material and with golden water-pots for its decoration ; that 28 hoofs of the seven horses of the sun's chariot sound on its roofs. It has pleasure gardens, flower gardens, artificial streams, artificial hills, shower-baths, fanning machines, pleasure houses, Madhavī groves, squares for rest, museums, swinging flower-beds, jewelled lamps, moonstones, painted leaves in four kinds of scents. The princes taking intelligent people into their confidence and asking them meanings and uses of things came to know all about the mahal.

Seeing the Darbar with distant corridors, resting for a time, making acquaintance of good men, drawing respect towards themselves, attracting men's attentions,

knowing the ins and outs of the palace, asking questions from the qualified, and at the same time, clever men, who gave them hope ; on that day at dusk they went to a brāhmaṇa's house in the midst of the city and lived there.

[*In Sanskrit*]

At dusk (Sandhyā) Lotus-flowers fade like the faces of queens of hostile kings sinking in their misfortune [for opposing Kīrtti Siṃha]. But Kīrtti Siṃha with folded hands, by his continuous pious gifts, which can be offered only when the Sun is up in the sky, and by distributing alms to brāhmaṇas by the hands of others has made the dusk [Sandhyā] as not dusk ; may he protect the earth for a long time to come.

Here ends the second branch of the creeper of fame by Vidyāpati.

CHAPTER III

Bhṛṅgī asks again : "O dear, when you are speaking, nectar fills the ear. O splendid man, tell me—speak again the subsequent story."

Bhṛṅga says ; "The night came to an end. It was dawn. The sun dispelled darkness and the lotuses laughed. Sleep left the eyes, the Rājās rose and washed their faces, went to propitiate the Vazir and talk to him of the business in hand. If the lord is agreeable we may receive the Rājā. Then the ministers made the proposal to the Emperor. On an auspicious moment they had an audience with ease by presenting a horse and some cloths. Their sorrow and despondency came to an end. The lord became favourable and asked for good news. Kīrtti Siṃha after making many bows began to give him all news. This is a festive day to me, an auspicious day, a good day and a good moment. I am today a worthy son of my mother and the objects of my life have been fulfilled today, because I have got the foot-board of the Emperor. There are two pieces of ill-news, one is that your prestige has not been as high as it ought to be and the other is that my father Gaṇeśa is gone to the other world, to Heaven. I do not want any order. Let

the Sultan take Tirhut. I speak of another matter trembling. You are here and there is Asalān. He threw away your farman, killed Gaṇeśa Rāy, sat on a conquered throne, held the umbrella over his head, drained Tirhut of its resources, and fanned himself with chowry. Still you have no anger for him and he is ruling the kingdom. You can now dismiss the feeling of resentment. There are two kings, the unchaste earth is one woman. She cannot bear the weight of two kings. She will become lifeless beaten by both. Your prowess is well-known on earth, all kings at every opportunity come in great numbers for the purpose of serving you. Your gifts have filled the earth, people sing your good deeds. It may not be derogatory to you, it may not be intolerable to you to hear the name of an enemy. Other poor fellows—what can they do ? When you are the proper receptacle of heroism.

Hearing this the Sultan got angry. The hairs on his head stood on their ends, his eye-brows became contracted, his lips quivered and and his eyes became like red lotuses. It was there and then that he ordered that the Khāns and Umārās should go with him to Tirhut. The Sultan became angry. There was a tumult in the Darbar, men and attendants began to move about and the earth began to shake under their feet. The Earth became hot, in every mind there was fear, the distance was great, the war was arduous. Every one became anxious ; perhaps

Laṅkā will be set on fire. All cracked people, all cheats and all discontented rebellious spirits and all crooked men began to boast that they would go running and arrest Asalān. The two brothers were very much pleased, they came out after taking their *khelat*. After this there was some confused news about the Sultan.

The army was mobilized for the east, but it marched towards the west. Who knows the dispensations of Providence? When one thing is planned, another happened. The kings thought at the time "we are put to shame". Our project has failed this time. We should have to work again to attain success at some future time. When they were discussing these matters the minister of Śrīmad Vīra Siṃha Deva, after observing the faces of the Princes hanging with the weight of anxiety, said :—Such is your prowess that these things should not be taken into consideration. The work of a Rājā's family attains success with difficulty, therefore do not be very anxious. I will remove the doubt by asking our friends. Success depends upon Providence, but you do what a man should do. Be bold and enterprising. If enterprise does not bring success, what is the good of despondency? The only good points of a brave man are energy and perseverance. He is an experienced ruler; you have high qualifications. He is virtuous and you are pure in your

character. He is well disposed and you have been depriv-ed of your Rāj. He is a conqueror and you are brave warlike men. He is a Rājā and you are without a rāj. He is the Sultan who rules the earth and you are only princes. If you serve him with one mind a remedy is sure to come.

Just at the time there was a tumultuous noise. Who knows the strength of the army? The earth began to shake like a lotus leaf. The Sultan's convey-ance is moving.

Niśi Chandaḥ Pālam

The Taktan of Sultan Ibrāhim proceeds. The tortoise begins to shake, the earth becomes empty. There is no end to the strength of the warriors. Hills tremble, the earth trembles, the serpents [in the nether world] are terrified. Hundreds of *tabalas* are sounded, so also *bheris*. The clouds of dooms-day cover the Rāj, overpowering everything else. Lakhs of Turks laugh to their hearts' content and spread fire—with swords in their waist-band, they capture respectable people. The enemies fall at their feet and look towards the road and fly away. In their homes fear upsets everything. They have no sleep. When the Turks fight with swords in hand in their pride even the whole of the celestial city falls in a swoon with fear. In a sportive spirit they capture enemies and throw them at the feet of the

Sultan. In the same sportive spirit again they humbly take charge of them in their own hands. The Emperor proceeds to conquer the world in all the quarters, in islands and countries. He was entering impenetrable places demanding tribute in the interest of the two princes.

He takes prisoners in strange lands, sets hills and cities in flames, pursues the beaten enemy to the other side of the sea. He kills the enemies who leave all their property behind and advances on the way. He reaches one place and destroys ten places in the vicinity. How can the rulers of earth withstand the attacks of Ibrāhim Shāh. If they cross over mountains and seas, they are caught without delay. The only way to save one's life is to become a subject. Wherever the people submitted, no one could touch them any more. Even if there is a very small difficulty, the whole army will present itself with promptitude.

The Nāyaks or small officers entertain the services of thieves and throw the blame on other people's heads. They purchase a seer of water, strain it in their clothes and drink it off. For a drink they pay in gold coins. Fuel sells at the price of sandal-wood. Much money fetches a small quantity of food-stuff. They purchase ghee in exchange for horses. They give away male or female slaves with a view to rub their body with mustard oil.

The Princes thus went long distances performing

feats of valour, in many places subsisting on fruits and roots only. Travelling with Turks they had a good deal of difficulty in preserving their *ācāra*. They had no money. They became lean and their clothes old. The Yavanas are naturally hardhearted. The Sultan never thought of what happened to them. They had no wealth, they had no trade, no commerce. In a strange land no loans were procurable. They were proud of their position, they cannot even think of begging. Born in a royal family they cannot submit to that humility and cannot say "no". They, after serving the Sultan, became hopeful of success but as ill luck would have it, their expectations were not fulfilled. Alas! what can great men do? They were counting fasts by fours. The dear ones do not think of them, the friends do not think, meals they do not have, servants leave them for their hard lot. Horses did not give up grass but they were daily placed in more and more difficulty. Still one man did not make any mistake and he was Śri Keśava Kāyastha and also Someśvara. They remained silent though in great misery. They were experienced merchants. Their dealings were strictly honest. Not caring for the conduct of servants and friends they waited on the Princes. Even in the highest extremity of their misery, the two Princes, though ashamed at heart, heard from these faithful men topics like the preservation of the purity of their

ācāra, the test of good qualities, the conduct of Nala, the habits of Rāma, the love of gifts, the brave deeds at their marriages, their energy before which all obstructions vanish and the comparison with Vāli, Karṇa and Dadhīci. Once at this time the Rājā and Kīrtti Siṃha thought "we are in such extreme misery. If our mother hears of this, will she live ?"

[*Chandah*]

There is the minister Ānanda Khān who knows the secrets of peace, war and sowing dissension. There is Śrī Haṃsarāja, a friend of spotless character, who can throw away his all for our work. There is brother Rāya Siṃha like a furious lion in his prowess at war. There is minister Govinda Datta of high character. It is difficult to speak of the greatness of his family. There is Hara Datta a votary of Śiva, who is like Arjuna in war. These will console mother and she will be able to bear up with her sorrow. Danger can never enter into the houses of those who are popular. Press on the Sultan, and he will devise some means however trifling. He will not remember unless told, but how long will the Princes suffer. Those who bravely entered the war-path, those who played with the fire, those who pulled the lion by the mane, those who caught the hood of snakes, those who resisted the angry God

of death, let the Sultan know of the two brothers. They will not live. Tell the Sultan : your affection for them will remain, but they will not live to enjoy the honours conferred on them.

Thus times were changed and everything took a favourable turn. Again Providence was propitious to them and their misery and want were at an end. The armies reached Tirhut in high spirits. The object of the Shāh bore fruit and order was issued. What is beyond the power of those to whom the Sultan is favourable ?

[*In Sanskrit*]

Let the king Kīrtti Siṃha, all whose daring deeds were crowned with success, prosper,—Kīrttī Siṃha whose strength destroyed the circles of emenies, whose fame was as white as Kumuda, Kunda and the Moon and whose prosperity was proclaimed by the two Chowries playing on the horse.

Here ends the third branch of the creeper of fame composed by Vidyapati.

CHAPTER IV

Bhṛṅgī asks again: "O dear tell me, tell me, you are telling me all, tell me whom did the army attack? How was Tirhut made pure and how did Asalān act?

Bhṛṅga says: "I will speak of the achievements of Kīrtti Siṃha, O dear, you lend me your ears. He moved the Sultan without wealth, without men and without difficulty. The two Princes were great and Asalān was also great. For the Sultan came for the two against the one.

At the order of the Sultan there was a tumultuous rush like that on the road to the sea. The noise of over a lakh of foot-soldiers and their war music rent the sky and the fortune of the enemy turned back. In the midst of the army war music was struck. Elephants, horses and men crowded together. The prison was placed in the rear. The noise of preparation was on every side. There was no end to the splendour of the army. When the armies reached Tirhut, Rājā Monohar took care of the soldiers there. First of all came ready the crowd of foot-soldiers. Thus advanced the army in four arms.

[*Chandaḥ*]

Elephants in rut proceeded in increasing numbers. They broke trees, pressed the borders of roads, made

terrible noise, and passed on in tumult. They are steady in war and look like clouds on earth, and like dark peaks of mountains. They run for the conquest of the world. They are like embodied pride and look charming, they move their ears, look like mountains. They have huge proboscis with which they press down the heads of men. They seem to have been snatched away from the Vindhyas by the Lord when Vindhya disregarded the restraint put on it by Agastya and began to increase. The elephants run and in a moment kill men. They are only restrained by the goad of the driver.

At the sound of the feet of the foot-soldiers the horses began to trot. Their hoofs sounded "ṭhop ṭhop" a sound which makes the hair stand on an end.

[*Chandaḥ*]

Many spirited young horses were caparisoned and brought out. The names of these were famous in various islands for their prowess and their great achievements. They had broad shoulders, beautiful make and fine ears. They leave elephants below, leap over them and terrify the enemies' army. They are powerful and brave. They jump in circles with four legs. They understand, in the wars of their lords, the use of various tactics. They belong to famous breeds, they neigh when angry and run with their shoulders turned.

They gallop in great pride and crush the earth under their feet. Whenever they find the enemy, they neigh loudly and forcibly. At the sound of nisāna and bherī, they trample the earth with their hoofs. They are afraid of the whip. They are swifter than the air and are decorated with chowries, they dance continually being experts in understanding musical notes. The frame of their mind is curious.

Thus again, well selected, spirited and young horses were brought out well dressed in many rows. Hundreds of thousands of horses came ; compared to their value the golden Meru is nothing. The encampment for horses was very beautiful. Their faces were curved and their eyes big, tightly were they bound and their shoulders sharp and straight. If a coward rides them he will be full of pride. They kill the enemy leaping even over mountains. By this means they leapt over the river of the fame of their enemies and thereby washed all the four of their feets in that water. When they display various motions such as *muralī*, *manārī*, *kuṇḍal*, and *maṇḍalī*, it appears that the god of the air sits on their legs. There are lotus-like marks on their face ; they appear to be sandal mark of fame on the forehead of their owner. Young foals were even more spirited. They became youths as it were by their bravery and pride. They were, so to say, employed to drive the chariot of the sun from the other side of the ocean. When they run, the god of wind goes

after them (lags behind), even the mind they surpass in velocity, they make the horses of the Sun lag behind. When they roam on the field of battle the whole kingdom seems to roar. They dance in various ways. They overshadow the prestige and prosperity of the enemy and they fulfil the desire of the rider.

The Sultan rode on such a horse with the banners and chowries spread over. His horse was selected from among the many for their wonderful achievements. Knowing the ins and outs of the royal house, the two Princes, as a sign of their royalty, got two horses. Every one who went near them praised them and the enemy flew away from afar. Young and spirited horses traverse all the quarters, and the young Turkish horseman sounds the whip as if he is breaking a bamboo. They filled the quivers full with arrows. They tied the string in the bow with great pride and vanity. The army proceeded without intermission. How many? Who counts? With the weight of their feet they made the boar and the snake feel tired and the tortoise turned on the side.

Ten millions of archers go on foot. Hundreds of thousands of shield-bearers marched. These shield-bearers glittered in their healthy and strong limbs. They flourish their swords in a mad way. In the noise nothing is understood. It is because of the Khundkār that they fight. They eat huge quantities of raw meat. Their eyes are red with wine. They

traverse twenty yojanas in the course of half a day and they pass the day by eating bread taken in their armpit. They cut creepers and use them as bow-strings. On horse-back they cross over mountains. They find no fault in killing brahmins and kine and they capture women of the enemies' city. Young Turks laugh loudly in merriment, suddenly they begin to talk.

Many Dhāngaḍs were found going there and they were found to make a great feast by the slaughter of kine. The troops of Dhāngaḍs were very busy. Whichever direction they go the young women belonging to royal families were sold in the market. They had one chief who had many people under him. They put torn rags round their head and thus increase its volume. They go to distant and impenetrable places and light fire, they marry women and kill their children. Their only means of earning is loot and the belly is their only treasury. They prosper by unlawful means and their quarrel is their ruin. They have no kindness for the poor and no fear for the powerful. They keep nothing by for the morrow and they never settle down as householders by marrying. They have no aversion for sin and no liking for virtue. They fear no enemies and have no loyalty to friends. Their words are not steady and their morsels of food are big. They have no hankering for fame and no fear for blame. Their heart is not pure and they never

keep the company of the good. They feel no compunction in oppressing others and they never fly from war.

The soldiers were busy in their march. They do not give up eating and feasting and at the same time do not cease their forward march.

Behind them came the troops of Hindus on their march. The rājās are countless; who can count the soldiers?

The rājās from all quarters came to serve in the army. They were proud of their wealth and brave in war. The earth was too small for their pride and bravery. The sons of *rauts* march in large numbers, the earth trembling under their feet. The signs of their prowess in different directions are found on the dust spreading. The young men march, make their horses dance and speak boldly in their pride. They had red, yellow, and black chauries and had ear-ornaments hanging from their ears. They whirl, they spread, change the position of their feet as if they are changing the yoke. Nothing could be heard owing to the sound of tavala and niśana but still they attempt to impress on others the greatness and importance of their own selves. Mules and asses came in their hundreds and thousands; what to speak of buffaloes? They came by tens of millions. The riders march, the foot-soldiers march, the earth looked small. Those who were idlers were left behind. They sit in different places. They do not share in the loot of kine, and

of the valuables. Even the slaves forget them. Troops of Turks spread on all sides of the earth. Giving the Turks the opportunity to proceed, the Hindus quarrel among themselves and pass over the land. If they find an enemy, they fly like the bird *cāsara* without any consideration, just as clouds disperse at the sight of the city of Indra.

When the Sultan marched, who knows the number? The sun withdrew his brightness and the lords of the eight quarters were in difficulty. The earth was darkened by dust and the dear lady gave up the idea of seeing her lord. Indra and Chandra were anxious as to how to pass the time. Destroying forts and fields and digging the earth by their feet they proceeded. The bodies of Hari and Śaṅkara became one and Brahmā was trembling in fear. Buffalloes killed the riders and ran after men. Antelopes killing the soldiers flew swiftly. Mice and hares kept quiet owing to fear and kāsa, a bird, flew away. One used his legs and the other ate *saccāna vedi.*

In Ibrahim Shah's march whenever the army moved they killed by digging, by pursuit, and by khukhandi. No living being was safe.

Thus the army depriving the kings of distant islands of their sleep, practising theft and oppression on people stupified at the display of immense numbers, hunting, aiming with arrows, sporting in forests and waters, drinking and carousing, enjoying the pleasure

of the royal party, and passing the way, reached Tirhut, its destination, and the Sultan sat on his throne.

At that moment, bringing the two Princes and hearing them, the order was passed. How are we to live here? Asalan is very powerful. On this Kīrtti Siṃha said, "O lord, this deliberation is wrong. What is the good of giving time to the low fellow. Do you mean to make an estimate of the strength of the enemies' army! What is the good of considering the strength of the enemy. Let all see. I will ride on to him and bring you the news of victory. I will push back the rows of his soldiers and catch hold of him. If the enemy advances to fight, I will feed fat my grudge on him, even though Indra comes with all his forces to befriend him, even if Śambhu uniting with Hari and Brahmā protects him and even if the lord of serpents spreads out his helping hand". Rājā Kīrtti Siṃha under the influence of anger said "I will kill Asalan then I will be Kīrtti Siṃha and I will wash my feet with his blood, if for his life he does not turn back welcoming dishonour". Then an order was passed the best and most substantial, that Kīrtti Siṃha's whole army should be ferried over to Tirhut. Kīrtti Siṃha, the destroyer of the enemy's army, very powerful, with the gait of an elephant in rut, crossed the impetuous stream of the Gaṇḍak, the soldiers bathed and stood in rows, and martial music was struck.

Just at noon the two armies encountered on the fields to the east of the royal palace and they attacked each other. By the stamping of the feet the earth shook and the peaks of mountains stumbled down. Like the shower of rain on doomsday the swords began to break. Brave men advanced uttering the word "ve" with the hair standing on end. The waves of the tops of swords gave out flashes, illuminating all the different quarters of the earth. Still the horsemen entered the enemy's quarters with impetuous force. The elephants in rut were left behind by shield-men who advanced in front. The sound "tang tang" of the bow-string filled the sky. The lines of troops advanced and crushed the enemy's disposition of the army. The powerful Kīrtti Siṃha knowing and practising feats of valọur stood there in anger and in the pride of bravery. Striking arrows he put the shameless to shame. The whole earth saw with wonder that the bow drawn to the ear was vomiting flights of arrows. His arms were substantial and strong, any assault on it recoiled on the enemy.

[*Chandaḥ*]

The bṛave men were roaring, the circles of foot-men were breaking, the sharp edges of swords were getting blunt, and the coats of mail were being

pierced. The soldiers engaged in fight in anger, swords broke swords. Infuriated brave men were coming and running in different directions. One meets one and the prestige of the enemy was at an end. Protecting and guarding their own side they were beating the enemy. Carefully distinguishing between one side and the other they were making the enemy fight the enemy. The lines were taken off on both sides and the encounter thickened at the centre. Sword striking sword produced sparks of fire. The horseman with his sharp swords cuts the horse and the horseman at one stroke. The thunderlike stroke of the creeper crushed the coat of mail as well as the body of the wearer of the mail. The bones of the elephants belonging to the enemy were covered with blood. It became known even in the sky that Rājā Vīra Siṃha was fighting on account of the energy and enthusiasm of Kīrtti Siṃha.

Dharma was watching from the heavens and the Sultan was feasting his eyes. Indra, Chandra, Gods, Siddhas, Vidvāns and Vidyādharas were all filling the sky. The reason for watching their brave fight is that wherever the enemies assemble in strength there falls the sword of Kīrtti Siṃha who made the earth sink in a pool of blood.

[*Chandaḥ*]

Heads fall from the body, arms drop, jackals eat the bones with merry noise. The dropping body rolls in the dust, struggles for a moment and then becomes still. The cranes fly with great zest with the entrails of men besmeared with blood though these act as a net to their nails. The Pretas sing in merriment, drink human blood and swallow human flesh. Jackals were howling and the Dākinis appeared in hunger sounding the Dakkāra. The howls of ferocious animals resound far and wide. The headless trunk falls and turns violently from side to side, pierced with arrows, it throbs for a while and then life is gone. Where streams of blood flow in waves there well caparisoned elephants sink. Ferocious animals pierce the hands, limbs and heads of dead bodies, and drink the blood by turning them in various ways. But they cannot control the huge carcass of an elephant and throwing it aside go behind. The Bhūtas throw down the headless trunk, pick up the heart and dashing it into the stream of blood play jarphari. The Dākinīs Dakkāra over power all sounds of Damaru and Ḍhakkā.

Headless trunks fill the earth, such is the fight in which Rājā Kīrtti Siṃha is engaged. In the encounter of the two armies they do not care at all that their swords are broken. The trunk falls in the fight but the soul takes its flight to heaven. The pure atmos-

pheric water becomes turbid with the end of its cloth and Cupid moans in the form of a bee with its eyes moistened with love. The Gandharvas sang, dundubhis sounded ; who knows what more auspicious marks were there ! The great Kīrtti Siṃha was engaged in war with splendid bravery and the gods showered heavenly flowers on him.

Then Malik Asalan thought : All my soldiers have fled, what harm has been done to Pātishāh ? The great tree of my impolicy has borne its fruit ; misfortune has overtaken me. Still turning back I will acquire permanent and spotless fame. I will fight a duel with Kīrtti Siṃha like a lion.

[*Chandaḥ*]

So smiling, recovering strengh and turning round, he took up in his right hand a sword. Then the two began to strike one another, the edges of the swords began to be blunted at each stroke. Striking they displayed beautiful swordsmanship. The swords flashed like the flashes of lightning. The upper part of the body cut by the sword bled profusely. The whole body gushed forth streams of blood. Owing to the motions of the horses they began to strike each other in anger. All men, looking on, thought of the fights in the Mahābhārata between Karṇa and Arjuna or as in the case of Vāṇāsura,

between Krisṇa and Sambhu who fought with zest. In the meantime Mahārāja got the upper hand of Malik and Asalan of his own accord showed his back. Seeing this the rājā caught hold of him with ease. "How am I to cut asunder that hand with which you killed my father. Are you Asalan, fond of life, contemptible in mentality, bold in leaving the battle field, fie to you ! you love your life only. Where are you going, covered with shame by exposing your back to the gaze of your enemies. Go straight like the younger brother's wife from his elder brother. Wherever you can live, go and live. Let my fame spread over the three worlds that I give you your life. If you fly from fight, you are miserable and he who kills you is more miserable still. Go, go, go near the sea." Thus said the great leader with a smile playing on his face.

So he returned victorious in war, and conches blew. There were dancing, singing, play of music, the sound of the four vedas, and in an auspicious moment the ceremony of coronation was accomplished. Friends and relatives were elated with success. The Rājā got back the rāj of Tirhut. Patishāh gave him *tilak* and Kīrtti Siṃha became king.

Thus the auspicious Kīrtti Siṃha obtained prosperity which would last so long as there are the Sun and the Moon in the sky, by his victory, by crushing the enemy in war, by his bravery and the poem of the sportive

Vidyāpati would be famous as long as the world lasts—the poem which is the birthplace of sweetness and is instrumental *in spreading fame of a great name.*

Thus ends the fourth branch of the creeper of fame composed by Mahāmahopādhyāya good Ṭhākur Vidyāpati.